হামির।

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক।

"কুরুক্ষেত্র" নাটক প্রণেতা
শ্রীনারায়ণচন্দ্র বসু
প্রণীত।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
— ১৩২২ সাল —

স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে ।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

উৎসর্গ ।

সাধকশ্রেষ্ঠ

স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষ ।

দেব !

যেমন আপনার "বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না", তেমনই আপনার রচনাবলীরও তুলনা নাই । আপনার চরিত্রবলও আবার সাধারণ মানবের ধারণাতীত ! যুগাবতারের লীলায় সহায়তার জন্য আসিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন । আপনার বীরভাবে—সাধনার অনুবর্ত্তী হইবার সাহস ও শক্তি নাই । আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার বিশ্বাস ও সাহিত্যসেবার অনুবর্ত্তী হইতে পারি ।

আপনার স্নেহের—
নারায়ণ ।

———

নিবেদন।

ঐতিহাসিক নাটক রচনা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এক অসমসাহসিক প্রয়াস। যে ঐশীশক্তি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া "কুরুক্ষেত্র" নাটক প্রণয়নে সমর্থ হইয়াছিলাম, "হামির"ও সেই শক্তির সহায়তায় রচিত হইয়াছে। "যন্ত্র মাত্র আমি"।

হামিরের পঞ্চম অঙ্কে চিত্রিত হইয়াছে যে আলাউদ্দিনকে পরাজিত করিয়া হামির চিতোর উদ্ধার করেন। এ স্থলে নাটকের সহিত ইতিহাসের সামঞ্জস্য নাই। কর্ণেল্ টড বলেন যে খিলিজি সুলতান মহম্মদকে পরাজিত করিয়া হামির মিবারের রাণা হ'ন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ ও ইলিয়টের রচিত ইতিহাসে যদিও এ ঘটনার কোনও উল্লেখ নাই, কিন্তু মহম্মদ খিলিজির রাজত্বকালেই যে চিতোর পাঠান সুলতানের হস্তচ্যুত হয়, এ বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। আলাউদ্দিনকে লইয়া নাটকের আরম্ভ, সুতরাং নাটকের পরিসমাপ্তিতেও আলাউদ্দিনের অবতারণা রাখিলে নাটকের সৌন্দর্য্য অধিকতর রক্ষিত হয়, এই বিবেচনায় ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য এই স্থলে রক্ষা করা হয় নাই!

এই নাটকের দৃশ্যাবলী সম্বন্ধে কলিকাতা যোড়াসাকোঁস্থ প্রসিদ্ধ জমিদার আমার পরম সুহৃদ মিঃ এন্ ব্যানার্জ্জী (থাক বাবু) আমার বিস্তর সাহায্য করেন, এবং আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান্ নফর চন্দ্র সেন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থের সমগ্র পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য উভয়ে আমার ধন্যবাদার্হ! নানা কারণে এই নাটক খানি প্রকাশ করিতে প্রায় দুই মাস বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্য সাধারণের নিকট আমি ক্ষমাপ্রার্থী! ইতি—

১৪।৪ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা, ২রা ফাল্গুন ১৩২২ } শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বসু।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বসু প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

কুরুক্ষেত্র।

গুরুদাস বাবুর বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা

বসুমতীর মন্তব্য। কুরুক্ষেত্র—(নাটক) শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বসু প্রণীত—মূল্য ১৲। মহাভারত কল্পদ্রুমকে আশ্রয় করিয়া বহু কবি,—নাটককার যশ অর্জ্জন করিয়াছেন; নারায়ণ বাবু তাঁহাদিগের অন্যতম। বিরাট-গৃহে উত্তরা অভিমন্যুর বিবাহের অর্থাৎ অজ্ঞাত বাসান্তে পাণ্ডবদিগের অভ্যুদয় হইতে নাটকের আরম্ভ—দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গে নাটকের পরিসমাপ্তি। সুতরাং গ্রন্থে ঘটনার বাহুল্য যথেষ্ট; অথচ সে বাহুল্য কুত্রাপি বিরক্তিকর নহে। পরন্তু তাহাতে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকখানি মনোরম হইয়াছে। গ্রন্থকার কুরুক্ষেত্র কেন যে ধর্ম্মক্ষেত্র, তাহা বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। কেবল প্রেমপ্রবাহের প্রাবল্যে রচনাতরী ভাসাইয়া দেন নাই। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠদৃশ্যে গীতার অমূল্য উপদেশ অতি সুকৌশলে—ঘটনার ও বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাত্রমুখে ব্যক্ত হইয়াছে। পঞ্চম অঙ্কে দুর্য্যোধনের পতন চিত্রিত। সৈন্যশুন্য—ভগ্নউরু কুরুরাজ অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক আনীত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের শির পাইয়া হর্ষে ও বিষাদে যে উক্তি করিয়াছেন ও অভিমন্যুর মৃত্যুর জন্য সুভদ্রাকে প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নাটককারের বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক। পুস্তকখানি দেব নাটকের লক্ষণাক্রান্ত—ইহার পূতভাব বিশেষ প্রশংসার্হ। আমাদেব দৃঢ় বিশ্বাস, এরূপ নাটকের অভিনয়ে দর্শকদিগের চিত্তে ধর্ম্মভাবই প্রকট হইয়া উঠিবে।

উদ্বোধনের মন্তব্য। মোটামুটি মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্য্যোধনের মৃত্যু পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি এই নাটকে স্থান পাইয়াছে। এই মহাযুদ্ধ যে ধর্ম্মযুদ্ধ, গ্রন্থে এই বিষয়ই মহাভারতের আখ্যায়িকার অনুসরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে! কোন কোন স্থলে গ্রন্থকার কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। মহাভারতের ন্যায় ঘটনা-সমাবেশ বহুল বিরাট গ্রন্থ হইতে একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটকের উপযোগী ঘটনাগুলি বাছিয়া লইয়া উহাদিগকে যথাযথ ভাবে চিত্রিত করা সহজ কথা নয়। আনন্দের বিষয় গ্রন্থকারের উদ্যম সফল হইয়াছে। এই পুস্তকে লেখক মহাকবি গিরিশ চন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, এবং নাটকখানির ভাষায় কবিত্ব ও প্রাণ আছে। তাঁহার অঙ্কিত প্রধান চরিত্রগুলিও বেশ ফুটিয়াছে। নাটকখানি পড়িতে পড়িতে কুরুক্ষেত্রের মহাহবের রোমাঞ্চকর চিত্রগুলি যেন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে একে একে সজীব হইয়া উঠে, আর ভাষার গুণে ইহা অভিনয় ও পাঠ দুইয়েরই উপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থকার আমাদের শুধু তথাকথিত কবিতা না দিয়া প্রকৃত কবিত্ব উপহার দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট ঋণী।

Extract from the Empire:—In "Kurukshettra", a Bengali drama in five acts by Babu Narayan Chandra Bose—the author has chosen for his theme a chapter from the Mahabharata, one of the two great epics of the Hindus **** The characters have been delineated with ability and the songs which have been inserted therein are sufficient proof that the author holds no mean position as a poet.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

অজয় সিংহ ... ... মেবারের রাণা।

আজিম সিংহ }
সুজন " } ... ঐ পুত্রদ্বয়।

হামির ... ... ঐ ভ্রাতষ্পুত্র।

নেহান্ রাও ... ... ঐ সেনাপতি।

আনন্দ ... ... হামিরের শিশুপুত্র।

জিৎ সিংহ ... ... রাঠোর অধ্যক্ষ।

মুঞ্জা ... ... বলায়ক সর্দ্দার।

শিউজী ... ... ঐ দলপতি।

আলাউদ্দিন ... ... পাঠান সম্রাট।

জাফর খাঁ ... ... ঐ সেনাপতি।

গাজি খাঁ ... ... ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ।

মির্জ্জা আলি বেগ ... ... ঐ প্রধান ওমরাহ।

মালদেব ... ... ঝালোরের ভূতপূর্ব্ব রাজা।

বনবীর }
হরি সিংহ } ... ঐপুত্রদ্বয়।

জাল মেহেতা ... ... ঐ রাজকর্ম্মচারী।

ভাট, গ্রহাচার্য্য, পুরোহিত, নাগরিকগণ, রাঠোর ও পাঠান সৈন্যগণ, অধ্যক্ষগণ, ওমরাহগণ, ভিখারীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মায়াদেবী ... ... মিবারের প্রধানা চারণী।

রুক্মা ... ... হামিরের মাতা।

চন্দা ... ... মালদেবের কন্যা।

লছমি ... ... মুঞ্জার কন্যা।

চারণীগণ, বাঁদী, বাঈজী, সখীগণ, ভিখারিণীগণ, রাজপুত রমণীগণ ইত্যাদি।

হামির।

প্রথম অঙ্ক।

—*—

প্রথম দৃশ্য।—চিতোর দুর্গাভ্যন্তর।

(আলাউদ্দিন, গাজি খাঁ, জাফর খাঁ, মির্জ্জা আলি বেগ, তাতার অধ্যক্ষগণ ও পাঠান সৈন্যগণ)

আলাউদ্দিন। গাজি খাঁ, জাফর খাঁ! এতদিন পর রাজপুত বীরত্বের কেন্দ্রস্থল চিতোর আজ খিলিজি সুলতানের পদানত হল। ভুবন বিখ্যাত বীর মামুদ গজ্‌নীও যা' সম্পূর্ণ ক'রে যেতে পারেন নি, আমি তোমাদের সাহায্যে আজ তা' সম্পন্ন করলাম। রন্তম্ভর, চান্দেরী, ধার, উজ্জয়েন জয় করেছি; শিবালিক হ'তে ঝালোর, মুলতান হ'তে ধাম্‌রিলা, পালম্ হ'তে দেওপালপুর পর্য্যন্ত পদদলিত করেছি; চতুঃসীমাবেষ্টিত রাজোয়াড়ার প্রত্যেক ক্ষুদ্র তালুকদার হ'তে স্বাধীন রাজা সকলেই দিল্লির সুলতানের সম্মুখে নতজানু হ'য়ে অধীনতা স্বীকার করেছে;—কেবল একা চিতোর দিল্লির অপ্রমেয় শক্তি উপেক্ষা ক'রে মাথা তুলে' ছিল। তার সে অসীম দম্ভ আলাউদ্দিনের শাণিত কৃপাণে বিধ্বস্ত হয়েছে। এ গৌরব দিগ্বিজয়ী গ্রীক্ সম্রাট্ সেকেন্দারের ভাগ্যেও ঘটেনি'। এ জয়োল্লাস চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য,—চিতোরের এই পতন হিন্দুস্থানে চিরজাগ্রত রাখবার

জন্য—আজ হ'তে আমি "সেকেন্দার শানি"উপাধি ধারণ ক'রলাম। দরবারের প্রত্যেক শীল পাঞ্জায় এই নাম অঙ্কিত করবে, প্রচলিত সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রায় এই নাম খোদিত হবে,দিল্লির দুর্গ-শিখরে এখন থেকে সেকেন্দার শানি নামাঙ্কিত পতাকা উড়্‌বে।

সকলে। কেরামৎ—কেরামৎ!

আলাউদ্দিন। কিন্তু এ জয়োল্লাসের মধ্যেও, থেকে থেকে একটা তিক্ত স্মৃতি জেগে উঠে, প্রাণে যেন কি অবসাদ ঢেলে দিয়ে যাচ্চে। মির্জা আলি বেগ্! কেবলমাত্র চিতোর করতলগত করবার জন্য, এই দীর্ঘ কাল একটা পার্ব্বত্যপ্রদেশ অবরোধ করে বসে থাকবার কোনই আবশ্যক আমার ছিল না; তার জন্য গাজি খাঁ কিম্বা জাফর খাঁর শৌর্য্য যথেষ্ট। পদ্মিনীলাভই আমার চিতোর অবরোধের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যে দিন সে অলৌকিক রূপলাবণ্য আমি আয়নার মধ্যে দেখেছিলাম, সেই দিন থেকে দুনিয়ার বা বেহিস্তের কোন চিন্তাই আমার মনে স্থান পায় নি;—আমি অনন্যমনে তারই ধ্যানে মগ্ন থাক্‌তাম। ভীমসিংহের মুক্তির বিনিময়ে সে যখন আমার হ'তে চাইলে, আমি হৃষ্টচিত্তে তার সে প্রার্থনা মঞ্জুর কর্‌লাম। মির্জা সাহেব! শুধু ভীমসিংহের মুক্তি কেন?—সে যদি আমার হ'ত আমি অকাতরে দিল্লির মস্‌নদ্ ভীমসিংহকে ছেড়ে দিতাম। কম্‌বক্ত কাফের তার সে সুখ—সে ঐশ্বর্য্যের কথা বুঝলে না! আগুনে পুড়ে মরবার জন্য তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল!

মির্জা আলি। বিলকুল্ ওয়াহিয়াদ্! জাহাপনা, কাফেরগুলোর ঐ এক বিষম দোষ! জেনানাগুলোকে প্রাণ গেলেও ছেড়ে দেয় না। ওদের আওরাৎগুলোও বিষম একগুঁয়ে! নিজের খসম্ ছাড়া, আর কারুর দিকে চাইবে না!

গাজি খাঁ। এরা পরকে আপনার করতে জানে না। কিন্তু আপনার লোককে পর করতে খুব জানে!

মির্জা আলি। বিলকুল্ ওয়াহিয়াদ্! কাফেরগুলো যদি আমাদের সব জামাই করত,—তা হ'লে আর যুদ্ধ করে' দেশ দখল করবার দরকার হ'ত না! খানার সঙ্গে একটু বিষ মিশিয়ে শ্বশুরগুলোকে মেরে ফেলে নিখরচায় বেটাদের জায়দাদের মালিক হওয়া যেত!

সকলে। কেরামৎ—কেরামৎ!

আলাউদ্দিন। গাজি খাঁ।

গাজি খাঁ। খোদাবন্দ্!

আলাউদ্দিন। মালদেব হাজির?

গাজি খাঁ। হাঁ—হুজুর!

আলাউদ্দিন। নিয়ে এসো!

[গাজি খাঁর প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। অনেক বিবেচনার পর স্থির করেছি যে এই মালদেবের হস্তেই চিতোরের শাসন ভার দিয়ে যাব।

জাফর খাঁ। সে কি জনাব! কাফেরকে এতটা বিশ্বাস করবেন্? জাঁহাপনা! পতিত শত্রুকে একেবারে অতটা ক্ষমতা দিলে সে বিদ্রোহ করবার সামান্য সুযোগটিও ছেড়ে দেবে না!

আলাউদ্দিন। ভুল বুঝেছ জাফর খাঁ।

মির্জা আলি। বিলকুল ওয়াহিয়াদ্!

আলাউদ্দিন। মালদেবকে আমি মানুষ বলে গ্রাহ্য করি না। যে ব্যক্তি আত্মমর্য্যাদাকে স্বার্থের মন্দিরে অমন ভাবে বলি দিতে পারে তা'র কি আর একটা বিদ্রোহ করবার তেজ থাকা সম্ভব? ঝালোর বিজয়ের পর তা'কে যখন দিল্লিতে আনা হয়, দেখেছ ত'—রাজ্যচ্যুতির

জন্য তা'র মুখে এতটুকুও লজ্জা বা ঘৃণার চিহ্ন ছিল না। পোষা কুকুরের মত কেমন মাথা নিচু করে' কুর্নিস করলে!

(গাজি খাঁ, মালদেব, হরিসিংহ, ও বনবীরের প্রবেশ)

মালদেব, বনবীর ও হরিসিংহ। শাহান শা' সুলতান আলাউদ্দি-নের জয়!

আলাউদ্দিন। ঝালোরাধিপতি! ছয়মাসকাল অবরোধের পর চিতোর এখন আলাউদ্দিনের পদানত হয়েছে।

মালদেব। জাহাপনা! ও ছ'মাস ধরে অবরোধের কোন আবশ্যকই ছিল না। আপনি জোরে একটা নিশ্বাস ফেল্‌লেই চিতোরের ফাটক্‌টা আপনা হ'তেই মড় মড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ত! এ ছ' মাস যে আপনি হেথা বসে রইলেন, সেটা শুধু সখ্ ক'রে পাহাড়ে জল হাওয়া সেবনের জন্য বই ত নয়!

সকলে। কেরামৎ—কেরামৎ!

আলাউদ্দিন। এখানকার কাজ শেষ হ'য়েছে, এখন আমরা রাজ-ধানীতে ফিরে যাবার জন্য যাত্রা করব। চিতোরে আমার একজন প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। আমি স্থির করেছি যে চিতোরের শাসনভার তোমাব হাতে দিয়ে যাব। তুমি আজ থেকে চিতোরের শাসনকর্ত্তা হ'লে!

সকলে। তারিফ্—তারিফ্!

আলাউদ্দিন। ঝালোরাধিপতি! তোমার উপর বিশ্বাস করতে পারি বোধ হয়?

মালদেব। খোদাবন্দ্! পৃথিবীতে কোনও বাদসাহ অধিকতর বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত ভৃত্যের মালিক বলে গৌরব করতে পারে না!

আলাউদ্দিন। তোমার পুত্রদের আচরণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?

বনবীর। সম্রাট্! দিল্লীশ্বরের কার্য্যে এ গোলাম প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

আলাউদ্দিন। পিতার উপযুক্ত পুত্র তোমরা! মালদেব, চিতোর রক্ষার জন্য পঞ্চাশ হাজার পাঠান সৈন্য গাজিখাঁর অধীনে রেখে যাচ্ছি। সন্নিকটস্থ কোনও রাজা বা সর্দ্দারের যৎসামান্য ঔদ্ধত্য দেখলেই, তৎক্ষণাৎ তাকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে দ্বিধা করবে না। তবে বিদায় গ্রহণ করি, মালদেব।

মালদেব। সম্রাট্! সব ঠিক করে গেলেন বটে, কিন্তু একটা কণ্টক রেখে গেলেন, জাহাপনা!

আলাউদ্দিন। কে সে?

মালদেব। হুজুর! রাণা লক্ষ্মণ সিংহের পুত্র অজয় সিংহ এখনও কৈলোয়ারায় জীবিত রয়েছে। সুযোগ পেলে সে তার পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারে বিরত হবে কি? দিল্লি যাবার পূর্ব্বে তার বংশটা নির্ম্মূল করে গেলে ভাল হ'ত!

আলাউদ্দিন। তার জন্য আমি ততটা ভাবি না। সে তার পিতার জীবদ্দশাতেই চিতোর ছেড়ে গিয়ে পর্ব্বত ও অরণ্যসঙ্কুল কৈলোয়ারায় আশ্রয় নিয়েছে। শুনেছি, সেখানে পরাক্রান্ত সর্দ্দারদের অনেকেই তার বিপক্ষ; তাদেরই একজনের হাতে সে বর্ব্বরের জীবন শেষ হ'বে। আর যদিই বা তার এতটা স্পর্দ্ধা হয় যে সে সুলতান সেকেন্দার শান্তির বিরুদ্ধে চিতোর আক্রমণ করে, তা হ'লে গাঁজিখাঁর ৫০ হাজার পাঠান সৈন্যের সাহায্যে তুমি ও তোমার পুত্রেরা অনায়াসে তাকে জাহান্নামে পাঠাতে পারবে। যাক্!—জাফর খাঁ,

হামির।

চিতোর পরিত্যাগের পূর্ব্বে চল—কাফেরের দেব্‌তা ক্ষেত্রপালের মন্দির ধ্বংস করে যাই। সেই পুতুলটাকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে, প্রকাশ্য রাজপথে চিতোর বিজয়ের নিশানাস্বরূপ বসিয়ে রাখতে হবে!

বনবীর। জাঁহাপনা! এ গরীবের একটা প্রার্থনা আছে, অনুমতি হয় ত বলি।

আলাউদ্দিন। কি?

বনবীর। হুজুর! সমগ্র রাজোয়াড়ায় সেকেন্দার শানির বীরত্বের অজস্র কীর্ত্তি রেখে যাচ্চেন, কিন্তু তাঁর মহত্বের একটাও চিহ্ন নাই। আমার এই প্রার্থনা যে সুলতান এমন একটা কিছু রেখে যান, যাতে আপনার বাহুবলের কাঠিন্য এবং হৃদয়ের কোমলতা একসঙ্গে লোকে অনুভব করতে পারে!

আলাউদ্দিন। কথাটা মন্দ নয়—যদিও হৃদয় ব'লে জিনিষটা আলাউদ্দিনের কখনও নাই! রাজনৈতিক হিসাবে কোমলতার ভানও সময়ে সময়ে কাজ দেয়। ভাল,—এমন কোন্ কার্য্য তোমার অভিপ্রেত?

বনবীর। মালিক-উল্-মুলুক্! যদি কাফেরের এই পুতুলটা আপনি চিতোরে ছেড়ে যান, তা হলেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে। হুজুর, সে প্রস্তরখণ্ডটা দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে কোনই লাভ হবে না। দু'দিন পরে লোকের কৌতুহল মিটে যাবে,তখন সেটাকে হয়ত' তাচ্ছিল্য করে' রাস্তায় ফেলে দেবে। পথের কঙ্করের সঙ্গে মিশিয়ে তাঁর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাক্‌বে না! কিন্তু এখানে মন্দিরের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত থাক্‌লে সেকেন্দার শানির কীর্ত্তি দীর্ঘকাল লোকের স্মৃতি পথে জাগিয়ে রাখবে।

আলাউদ্দিন। কাফের! তোমার আর্জি মঞ্জুর করলাম্। কীর্ত্তি কীর্ত্তি, লোভনীয় বটে; বেশ একটু মাদকতাও আছে!

[প্রস্থান।

সকলে। জয় সুলতান সেকেন্দার শানির জয়!

(সকলের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—কৈলোয়ারা, পার্ব্বত্য পথ।

(চারণীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

॥ গীত ॥

রক্ত বরণ অরুণ-কিরণ ডুবিছে সান্ধ্য গগণ গায়।
নিশার আঁধার ধীরে ধীরে আসি' অবনীর শোভা ঢাকিতে চায়।
ওই দূরে যেথা ধরার উপরে, গগণ আসিয়া মিশেছে আদরে,
আঁখিপথ হ'তে ধীরে ধীরে ধীরে আঁধারে আঁধারে সরিয়া যায়॥
অম্বরভেদী অচল শিখর সিন্দুর রাগে শ্যাম জলধর,
বিদায় ব্যাথিত মন্থর পদে নিবিড় তিমিরে মিলাতে ধায়।
চেতনা রয়েছে নাহি কম্পন, রয়েছে জীবন নাহি স্পন্দন,
মরণ মাখান ঘুমেতে মগন ধরণী ভীষণ শ্মশান প্রায়॥

(চারণীগণের প্রস্থান)

(অজয় সিংহ ও নেহান রাওয়ের প্রবেশ)

অজয় সিংহ। শোন নেহান, কান পেতে শোন!—চারণীদের করুণ-সঙ্গীতে দিগন্ত মুখরিত। অস্তমিত আদিত্যের বন্দনাগানে প্রকৃতি তা'র ক্ষণিক উত্তেজনায় রক্তিম মূর্ত্তি ধারণ করে' উপাসনান্তে

এখন অসিতবরণা! শোন নেহান,—আরাবলি শৈলমালার শৃঙ্গে শৃঙ্গে সেই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ভেসে বেড়াচ্চে! ঐ শোন্ সান্ধ্য সমীরণের নিরাশাব্যঞ্জক দীর্ঘশ্বাস! নির্ঝরিণীর সে উদ্দাম প্রপাত আর নাই, পতিবিয়োগবিধুরা অভাগিনীর ন্যায় স্খলিতমন্থরগতিতে বহে যাচ্চে! আর—কান পেতে শোন নেহান, এই জনশূন্য অধিত্যকায় আমাদের প্রত্যেক নিশ্বাসের প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করে বল্‌ছে "চিতোর গিয়েছে তা'তে ক্ষতি নাই, রাণা অজয় সিংহ বেঁচে থাক্; বাপ্পার চিতোর, রাণা রহুপের চিতোর, রাণা লক্ষণ সিংহের চিতোর, ভীম সিংহের বীরত্বমণ্ডিত, পদ্মিনীর সতীত্বভূষিত চিতোর যায় যা'ক্—অজয় সিংহ ত বেঁচে আছে!" শিশোদীয় বংশের বিপুল কীর্ত্তি, মিবারের অত্যুন্নত গৌরব, রাজপুত শৌর্য্যের বীভৎস কঙ্কাল আমি—কেন এখনও অতীতের গাঢ় অন্ধকারে মিশিয়ে যাচ্চি না, বল্‌তে পার?

নেহান্ রাও। রাণা—রাণা, ধৈর্য্যচ্যুত হবেন না!

অজয় সিংহ। ধৈর্য্য! স্বচক্ষে দেখেছ ত' নেহান, দেবোদ্দেশে একাদশ রাজকুমার চিতোরের জন্য হৃষ্টচিত্তে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে! অবশেষে রাজপুতকুলগৌরব পিতা আমার, প্রবীণ বয়সে প্রমত্ত বিক্রমে যুদ্ধ করে' রণস্থলে প্রাণত্যাগ করেছেন। আর আমি, পিতৃস্নেহের অন্তরালে মাথা লুকিয়ে, জন্মভূমি ত্যাগ করে এসে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে, অরণ্যে পশুর মত ঘুরে বেড়াচ্চি। নেহান্, আরও কি ধৈর্য্য থাকা সম্ভব?

নেহান রাও। প্রভু, আপনি ত' স্বেচ্ছায় চিতোর ত্যাগ করে আসেন নি'। সর্ব্বাগ্রে আপনিই চিতোরের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্‌তে চেয়েছিলেন। রাণা লক্ষণ সিংহের অপত্যস্নেহনিবন্ধনে আপ-

নাকে পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য অনিচ্ছা সত্বেও চিতোর ত্যাগ করতে হয়েছিল। তা'র জন্য আপনার অনুতাপের কোন কারণ নাই—রাণা! আপনার এই কৈলোয়ারা দুর্গ দৃঢ়নির্ম্মিত, আরাবলি যেন শত হস্তে বেষ্টন করে তাকে রক্ষা করছে; শত্রু প্রবেশ এখানে একেবারেই অসম্ভব। এই অবসরে আবশ্যক মত সৈন্য সংগ্রহ করে', উপযুক্ত সময় বুঝে চিতোর আক্রমণ করলে, অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার অসম্ভব হবে না, রাণা।

অজয় সিংহ। সেই উদ্দেশ্যেই কৈলোয়ারায় আসা, সেই আশাতেই কৈলোয়ারা দুর্গ নির্ম্মাণ! কিন্তু নেহান, এই পার্ব্বত্য সর্দ্দারদের একত্রিত করতে না পারলে সে উদ্দেশ্য সাধনের কোন আশা নাই। এখনও তারা আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, এখনও তাদের মধ্যে একাগ্রতার অভাব। আর, আমার প্রত্যেক অনুষ্ঠানের প্রধান অন্তরায় হ'চ্চে সেই বলায়ক সর্দ্দার মুঞ্জা! একদিকে আমি নিরন্তর হৃদয়ের শোণিত রাশি সিঞ্চন করে' সর্দ্দারদের স্বপক্ষে আন্‌বার চেষ্টা করছি, অন্য দিকে মুঞ্জা নিয়ত বিষময় কুমন্ত্রণা দিয়ে তা'দের সরিয়ে নিয়ে যাচ্চে! এইবার সে প্রকাশ্য ভাবে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে। এইরূপে যদি বিদ্রোহ দমনে দিন দিন শক্তি ক্ষয় হ'তে থাকে, তা' হ'লে আর অবশিষ্ট কতটুকু নিয়ে চিতোর উদ্ধার হবে, সেনাপতি?

(গুপ্তচরের প্রবেশ)

গুপ্তচর। রাণার জয় হ'ক!

অজয় সিংহ। কি সংবাদ?

গুপ্তচর। আরও বিশ জন সর্দ্দারকে মুঞ্জা নিজের দলে নিয়ে গেছে। যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। কাল প্রভাতেই তারা কৈলোয়ারার দিকে আস্‌বে।

নেহান রাও। ঠিক্ ক'টার সময়ে তারা অভিযান করবে জা'ন?

গুপ্তচর। রাত দু'টার পর।

নেহান রাও। রাণা, আর সময় নাই! সৈনিক, তুমি এই মুহূর্ত্তেই ভীলসর্দ্দারকে সংবাদ দিয়ে বলগে, সে যেন পশ্চিম দিক থেকে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

[গুপ্তচরের প্রস্থান।

রাণা, নৈশ অভিযান ভিন্ন আর উপায় নাই! আপনি কি যুক্তি দেন?

অজয় সিংহ। আক্রমণ—আক্রমণ ভিন্ন কোন যুক্তি নাই! মুঞ্জাকে অর্দ্ধ পথেই বাধা দিতে হবে, কৈলোয়ারার দশ ক্রোশের মধ্যে সে যেন কোন মতে পদার্পণ করতে না পারে! নেহান, এ বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রত্যেক রাঠোর শিশুকে পর্য্যন্ত যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যের জন্য নয়, ধন রত্ন লাভের জন্য নয়, একটা বিরাট দিগ্বিজয়ের জন্য নয়! এ যুদ্ধ রাজপুতের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, শিশোদীয় বংশের গৌরব রক্ষার জন্য, মিবারের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য! স্পর্দ্ধা এই ক্ষুদ্র বলায়ক সর্দ্দারের যে সে আজ কৈলোয়ারা আক্রমণে উদ্যত! রাঠোর সেনাপতি! সর্পের বিবরে প্রবেশ করে গন্ধমুষিক কি তার ঘৃণিত জীবন নিয়ে ফিরে যাবে?

নেহান রাও। নেহান রাও জীবিত থাকতে তা হবে না, রাণা!

আমি সর্দ্দারদের একত্রিত করি গে, দুর্গস্থিত সৈন্যদের প্রস্তুত করে রাখুন।

[প্রস্থান।

অজয় সিংহ। ধন্য তুমি রাঠোর! যৎসামান্য বৃত্তিভোগী সৈন্যাধ্যক্ষ তুমি, কিন্তু তোমার মহত্বের সন্মুখে অবনত মস্তকে প্রণত হ'তে আমারও ইচ্ছা হয়। চল বীর,—আমরা দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জগতকে দেখাই যে প্রাণের চেয়ে মান বড়! আজ যদি আমার দুই পুত্র এইরূপ শৌর্য্যবান হ'ত, তা' হলে চিতোর উদ্ধার সম্বন্ধে এ দুর্ব্বহ চিন্তাভার আমায় অহোরাত্র মাথায় করে ঘুরতে হ'ত না! অলস, বিলাসপরায়ণ এই পুত্রদের দ্বারা শিশোদীয় বংশের গৌরব কখন অক্ষুণ্ণ থাকবে না। চিতোর উদ্ধার ত' দূরের কথা,—কৈলোয়ারা রক্ষা করতেও তা'রা অসমর্থ! আমার জীবনব্যাপী চেষ্টার ফল, আমার জীবনের সঙ্গেই শেষ হ'য়ে যাবে!

(মায়াদেবীর প্রবেশ)

মায়াদেবী। ভুল বুঝেছ রাণা! সত্য কখন বিনষ্ট হয় না, কার্য্য কখন নিষ্ফল হয় না! তুমি অকপট হৃদয়ে প্রতিনিয়ত চিতোর উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করছ, সে চেষ্টা কি কখন ব্যর্থ হয়!

অজয় সিংহ। কি বলছ দেবি! রাজোয়াড়া আজ ঘোর তমোগুণাশ্রিত! পরশ্রীকাতর সামন্তগণ নিজেদের স্বার্থ ভিন্ন আর সকল বিষয়েই দৃষ্টিহীন! বিভীষিকাময়ী সংক্রামক ব্যাধির মত আলস্য ও বিলাসিতা আজ সমগ্র রাজস্থান ছেয়ে ফেলেছে। আজিম ও সুজন সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে মনুষ্যত্ব হারিয়েছে! এ ব্রতের উদ্যাপন কি তারা করতে পারবে?

মায়াদেবী। জানি না, রাণা, কি ঘন কুজ্ঝটিকায় আজ তুমিও দৃষ্টিশক্তি হীন! তোমার পিতার শেষ অনুরোধ স্মরণ কর, রাণা। তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর অরি সিংহের পুত্রকে তোমার উত্তরাধিকারী করবার জন্য তোমার স্বর্গগত পিতা তোমায় বলে গিয়েছেন। দূরদর্শী রাণা লক্ষ্মণ সিংহের সে উপদেশ মত কার্য্য কর্‌লে শিশোদীয় বংশের গৌরব চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে।

অজয় সিংহ। ঠিক বলেছ, চারণী! নানা দুশ্চিন্তায় পিতৃউপদেশ বিস্মৃত হয়েছিলাম। মিবারের চিরহিতৈষিণী তুমি,—আমার হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচিয়ে দিলে। তবু,—তবু যদি—

মায়াদেবী। তবু কিসের আপত্তি, রাণা?

অজয় সিংহ। চারণি! জীবন থাকতে পিতৃ আজ্ঞা পালনে অজয় সিংহ কখন আপত্তি করবে না। ভাবছিলাম কি জান?—আমার অগ্রজের বিবাহ চিতোরে গুপ্ত রাখা হয়—কারণ কি তা জানি না! যদি আমার ভ্রাতৃজায়ার প্রকৃত পরিচয় জান্‌তে পারতাম, তা হ'লে এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'তাম যে চিতোরের ভবিষ্যৎ রাণার মাতৃকুলও লঘু নয়!

মায়াদেবী। রাণা, শোন তবে। তোমার ভ্রাতৃজায়া সম্ভ্রান্ত চন্দানোবংশ-সম্ভূত এক দরিদ্র রাজপুতের কন্যা। পরের দাসত্ব স্বীকার করলে এই রাজপুত হয়ত' প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হ'ত; কিন্তু দাসত্ব অপেক্ষ দারিদ্র শতগুণে শ্লাঘ্য বিবেচনা করে সেই রাজপুত কৃষি কার্য্য অবলম্বনে দিনপাত করত'! অরি সিংহ যখন অন্দাবারণ্যে মৃগয়া করতে যান্ তখন সেই রাজপুত বালিকা তোমার অগ্রজের লক্ষ্য-ভ্রষ্ট বরাহকে একটি জনার দণ্ড দিয়ে বিদ্ধ করে; পরে অরিসিংহের জনৈক কৌতুকপ্রিয় সহচরকে সেই বালিকা একটি

সামান্য রজ্জু সহায়ে অশ্বসহ ভূতলশায়ী করে! কৃষককন্যার সেই অসামান্য কৌশল ও শক্তি দর্শনে মুগ্ধ হ'য়ে অরিসিংহ বালিকার পিতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁকে বংশ-মর্য্যাদায় সমকক্ষ জেনে সেই বীর্যবতী কুমারীর পানিগ্রহণ করেন। পত্নীর সহিত অরিসিংহ যখন চিতোরে প্রত্যাগমন করেন, তখন পাঠানের সহিত যুদ্ধ চলেছে। অন্তর্বত্নী জায়াকে নিরাপদ স্থানে রাখার উদ্দেশ্যে অরিসিংহ তাঁকে আবার আন্দাবায় পাঠিয়ে দেন। তার পর সব শেষ হ'য়ে গেল!

অজয় সিংহ। অদ্ভুত কাহিনী, দেবি! দরিদ্রের কন্যা বলেই বোধ হয় আমার অভাগিনী ভ্রাতৃজায়াকে অজ্ঞাতভাবে রাখা হ'য়েছিল। চারণি, আজ আমি বড় দীন, বড় দরিদ্র; তাই এতদিন পরে সেই দীনা রাজপুতনীর সকল কষ্ট অনুভব করতে পারছি! যদি কখনও দিন পাই তা' হ'লে তাঁকে চিতোরের রাজমাতা করে' তাঁর সকল বিষাদ মুছিয়ে দেবো! আজ আমার সমস্ত সহচর এই আকস্মিক নৈশ-যুদ্ধে ব্যাপৃত, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শিশোদীয় বংশ-ধরকে নিয়ে আসবার উপযুক্ত ব্যক্তি কেউ নাই! মিবারের চিরকল্যাণদায়িনী তুমি—তুমি আজ এই নামমাত্রধারী রাণার আশীষপূর্ণ আমন্ত্রণ হামিরের কাছে বহন করে নিয়ে যাও। ব'ল তাকে যে চিতোরের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য হামিরের আনুকূল্য একান্ত প্রয়োজন। চারণি—এতদিন তা'র কোন তত্ত্ব করি নাই, সে জন্য যদি পিতৃব্যের প্রতি অভিমান বশতঃ সে এ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে, মিবারের নামে তাকে আহ্বান ক'রো। রাজপুত কখনও জন্মভূমির আহ্বান উপেক্ষা করে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—আন্দাবারণ্য।

(লছমির প্রবেশ)

লছমি। আজ হামিরের জন্মতিথি পূজা, তাই আন্দাবায় আজ বড় ধূম! রুক্মাদেবী তাঁর একমাত্র পুত্রটীকে মনের সাধে সাজিয়ে দিয়েছেন। অরণ্যবাসী কৃষকদের স্ত্রী পুত্র কন্যারা কত মনোহর সামগ্রী এনে হামিরকে উপহার দিচ্ছে। অত বড় বীর রাজপুত যুবকের হাতে সে সব জিনিষ দিতে আমার কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়। তাই, এই ধনুকটি স্বহস্তে প্রস্তুত করে তাকে দিতে এনেছি। জানি না, কেন তাকে দেখতে এত ইচ্ছা হয়! শৈশবে মাতৃহীনা আমি, পিতার বুকভরা স্নেহের মধ্যে লালিত হ'য়ে কখনও জননীর অভাব অনুভব করিনি! সংসারের সমস্ত কাজের ভার আমার উপর দিয়ে, পিতা আমায় সর্ব্বদাই সংসারের কাজে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চান। কিন্তু, সারাদিন সহস্র কার্য্যের মধ্যে মনকে নিবিষ্ট রেখেও, দিনান্তে যদি হামিরকে একবার না দেখ্‌তে পাই তা হ'লে মনে হয় যেন সমস্ত কাজই অসম্পূর্ণ র'য়ে গেছে! কেন এমন হয়? তাকে ভু'লে থাক্‌বার জন্য যত বেশি চেষ্টা করি, ততই যেন তার চিন্তা আমায় চারিদিক থেকে ছেয়ে ফেলে! ছি, ছি, হামির যদি জান্‌তে পারে, সে কি মনে কর্‌বে!

(হামিরের প্রবেশ)

হামির। এই যে লছমি! আমরা মনে করেছিলাম তুমি আজ আর আস্‌তে পারলে না।

লছমি। হামির! তোমার জন্মতিথিপূজার দিনে কত লোকে তোমায় কত রকম উপহার দেয়, কিন্তু আমার মনে হয় যে বীরের হাতে

বীরোচিত জিনিষ ভিন্ন অন্য কিছুই শোভা পায় না। তাই, এই ধনুকটি তোমায় উপহার দিতে এনেছি। এটা তোমার পছন্দ হয় ত?

হামির। মন্দ কি! জন্মদিনে স্নেহবশে যে যা' দিয়ে তৃপ্তি পায় আমি তা' সানন্দে গ্রহণ করি। অবস্থা ও অভিরুচি সকলের ত' সমান নয়, লছমি! ভাল কথা,—তোমার পিতা কি এখনও রাণা অজয় সিংহের সহিত মিত্রতা করতে রাজি ন'ন?

লছমি। কৈ, এখনও ত' তাঁর মতের কোন পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি না। বরং শুন্‌ছি যে তিনি আজ শেষরাত্রে কৈলোয়ারা আক্রমণের জন্য অভিযান কর্‌বেন।

হামির। অজয় সিংহ ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ মেবারের রাণা। তোমার পিতা ব্যতীত অন্য সমস্ত সর্দ্দারেরাই তাঁ'কে রাণা বলে স্বীকার করেছে। তোমার পিতার এ বিরুদ্ধাচরণের কারণ কি জান?

লছমি। না, তা জানি না। এ বিষয়ে কখনও জিজ্ঞাসা ক'রতে সাহস হয় নি। কারণ, তিনি বলেন যে রাজনৈতিক কার্য্যে রমণীর কোন অধিকার নাই! কিন্তু হামির, তোমার খুল্লতাত কর্ত্তৃক তুমি ত' আজন্ম পরিত্যক্ত; তবু তুমি রাণা অজয় সিংহের এত পক্ষপাতী কেন?

হামির। তা'র একমাত্র কারণ যে যিনি মেবারের রাণা! লছমি,— সূর্য্য কখন ব্যক্তি বিশেষকে আহ্বান করে' আলোক ও উত্তাপ দান করেন না; জগতের সর্ব্বত্রই সমান ভাবে কিরণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যদি কেউ সূর্য্যের উপর অভিমান করে' অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে মুখ ঢেকে বসে থাকে, তা' হ'লে কি সেটা সূর্য্যের অপরাধ? শিশোদীয় বংশ আজ গ্রহবৈগুণ্যে বিপন্ন, চিতোর আজ রাণার হস্তচ্যুত; কিন্তু অজয় সিংহ যখন প্রাণপণে সে গৌরব পুনঃ

প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন, তখন রাণার সহায়তা করা প্রত্যেক মেবারবাসীরই কি কর্ত্তব্য নয় ?

লছমি। হামির! আমি সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করে' পিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করব। এ যুদ্ধ হ'তে বিরত হবার জন্য তাঁকে প্যয়ে ধ'রে অনুরোধ কর্‌ব।

হামির। অনুরোধ! না—না! অবোধ বালিকা—কিসের জন্য অনুরোধ কর্‌বে? কা'র কাছে অনুরোধ করবে? তুমিবিনীত হ'য়ে, কাতর স্বরে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে সর্দ্দারকে রাণার সঙ্গে মিত্রতা করতে অনুরোধ করবে;—আর মুঞ্জা গর্ব্বিত ভাবে রাণার দিকে একটু অনুকম্পার চক্ষে চেয়ে দেখ্‌বে! তুমি যা'বে প্রভুর বিরুদ্ধে ভৃত্যের বিদ্রোহ মেটাবার জন্য, ভৃত্য কিন্তু প্রভুকে ভীত মনে ক'রে অনুগ্রহ দানের আনন্দ উপভোগ করবে! না লছমি, সন্ধির জন্য কখনও তাকে অনুরোধ ক'রো না, যদি এ প্রসঙ্গ নিয়ে তোমার পিতার সঙ্গে কোন কথা হয়, তবে আমার হয়ে এইটুকু তাকে ব'লো যে রাণার বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিকে আমি মেবারের শত্রু ব'লে মনে করি!

[লছমির প্রস্থান।

যে দেশে রাজদর্শনকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ মহাপুণ্যকর্ম্ম ব'লে নির্দ্দেশ করে গিয়েছেন, সেই আর্য্যাবর্ত্তে আজ প্রজা রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে! বসুমতি,—তুমি এখনও স্থির প্রকৃতিতে মুখ দেখাতে পার্‌ছ? লজ্জায় তুমি মহাশূন্যে বিলীন হ'য়ে যাও!

(রুক্মার প্রবেশ)

রুক্মা। হামির!

হামির। মাঁ!

রুক্মা। আজ তোমায় এত উত্তেজিত দেখ্‌ছি কেন বৎস? তোমার স্বর কম্পিত, তোমার চক্ষে একটা তীব্র বেদনাময় দৃষ্টি! কি হয়েছে, বৎস?

হামির। কি হয় নি' মা? যে আর্য্যভূমির প্রধান আশ্রয়স্তম্ভ ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মের মধ্যে আর্য্যজাতির অস্তিত্ব অবধি নিহিত,—সেই ধর্ম্ম আজ মেবারে পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হ'য়েছে! পার্ব্বত্য মুষিক মুঞ্জা বলায়ক আজ কি না দম্ভ ভরে ক্ষত্রিয়কেশরী অজয় সিংহের কৈলোয়ারা আক্রমণে উদ্যত! শিশোদীয় বংশের মহত্ব, চিতোর-রাজকুলের বীরত্ব, আজ প্রতিকুল অবস্থার পড়ে এতটা খর্ব্ব হ'য়ে গেছে কি, মা?

রুক্মা। বৎস! দোষীর দণ্ডবিধান রাজা কর্‌বেন।

হামির। সে দণ্ডবিধানের সহায়তা করবে প্রত্যেক রাজভক্ত প্রজা।

রুক্মা। নিশ্চয়! যদি সহায়তার প্রয়োজন হয়। অযাচিত ভাবে দণ্ডবিধানের সহায়তা করতে গিয়ে, অনেক সময়ে অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করা হয় মাত্র!

হামির। বুঝ্‌তে পার্‌চি না. মা! তবে, হৃদয়ের অন্তস্থল হ'তে একটা প্রবৃত্তি কাণের কাছে নিয়ত তারস্বরে বল্‌ছে—উঠ, জাগো, বিপন্ন রাণার সহায়তা কর! সে আহ্বান বড় করুণ, বড় তীব্র, বড় উচ্ছ্বাসময়ী! স্বর্গাদপি গরিয়সী মা আমার, বলে দাও—এ অনুভূতি সত্য না মিথ্যা, এ ক্রন্দন বাস্তব না কাল্পনিক, এ আহ্বান পালনে পাপ অথবা উপেক্ষায় পুণ্য!

রুক্মা। হামির! জীবনের প্রত্যেক অনুভূতিই সত্য! যে স্বপ্নকে লোকে সাধারণতঃ অলীক বলে থাকে, সূক্ষ্ম দার্শনিকদের মতে তা'ও অবস্থান্তরে আত্মার প্রকৃত অনুভূতি। কিন্তু

বৎস, তোমার এ প্রবৃত্তির নিয়োগ পালনের সময় এখনও হয় নি' !

হাম্মির। এখনও সময় হয় নি' ?

রুক্মা। না বৎস !

হাম্মির। আর কবে হবে, মা ? লক্ষণসিংহ গেছে, ভীমসিংহ গেছে, চিতোর গেছে ; রাণা অজয় সিংহের বিরুদ্ধে দুর্বৃত্ত মুঞ্জা বিদ্রোহ করেছে ! তবু কি এখনও সময় হয় নি, মা ?

রুক্মা। না বৎস।

(মায়াদেবীর প্রবেশ)

মায়াদেবী। শিশোদীয় বংশের জয় হ'ক।

রুক্মা। কে তুমি মা ?

মায়াদেবী। মেবারের চারণী।

রুক্মা। আজ্ঞা করুন্, দেবি !

মায়াদেবী। রাজকুলবধূ ! আমি কোন আজ্ঞা ক'রতে আসি নি', আজ্ঞা বহন ক'রে এনেছি মাত্র।

রুক্মা। আপনি আমাদের পরিচয় জানেন দেখ্‌ছি।

মায়াদেবী। মা, চারণীদের কাছে রাজপুতের কারও পরিচয় অজ্ঞাত নাই।

হাম্মির। কি সংবাদ নিয়ে, কার কাছ থেকে এসেছেন বলুন।

মায়াদেবী। মেবারের রাণা অজয়সিংহের আশীর্ব্বাণী এনেছি তোমার জন্য, বৎস !

রুক্মা। তাঁ'র এ দরিদ্র ভ্রাতষ্পুত্রকে এতদিনে রাণার মনে পড়েছে ?

মায়াদেবী। (স্বগতঃ) সেই অভিমান ! (প্রকাশ্যে) মা, নিজের রক্তকে কেউ কখন বিস্মৃত হয় না। চিতোর ত্যাগের পর অজয়

সিংহ যে কি ভাবে দিন কাটাচ্ছেন তা' বোধ হয় কোন মেবার-বাসীরই অবিদিত নাই। সে বিপজ্জালের মধ্যে তিনি তাঁর ভ্রাতস্পুত্রকে স্বেচ্ছায় টেনে নিয়ে যেতে চান্ নি'—তা'র কারণ স্নেহ, উপেক্ষা নয়! কিন্তু আজ তাঁর সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হ'তে বসেছে দেখে, তাঁর বিলাসপরায়ণ পুত্রদের দ্বারা কৈলোয়ারা রক্ষা ও চিতোর উদ্ধার অসম্ভব দেখে, রাণা তাঁর অন্যতম বংশধর হামিরকে মেবারের নামে আহ্বান করে', মেবারের ভবিষ্যতের কথা তাঁকে ভাব্‌তে বলে দিয়েছেন। বৎস, ইচ্ছা হয় মেবারকে একবার অবসর মত ভেবো; না হয়—সে চিন্তা জন্মের মত মন থেকে মুছে ফেলে দিও।

হামির। (রুক্মার প্রতি) মা—মা! বল মা, এখনও কি সময় হয় নি'? রাজপুতের ধ্যান, রাজপুতের তীর্থ, রাজপুতের স্বর্গ—চিতোর আজ বিপন্ন! যে চিতোর একদিন বাপ্পার নাম বক্ষে ধারণ করে, রাজপুত-ললনার সতীত্বগাথা মণ্ডিত হ'য়ে, তুষারমৌলী হিমাদ্রির অপেক্ষাও উন্নত মস্তকে আর্য্যাবর্ত্তের গৌরব ঘোষণা ক'র্‌ত, সেই চিতোর আজ পরপদলেহী মালদেবের বিলাস ও ব্যভিচারের ভারে পাঁকের মধ্যে ডুবে গিয়েছে! একদিন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে আবাল-বৃদ্ধবনিতা নিত্য প্রভাতে পুণ্যময় দেবতার নামের মত যে রাণার নাম উচ্চারণ করে দৈনন্দিন শুভকার্য্যের সূচনা কর্‌ত,—আজ সেই রাণা দুর্ব্বল, অসহায়, নিজের প্রজা কর্তৃক প্রপীড়িত! বল মা, এখনও কি সময় হয় নি'!

রুক্মা। এই ত সময় হয়েছে, বৎস! পিতৃব্য তাঁর স্নেহভরা বুকে ভ্রাতস্পুত্রকে আলিঙ্গন করবার জন্য বাহুপ্রসারণ করে' আহ্বান করেছেন, ছুটে গিয়ে সে বিশাল বক্ষে মাথা রেখে তাঁর আশীর্ব্বাদ

লাভ কর। মেবার ডেকেছে,—মেবারের উপযুক্ত পুত্র তুমি, সে আহ্বান কি কখন উপেক্ষা করতে পার! সময় হয়েছে বৎস, আর আমি তোমায় নিষেধ ক'রব না।

হামির। তবে দাও মা,—তোমার আশীর্ব্বাদ দানে আজ আমার নবীন জীবনে নব শক্তি সঞ্চারিত করে দাও, যেমন জন্মের সেই প্রথম মুহূর্ত্ত হ'তে তোমার স্নেহপূর্ণ বক্ষের সুধাধারায় পলে পলে আমাকে পুষ্ট করে এসেছ। আশীর্ব্বাদ কর মা, তোমার বক্ষরক্তে বর্দ্ধিত এই দেহের প্রতি অস্থিখানি যেন মেবারের জন্য উৎসর্গ করতে পারি, যেমন দধিচি তাঁর অস্থি দিয়ে ত্রিদিব রক্ষা করেছিলেন! অর্জ্জুনের বাহুবল, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মনিষ্ঠা, ভীষ্মের শ্রদ্ধা, ভার্গবের তেজ আজ একাধারে তোমার আশীর্ব্বাদে মিলিত হ'য়ে আমার সকল উদ্যম সফল করে দিক্।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—মুঞ্জার গুহা।

(মুঞ্জা, শিউজী ও দলপতিগণ)

মুঞ্জা। দলপতিগণ! যদি এখনও কারও আপত্তি থাকে স্পষ্ট ক'রে বল। কোনও কুত্তাকে তা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কাজ করতে বলি না।

শিউজী। কারও আপত্তি নাই, সর্দ্দার।

মুঞ্জা। যদি এর ভিতর কেউ দুষমন থাক, এখনও সরে যাও। পরে প্রকাশ হ'লে, জ্বলন্ত তেলের কড়ায় পুড়িয়ে মার্‌বো!

শিউজী। আমরা সকলেই এখানে বন্ধু।

মুঞ্জা। এ গুহার অন্ধকারটা আরও গাঢ় হ'লে ভাল হ'ত। দলপতিগণ! এই অন্ধকার রাত্রে নিঃশব্দে বন্য বিড়ালের মত গুঁড়ি মেরে যেতে হবে। দু'জনের বেশি এক সঙ্গে থাক্‌বে না। ইগাৎপুরের মাঠ পেরিয়ে সকলে একসঙ্গে মিলবে। খুব সাবধানে কাণ খাড়া করে আমার বাঁশির আওয়াজের অপেক্ষা করবে। বাঁশির সঙ্কেত পেলেই অমনি আক্রমণ।

শিউজী। তাই হবে সর্দ্দার।

মুঞ্জা। ব্যস্! সব নিঃসাড়ে বেরিয়ে পড়। বার বার—তিন বার। এই শেষ। এই বারে, হয় কৈলোয়ারা দখল—না হয় মৃত্যু! যাও, আর বিলম্ব কর না।

[মুঞ্জা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(লছমির প্রবেশ)

লছমি। বাবা!

মুঞ্জা। (চমকিত হইয়া) কে? লছমি! এখানে এলে কেমন করে?

লছমি। সন্ধ্যা থেকেই তোমায় খুঁজছি—বাবা। সমস্ত পাহাড়টা খুঁজে বেড়িয়ে, এত রাত্রে এখানে তোমার সন্ধান পেলাম।

মুঞ্জা! নির্ব্বোধ প্রহরী! তার উপর কঠিন আজ্ঞা ছিল যে, সে যেন কাউকে এখানে না আস্‌তে দেয়, তোমাকেও নয়!

লছমি। প্রহরীর উপর রাগ ক'রো না, বাবা। সে খুব সতর্ক, খুব

প্রভুভক্ত। আমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেয় নি। কিন্তু সর্দ্দারের মেয়েকে কি সে আটক রাখ্‌তে পারে, বাবা!

মুঞ্জা। এর অর্থ কি, লছমি? তুমি কি তাকে আহত করেছ?

লছমি। নইলে যে সে তোমার কাছে আস্‌তে দিচ্ছিল না, বাবা! সর্দ্দারের মেয়ে আমি, একটা প্রহরীর কাছে বাধা পেয়ে ফিরে যাব?

মুঞ্জা। তোমার এ সাহস প্রশংসনীয় হলেও, প্রহরীকে আহত করা ভাল হয় নি! সে আমার আজ্ঞায় তোমাকে আস্‌তে নিষেধ করেছিল। এমন কি বিশেষ প্রয়োজনে তুমি এখানে এসেছ?

লছমি। বাবা, এ যুদ্ধে কাজ নাই!

মুঞ্জা। কি! তোমায় একদিন নিষেধ করেছি না যে এ সব রাজনৈতিক কাজে তুমি কখনও কথা ক'য়ো না?

লছমি। বাবা, এতদিন তোমার কোনও কাজে আমি কথা কই নি, কিন্তু আজ আর থাকতে পার্‌লাম না! মার্জ্জনা কর, বাবা। আমি যেন স্পষ্ট দেখ্‌ছি এর পরিণাম বড় ভয়ানক!

মুঞ্জা। নারীহৃদয় সহজেই দুর্ব্বল! ভয় পেয়েছিস্‌, লছমি? তোর পিতাকে কি এত নিস্তেজ মনে করিস্‌ যে সে অজয় সিংহের সঙ্গে দু'হাত যুদ্ধ করতে অশক্ত?

লছমি। না বাবা, সে জন্য লছমি কখন ভয় পায় না। বাবা, অধর্ম্মের পরিণাম কখন শুভ নয়। রাণা অজয় সিংহ ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ মেবারের রাণা, তা'র বিরুদ্ধাচরণ করলে ধর্ম্মে পতিত হ'তে হ'বে। ভগবান আমাদের উপর বিরূপ হ'বেন! তোমার পায়ে পড়ি বাবা, এ যুদ্ধ বন্ধ কর। রাণার সঙ্গে সখ্যতা কর।

মুঞ্জা। লছমি, এতদূর স্পর্দ্ধা তোর যে আমাকে আজ ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়

অন্যায়ের উপদেশ দিতে এসোছস্! তোকে কোন ডাইনি যাদু করেছে নিশ্চয়, নইলে তোর মুখে আজ এ সব কথা কখন সম্ভব হ'ত না।

লছমি। না বাবা, আমি সম্পুর্ণ প্রকৃতিস্থ! শৈশবে মাতৃহীনা এই অভাগিনীকে তুমি যে অসীম স্নেহে বুকে ক'রে মানুষ করেছ, তুমি এত দিন একাধারে জনক ও জননী রূপে স্নেহের যে অচ্ছেদ্য বন্ধন পরিচয় দিয়েছ,—এ তারই শক্তি বাবা, ডাইনির যাদু নয়! রাণার বিরুদ্ধে তোমার এ বিদ্রোহের কথা শুনে মেবারের ঘরে ঘরে তোমার নিন্দা হ'বে, মেবারের পশু পক্ষী তোমার নামে অভিসম্পাত করবে, চারণীরা মেবারের কুটিরে কুটিরে তোমার কলঙ্ক গেয়ে বেড়াবে! তোমার কন্যা হয়ে আমি তা' কেমন করে সহ্য করব বাবা!

মুঞ্জা। লছমি—লছমি! সংযত ভাবে কথা কও। আমার কোন কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করো না। মনে থাকে যেন,—ফুলের মত কোমল তোমার এই স্নেহময় পিতা, প্রয়োজন হ'লে বজ্রের চেয়েও কঠোর হ'তে পারে। সাবধান!

লছমি। যা অন্যায় তা' কখনও সিদ্ধ হয় না। অধর্ম্মের পতন কেউ আটকাতে পারে না। লক্ষ বজ্রের মত কঠোর হলেও নয়!

মুঞ্জা। এ দেখছি পিতৃদ্রোহিতার স্পষ্ট লক্ষণ। অঙ্কুরেই উচ্ছেদ করতে হবে!

(বংশীধ্বনি করণ)

(দুইজন অস্ত্রধারী প্রহরীর প্রবেশ)

এ'কে পাশের গহ্বরে নিয়ে গিয়ে আবদ্ধ করে রাখ। আমি

হামির।

নিজে এসে মুক্ত করে' না দিলে, কা'রও কথায় ছাড়বে না। নিয়ে যাও!

লছমি। বাবা!

মুঞ্জা। ব্যস্, নিয়ে যাও!

[প্রস্থান।

(বিপরীত দিকে লছমি ও প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—রণস্থল।

(পার্ব্বত্যসৈন্যগণের প্রবেশ)

নেপথ্যে রাঠোরগণ। হর—হর—হর—হর!

পাঃ সৈন্যগণ। এই দিকে—এই দিকে।

[প্রস্থান।

(মুঞ্জা ও দলপতিগণের প্রবেশ)

মুঞ্জা। এই দিকে—এই দিকে! আর একবার প্রচণ্ডবেগে এই দিকটা আক্রমণ কর, তা' হলেই লড়াই ফতে! শিউজী, তুমি পশ্চিম দিক্‌টা আট্‌কে রাখ। ও দিকের একজনও রাঠোর যেন অজয়সিংহের কাছে পৌঁছাতে না পারে।

শিউজী। নিশ্চিন্ত থাক সর্দ্দার, আমি পশ্চিম দিক্‌টা আট্‌কে রাখ্‌বো।

[প্রস্থান।

মুঞ্জা। বল্লম উঁচিয়ে রাণাকে লক্ষ্য ক'রে চল! বাহাদুর দলপতিগণ, আর বিলম্ব নাই। এ যুদ্ধ আমরা জিতেছি!

] সকলের প্রস্থান।

(নেহানের প্রবেশ)

নেহান। রাঠোরবীরগণ! প্রাণপণে রাণাকে রক্ষা কর। সুজন সিংহ—সাবধান! বাম দিকে ভাল করে দেখ, রাণার উপর বর্ষা নিক্ষেপ করবার জন্য পাঁচ জন দস্যু এক সঙ্গে লক্ষ্য করেছে! আজিম, শীঘ্র এস! পশ্চিম দিক যায় যা'ক্, আগে রাণাকে রক্ষা কর!

(আজীমের প্রবেশ)

আজিম। সেনাপতি! বৃথা চেষ্টা। আমরা পৌছিবার পূর্ব্বেই তারা রাণাকে বিদ্ধ করবে!

নেহান। চিন্তার সময় নাই আজিম! বিদ্যুৎবেগে ছুটে চল।

[উভয়ের প্রস্থান

নেপথ্যে। হর—হর—হর—হর। সর্দ্দারের জয়!

(মুঞ্জা ও দলপতিগণের প্রবেশ)

মুঞ্জা। বাহাদুর দলপতিগণ! তোমাদের সকল চেষ্টা, সকল কষ্ট আজ সার্থক হয়েছে। অজয় সিংহ আহত, সে আঘাত সাংঘাতিক! মুঞ্জার বর্ষা সহ্য করে' বেঁচে উঠে, এমন মানুষ পৃথিবীতে নাই! এইবার দুর্গ আক্রমণ। আগুন নিভ্‌তে দেওয়া হ'বে না! আগুন নিভ্‌তে দেওয়া হবে না।

শিউজী। সর্দ্দার! সিপাহীরা অত্যন্ত ক্লান্ত, কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করলে তারা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছে না! রাত দু'টা থেকে তারা অবিশ্রান্ত লড়ছে!

মুঞ্জা। আচ্ছা, অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র! তার এক মুহূর্ত্তও বেশী নয়! জুড়াতে দেওয়া হবে না, জুড়াতে দেওয়া হবে না!

[সকলের প্রস্থান।

(নেহান রা ং, আহত অজয় সিংহ, ও আজিমের প্রবেশ)

নেহান। রাণা! আমার কাঁধে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম করুন। আপনার বড় যন্ত্রণা হ'চ্চে।

অজয়সিংহ। যন্ত্রণা,—কিছু না! রক্তস্রাবে কেবল দুর্ব্বল করেছে মাত্র। বড় দুর্ব্বল—মাথা ঘুরে যাচ্চে।

আজিম। আপনি যদি সৈন্যের সম্মুখবর্ত্তী না হ'য়ে যুদ্ধ করতেন, তা হ'লে এ দুর্ঘটনা হ'ত না। পশ্চাতে থেকে সৈন্য পরিচালনা করলেই হ'ত!

অজয় সিংহ। ভীরু! সৈন্যের পুরোভাগেই রাণার স্থান। মেবার-কলঙ্ক! সুবর্ণখচিত পরিচ্ছদ ও মণিময় উষ্ণিষ ধারণে ক্ষত্রিয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় না, অস্ত্রক্ষত চিহ্নই ক্ষত্রিয়ের প্রধান সৌন্দর্য্য।

আজিম। পিতা! উত্তেজিত হবেন না, রক্তস্রাব বৃদ্ধি পাবে।

অজয় সিংহ। ক্ষত্রিয়ের জন্মে উত্তেজনা, মৃত্যুতে উত্তেজনা! পুত্র,—শোণিত তরঙ্গে নৃত্য করতে করতে যেন তোমাদের মৃত্যু হয়, এ অপেক্ষা শুভ আশীর্ব্বাদ ক্ষত্রিয়ের নাই। বিলাস ও আলস্যের পঙ্কিল আবর্ত্ত থেকে মাথা তুলে একবার দেখ্ দেখি—তোদের কি অধঃপতন! নেহান—নেহান, আমার মেবারকে মা বলে ডাকবার আর কেউ রইল না!

(হামিরের প্রবেশ)

হামির। এখনও একজন আছে, রাণা! এতদিন অন্দাবারণ্যে, হৃদয়ে আপনার গুরুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে' মেবার পূজা শিক্ষা কচ্ছিলাম,

যেমন মৃণ্ময় দ্রোণমূর্ত্তির পদতলে ব'সে একলব্য ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেছিল। বুঝি, আজ তা'র পরীক্ষার দিন! বলুন দেব, কি আদেশ পালনের জন্য আহ্বান করেছেন।

অজয় সিংহ। হামির—বৎস! শিশোদীয় বংশের একমাত্র আশা তুমি। তোমার নিজের কর্ত্তব্য তুমি নিজে বেছে নাও, বৎস।

হামির। এ কি রাণা! আপনি যে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েছেন! রাঠোরগণ, তোমরা জীবিত থাক্‌তে রাণা আহত! ললাটের গভীর ক্ষতমুখে রক্তধারা বইছে, আর তোমরা নারীর মত কাতর দৃষ্টিতে তাই দেখ্‌ছ! এই রাজললাটের প্রত্যেক শোণিতবিন্দু মেবারের ইতিহাসে তোমাদের নামে কলঙ্কের ছাপ অঙ্কিত করে দিচ্চে,—সে রক্তরেখাপাত যুগান্তেও অপসৃত হ'বে না! বলুন পিতৃব্য, কে সে পাষণ্ড আপনার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করেছে।

নেহান। পশ্চিম দিকে ভীষণ যুদ্ধে আমাদের ব্যাপৃত রেখে, মুঞ্জা কৌশলে এসে রাণাকে আহত করেছে!

হামির। এ পাপের কর্ত্তা তবে স্বয়ং মুঞ্জা! রাঠোরগণ, সত্বর রাণার সুশ্রুষার ব্যবস্থা কর। পিতৃব্য! যদি এই দুর্ব্বৃত্ত মুঞ্জার ছিন্ন মস্তক এনে আপনার চরণে অঞ্জলি দিতে পারি, তবেই আবার মেবারে মুখ দেখাব। নচেৎ, মেবারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আজ থেকে শেষ হ'ল!

[প্রস্থান।

অজয় সিংহ। নেহান্! আবার আশা হচ্চে চিতোর উঠে দাঁড়াবে। আশা হচ্চে—মেবার তা'র মহিমমণ্ডিত মস্তক তুলে ভারত গগন উজ্জ্বল করবে। আশা হচ্চে—বাপ্পার বংশ আর্য্যাবর্ত্তে চিরদিন

উন্নত থাকবে। নেহান্, এখন যেন মরণেও একটা উল্লাস হচ্চে!

[সকলের প্রস্থান।

(মুঞ্জা ও শিউজীর প্রবেশ)

মুঞ্জা। জাগিয়ে দাও—জাগিয়ে দাও! বেশ করে দেখ—স্পষ্ট বুঝতে পারবে, রাঠোর সৈন্য যেন নূতন প্রাণে নড়ে উঠেছে। ঠিক ধারণা হ'চ্চে না! আর একটা আক্রমণ। নেহান্‌কে শেষ করতে হবে!

নেপথ্যে। হর—হর—হর—হর!

মুঞ্জা। ঐ শুন শিউজী! ঠিক বুঝতে পারছি না এ উৎসাহ তা'দের কোথা থেকে এল। চল,—দলপতিদের মাতিয়ে দাও!

[উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে। হর—হর—হর—হর।

ষষ্ঠ-দৃশ্য—শিবির।

(আহত অজয় সিংহ শয্যায় শায়িত, নেহান রাও, আজিম সিংহ, সুজন সিংহ ও অধ্যক্ষগণ)

অজয় সিংহ। ক্ষণস্থায়ী বর্ত্তমান প্রতি মুহূর্ত্তেই অতীতে বিলীন হ'য়ে যাচ্চে! কাল যেথা শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্য ছিল, আজ সেথা মনোরম মর্ম্মর প্রাসাদ। কাল যেথা সমৃদ্ধিশালী জনপদ

ছিল, আজ সেথা পুতিগন্ধময় পঙ্কিল জলাভূমি। প্রকৃতির কি পরিবর্ত্তন! সব যায়,—থাকে সুধু মানুষের কীর্ত্তি আর কলঙ্ক।

আজিম। পিতা! নিদ্রা যা'বার চেষ্টা করুন। কথা কইলে দুর্ব্বলতা আরও বাড়্‌বে।

অজয় সিংহ। চিরনিদ্রিত ক্ষত্রিয় সন্তান তোরা! ঘুম পাড়িয়ে রাখবার জন্যই ব্যস্ত। চিতোর ছেড়ে আসা অবধি নিদ্রার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গিয়েছে। এখন সেই মহানিদ্রার প্রতীক্ষায় রয়েছি। কৈ,—হামির এখনও এল না কেন? আজিম, যাও একবার দেখ গিয়ে।

আজিম। পিতা! মুখে যে অতটা দম্ভ করে গেছে, কার্য্যক্ষেত্রে সে অন্ততঃ তা'র অর্দ্ধেকটাও করে দেখাক। এখন তা'র সহায়তা করে আমার লাভ? যুদ্ধজয়ের অতুল গৌরব হবে হামিরের, আর আমার কেবল যশহীন পরিশ্রম মাত্র সার হবে!

অজয়সিংহ। মূর্খ! এই ঈর্ষাতেই জাতীয় অধঃপতন।

সুজন। পিতা, আমাদের সহায়তা নিষ্প্রয়োজন! হামির কি নিজের ক্ষমতা না জেনেই আপনার কাছে এতটা দম্ভ করে গেছে!

অজয়সিংহ। নিশ্চয়! তা'র মুখে বীরত্বের যে বিদ্যুৎপ্রভা দেখে তোমরা স্তম্ভিত হ'য়েছিলে, সেটা তা'র সরল হৃদয়ের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তা'তে ঈর্ষা নাই, স্বার্থ নাই, যশোলিপ্সা নাই! আছে সুধু সরল বিশ্বাস, অকপট রাজভক্তি, অনন্ত স্বদেশ-প্রেম! নরকের কীট তোরা, মেবারের কলঙ্ক তোরা! সে বীরহৃদয়ের আদর তোরা কি জান্‌বি!

নেপথ্যে। হর—হর—হর—হর! জয় রাণার জয়!

অজয় সিংহ। নেহান্—নেহান্! ঐ—ঐ—স্বর্গের দুন্দুভি বেজে

উঠলো। ঐ শোন হামিরের বিজয় ঘোষণা! দেখ—দেখ, মা'র আমার কি হাস্যময়ী মূর্ত্তি! সালঙ্কারা সীমন্তিনী বেশে ষড়ৈশ্বর্য্য-শালিনী মেবার আমার আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, নেহান!

নেহান। রাণা,—স্থির হ'ন প্রভু। ইস্,—আবার যে রক্তস্রাব আরম্ভ হ'ল!

(মুঞ্জার ছিন্নমুণ্ড হস্তে হামিরের প্রবেশ)

অধ্যক্ষগণ। জয় রাণার জয়!

হামির। মেবারেশ্বর! দীন কিঙ্করের ক্ষুদ্র অর্ঘ্য গ্রহণ করুণ, রাণা।

অজয়সিংহ। দাও—দাও বৎস, আরও কাছে এগিয়ে দাও! মেবারের অরাতিশোণিতে তোমার কপালে রাজটিকা পরিয়ে দিই। (তথা করণ) রাঠোরগণ, জয়ধ্বনি কর। দেবগণ, পুষ্পবৃষ্টি কর। মেবার! তোমার সমস্ত কল্যাণরাশি দিয়ে তোমার নূতন রাণাকে বরণ কর, মা! ওঃ—একি, একি! এত আনন্দ এইটুকু বক্ষে যে ধরে না! একটু—একটু, ধর—একবার! (মৃত্যু)

(পটক্ষেপন)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

১ম দৃশ্য —কৈলোয়ারা দুর্গ।

(হামির, নেহান রাও, আজিম সিংহ, সুজন সিংহ,

জিৎসিংহ ও সামন্তগণ)

হামির। আমার পিতৃসন্নিভ খুল্লতাত মেবারের জন্য আত্মবলি দিয়েছেন! চিতোর উদ্ধার কল্পে তাঁর সমস্ত উদ্যোগের প্রধান অন্তরায় সেই দুর্ব্বৃত্ত মুঞ্জা আর নাই যে তোমাদের কোন কার্য্যে বিঘ্ন দিতে পারে। সামন্তগণ! এখন কি ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য সে বিষয়ে পরামর্শ স্থির কর।

নেহান। রাণা! প্রত্যেক নিয়মের প্রধান আশ্রয়স্তম্ভ হ'চ্চে শ্রদ্ধা ও আজ্ঞাবাহিতা। আমি মেবারের নামে উপস্থিত ক্ষত্রিয়বৃন্দকে জিজ্ঞাসা করি যে চিতোরের প্রতি তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে কি না। আর রাণার প্রত্যেক আজ্ঞা হৃষ্টচিত্তে পালন কর্‌বার জন্য তাঁরা প্রস্তুত কি না। সকলেই নিঃসঙ্কোচে মনোভাব ব্যক্ত করুন।

জিৎসিংহ। আমি মেবারের সমস্ত সামন্ত আর সর্দ্দারদের মুখপাত্র হ'য়ে বলছি যে রাণা হামিরকে আমরা একমাত্র প্রভু বলে স্বীকার করি। তাঁর প্রত্যেক আজ্ঞাই আমরা প্রাণপণে পালন

করবো। তাঁর শত্রুকে আমরা নিজের শত্রু বলে' জ্ঞান করবো, তাঁর মিত্রকে আমরা আত্মীয় জ্ঞানে সমাদর করবো!

হামির। বন্ধুগণ! তোমাদের বাক্যে আমার প্রাণে দ্বিগুণ উৎসাহ হচ্চে। মনে রেখ বন্ধুগণ, আমরা সকলেই মেবারের সন্তান—মেবারের অনুগত কিঙ্কর! আমাদের মধ্যে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ নাই। আমাদের সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য চিতোর উদ্ধার। ত'ার জন্য এক সঙ্কল্পে প্রাণ বেঁধে, এক মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে, একই তপস্যায় ব্রতী হই এস। শ্রদ্ধা থাক্‌লে সিদ্ধি লাভ অনিবার্য্য!

সকলে। জয় মেবারের জয়!

হামির। আজিম-সুজন, এ জয়োল্লাসে তোমরা যোগ দিলে না? তোমরা আজ এত ম্রিয়মান কেন?

আজিম। অন্যায়ের সমর্থন কর্‌তে আমি কোন কালেই অভ্যস্থ নই, হামির!

সকলে। আশ্চর্য্য!

হামির। চিতোর উদ্ধারের চেষ্টা কি অন্যায় কার্য্য?

আজিম। যা'র পিতা সারা জীবনটা চিতোরের কার্য্যে অতিবাহিত করে' শেষে মেবারের জন্য আত্মবলি দিয়েছেন, সে ব্যক্তি কখনও চিতোর উদ্ধারের চেষ্টাকে অন্যায় মনে ক'রতে পারে না!

হামির। তবে এর মধ্যে কোন বিষয়টিকে তুমি অন্যায় মনে কর?

আজিম। অন্যায়—কৈলোয়ারায় তোমার আগমন, অন্যায়—কৈলোয়ারায় তোমার অবস্থান, আর সর্ব্বাপেক্ষা অন্যায় হচ্চে—পৈত্রিক সম্পদ হ'তে আমাদের বঞ্চিত করে' তোমার নিজের অধিপত্য-স্থাপনের চেষ্টা।

মেহান্। কুমার! পৈতৃকসম্পদ ত' তুমি তোমার পিতার জীবদ্দ-

শাতেই স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলে। পৈত্রিক সম্পদের কথা বলছ কুমার? তাঁর সম্পদ এই কৈলোয়ারা দুর্গ—মেবার পূজার পবিত্র মন্দির। তাঁর সম্পদ সেই উন্নত হৃদয়—রাজপুত বীরত্বের অফুরন্ত উৎস। তাঁর সম্পদ তাঁর মৃত্যু বিজড়িত সেই রণস্থল—আত্ম বিসর্জ্জনের পূণ্য তীর্থ। এতগুলো সম্পদের কোন্‌টা তোমরা নিজের ব'লে গ্রহণ করেছ কুমার?

আজিম। নেহান রাও! সংযত ভাবে কথা কও। প্রতিকূল অবস্থায় পড়েছি বলে' আজ তুমি আমার বংশমর্য্যাদা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হ'য়েছ!

নেহান। কুমার! রাঠোর কখনও শিশোদীয় বংশের মর্য্যাদা বিস্মৃত হয় না। আমি রাজপুত, বাপ্পার বংশসম্ভূত প্রত্যেককেই দেবতা বলে জ্ঞান করি। শৈশবে তোমায় যখন কোলে পিঠে তুলে আদর করতাম, তখন মনে হ'ত যে আমি এক দেবশিশুর সেবায় নিযুক্ত! কৈশোরে যখন আমার কাছে অস্ত্র শিক্ষা করতে, মনে হ'ত আমি যেন মহর্ষি বশিষ্ঠ, সূর্য্যবংশচূড়া শ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষকতায় নিযুক্ত! সে যে কি গৌরব, তখন যে কত আশা ছিল, তা' তুমি কি জানবে, কুমার! সে সব স্মরণ হ'লে চোখ ফেটে জল আসে! আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে কুমার! রাণা অজয় সিংহেরও বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল!

হামির। আজিম! অভিমান কেন ভাই? এক মায়ের যদি পাঁচটি সন্তান হয়, তা হ'লে কি পাঁচ জনে মিলে জননীর পরিচর্য্যা করা যায় না? পাঁচ জনের মিলিত সেবায় মায়ের সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায় বই লঘু হয় না!

আজিম। কিন্তু তার মধ্যে যে সন্তান অধিক ক্ষমতাশালী, য'াঁর অর্থবল

অধিক,—ত'ারই সেবা অধিকতর পরিস্ফুট হয়। মিষ্ট ভাষায় এ তিক্ত ভৎর্সনা অসহ্য! শুন হামির,—রাণা অজয় সিংহের পুত্র ব্যতীত অন্য কারও রাণা হ'বার অধিকার নাই। তুমি এ উপাধি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে সম্মত কি না, আমি জানতে চাই!

হামির। আমার স্বর্গগত পিতৃব্যের স্বহস্তে অর্পিত এই রাজটিকা মুছে ফেলে তাঁর অবমাননা করতে প্রস্তুত নই! দেবতার উপহারের মত আমি আমরণ তাঁ'র এই শেষ আশীর্ব্বাদ-চিহ্ন রক্ষা করব। কিন্তু আমি প্রতিশ্রুত হচ্চি যে আমার পিতৃব্যপুত্রগণের সম্মান বা আধিপত্যের কোন ক্রটি হবে না!

সুজন। ক্ষণিক উত্তেজনা বশে পিতা যদি কোন ভুল করে থাকেন, সে ভ্রমের দাবী দিয়ে একটা অন্যায় অধিকার স্থাপন গ্রাহ্য হ'তে পারে না!

হামির। ঈর্ষাপরবশ হ'য়ে এই মহাব্রতের সূচনাতেই আত্মীয় বিরোধ ঘটিয়ে যে কি অনিষ্টের সূত্রপাত করছ, তা' কি তোমরা বুঝতে পারবে? আলস্য, বিলাস ও স্বার্থপরতা দিয়ে গঠিত হৃদয় তোমাদের সেথা রাণা অজয় সিংহের মহত্ব ও সত্যনিষ্ঠার ধারণা হ'বে কেমন করে? তাই, স্বর্গগত রাণা অজয় সিংহের শেষ আশীর্ব্বাণীকে বিকারগ্রস্থ রোগীর প্রলাপ বাক্যের মত তোমরা উপেক্ষা করছ! কিন্তু মনে রেখ যে আজ যদি ত্রিভুবন আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, তথাপি আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে সমর্থ হবে না! রাণা অজয় সিংহ তাঁর মৃত্যুশয্যায় যে দায়িত্ব আমার মাথায় দিয়ে গিয়েছেন, আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো!

আজিম। আর তুমিও মনে রেখ হামির, যে তোমার অনুকম্পার ভিখারী হ'য়ে আজিম কখনও কৈলোয়ারায় বাস করবে না!

তোমার গর্ব্বিত ভ্রুকুটির তলে জানু পেতে বসে' তোমার স্তুতিগান করবে না। এ অবিচারের প্রতিশোধ কেমন করে নিতে হয় তা' তোমায় দেখাব! মনে রেখ—আজিম জীবিত থাকতে তুমি নিরাপদ নও!

[প্রস্থান।

জিৎসিংহ। রাণা! আজ্ঞা দি'ন, এ ঔদ্ধত্যের সমুচিত প্রতিফল দিই। হিংসার প্রতিমূর্ত্তি এই যুবকের দ্বারা মেবারের ঘোর অনিষ্ট হওয়া সম্ভব। এ'কে আজীবন বন্দী ক'রে রাখুন, রাণা!

হামির। বল্‌তে পার জিৎসিংহ, জগতের কোন মহৎ কার্য্য বিনা বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে! অজস্র অনিষ্টপাত মাথা পেতে নিতে হ'বে,—সে জন্য বিচলিত হ'য়ো না। সুজন্! মেবারের প্রতি কিরূপ আচরণ তোমার অভিপ্রেত?

সুজন। রাণা! মেবারের প্রতি অনিষ্টাচরণ করা আমার অভিপ্রেত নয়! কিন্তু মেবারে থাকাও আর আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি যে এত দিন বিলাস ও আলস্যের বশবর্ত্তী হয়ে আমি নিজের প্রতি ঘোর শত্রুতাচরণ করেছি। তোমার আদর্শ আমার চক্ষের সম্মুখে এক বিচিত্র ছবি অঙ্কিত করেছে। এখন থেকে আমার জীবনের স্রোত অন্যভাবে প্রবাহিত হবে। কিন্তু এখানে না! এখানে,—তোমার সমুজ্জ্বল চরিত্রের তীব্র জ্যোতি আমার জীবনের নবোদ্ভাসিত আলোক ম্লান করে রাখবে! আমি দাক্ষিণাত্যে চল্লুম, রাণা। সেখানে বিলাস বর্জ্জিত এক নবরাষ্ট্র সংস্থাপিত করব'। সেই মহারাষ্ট্রে এক নূতন জাতির সৃষ্টি করে' আমার এ কলঙ্কের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করবার সঙ্কল্প করেছি। আজ তুমি যেমন আপন আদর্শে সমগ্র রাজো-

ম্বাড়াকে স্তম্ভিত করেছ, তেমনি সেই নবোদ্ভূত জাতি সমগ্র ভারতকে এক দিন আপন শৌর্য্যে স্তম্ভিত করবে। .

[প্রস্থান।

হাম্বির। বন্ধুগণ! আজিমের শত্রুতায় বিচলিত হ'য়ো না। জ্ঞাতি-শত্রু ভারতের একটা জাতীয় লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! হিংসার আস্ফালনে আমরা স্বধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ হ'ব না। চিতোরে এখন পাঠান সৈন্য অবস্থিত, সে অসংখ্য সৈন্যের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করবার সময় আমাদের এখনও হয় নি'। আমরা এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে, নানা দিক্ থেকে মালদেবকে নির্য্যাতন করবো। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হ'বে। ত'ার পর, একদিন একটা প্রকাণ্ড জলোচ্ছাসের মত চিতোরে প্রবেশ করে' পাঠানের নাম মেবার থেকে ধুয়ে ফেলে দিব।

সকলে। জয় রাণা হাম্বিরের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য—দিল্লী রাজপ্রাসাদ।

(আলাউদ্দিন, জাফর খাঁ, মির্জ্জা আলি বেগ,

পারিষদগণ ও নর্ত্তকীগণ।)

নর্ত্তকীগণের গীত।

(ওগো) "ভালবাসি" দুটি কথা।
সুধামাখা মুখে, বল দেখি সখা "ভালবাসি" দু'টি কথা॥
(ওগো) তোমার মুরতি খানি,
যতনে সাজায়ে আনি,
মুখে মুখে, বুকে বুকে, সখা শুনিব সে সুধাবাণী ;
শুয়ে তব পদতলে,
ধুয়ে দিব আঁখিজলে,
কুতুহলে নানা ছলে সখা আসিব দিবস যামি' ;
তুমি কানে কানে মোর 'ভালবাসি' বলো মুছাতে বিষাদ ব্যাথা।
বিরহে, মিলনে, জীবনে, মরণে, ভালবাসি দু'টি কথা॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। সিরাজী লে আও! মির্জ্জা আলি, এমন সুন্দর গান—তবু কেমন আজ ভাল লাগছে না। খালি সিরাজী চালাও, খালি সিরাজী চালাও। বাঁদী!

(বাঁদীর প্রবেশ ও সিরাজী বণ্টন)

তোফা!

সকলে। তোফা!

আলাউদ্দিন। এর কাছে বসোরার গোলাপ মিশ্রিত সরবৎও কিছু নয়!

মির্জ্জা আলি। বিলকুল ওয়াহিয়াদ!

আলাউদ্দিন। মির্জ্জা আলি! সকলেই ত' স্ফুর্ত্তি করে' সিরাজী পান করছে, কিন্তু তুমি এক চাম্‌চেও খেলে না অথচ বেশ তারিফ করে যাচ্ছ ত'!

মির্জ্জা আলি। হুজুর! সন্ধ্যার ঝোঁকে এক ভরি আফিং সের টাক্ সরপুরিয়ার সঙ্গে ইস্তেমাল করেছি কি না, তাই মেজাজটা বেশ মজগুল হ'য়ে রয়েছে খোদাবন্দ। এই ভিজে নেশা পেটে পড়লেই চটক চটে যাবে যে জনাব!

আলাউদ্দিন। বেওয়াকুফ্! দুনিয়ায় নেশার চিজ্ সুধু দু'টি মাত্র আছে—দুষমনের খুন, আর ইস্‌পাহানী সিরাজী!

সকলে। দুষমনের খুন, আর ইস্‌পাহানী সিরাজী!

আলাউদ্দিন। বাঁদি! একটা গান গাইতে পারিস্?

বাঁদী। সুলতান কি নেক্ নজর, আউর খোদা কি কুদ্‌রৎ!

(গীত)

অজী শুনোজী ইয়ার মেহরবান্।
মেরি আঁখো কি রোশ্‌নি, মেরি ওঠোপর হস্‌নি, মেরি উমর কি যোবন,
মেরে পেয়ারে দিলজান॥
ম্যয় রস্তেকি পথর, তু শরবৎ কি সক্কর,
তুয় দিলমে সিতমগর পেয়ারে আয়ো জিগর পর;—
ম্যয় জিত নি নাদান্; তু উতনি মেহরবান,
তু আঁখোকি পুত্তলি, ম্যয় তেরি ওগলদান॥

[বাঁদীর প্রস্থান।

সকলে। ওয়ে—হোয়ে!

আলাউদ্দিন। লাহোরের সংবাদ পেয়েছ জাফর খাঁ?

জাফরখাঁ। খোদাবন্দ! ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য। মোগলেরা আবার লাহোরে দেখা দিয়েছে। তা'রা ছদ্মবেশে সওদাগর বলে পরিচয় দিয়ে তিন দিন সরায়ে থাকে, পরে রাত্রে দুর্গে প্রবেশ করে নসরৎ খাঁকে হত্যা করেছে।

আলাউদ্দিন। হত্যা করেছে! তা'দের গ্রেফ্তার করে দিল্লীতে এখনও পাঠায় নি কেন?

জাফর খাঁ। হুজুর! সেই রাত্রেই তা'রা লাহোর ছেড়ে পালিয়েছে।

আলাউদ্দিন। পালিয়েছে! জাফর খাঁ,—সিংহের মুখ থেকে ছাগশিশু পালাতে পারে, সর্পের মস্তকে ভেকের নৃত্য সম্ভব হ'তে পারে; কিন্তু আলাউদ্দিনের রাজ্যে দুষমন্ এসে' প্রধান উজিরকে হত্যা করে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে এত বড় শয়তান জাহান্নামে এখনও জন্মায় নি'! জাফর খাঁ,—আজই লাহোর যাত্রা কর! দিল্লী থেকে যত ইচ্ছা ফৌজ নাও। মোগলকে হিন্দুস্থান থেকে একেবারে তাড়াতে হবে। এর জন্য যদি আমাকে স্বয়ং লাহোরে যেতে হয়, আমি প্রস্তুত। দুষমনকে সামনে রেখে আলাউদ্দিন আমোদ করতে জানে না!

জাফর খাঁ। জাঁহাপনা! গোলামের এই তলোয়ার আউরতের অলঙ্কার নয়। সুলতান সেকেন্দার শানির শত্রু জীবিত থাকতে, বান্দার হাতিয়ার আজ থেকে আর কোষবদ্ধ হবে না!

নেপথ্যে। খবরদার কাফের—খবরদার কাফের!

আলাউদ্দিন। কিসের গোলমাল?

(হাজিম সিংহ ও প্রহরীর প্রবেশ)

জাফর। কে এ ব্যক্তি?

প্রহরী। জনাব! এই কাফের সাহানশা সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করতে চায়। বে-হুকুম দরবারে আস্‌তে দিই নি, কিন্তু কাফের জোর করে ঢুকেছে! একে দেওয়ানা বলে মনে হয়, হুজুর!

মির্জ্জা আলি। বে-তমিজ! জান না যে দরবারে হাজির হবার আগে কোতয়ালের কাছে দরখাস্ত করতে হয়? কোতোয়াল সেই দরখাস্ত মীরমুন্সিকে দেবে, মীরমুন্সি পেশকারকে দেবে, পেশকার সাহানশা সুলতানের নিকট দাখিল করবে!

আজিম। কোতয়ালকে আমি চিনি না। দিল্লীতে আমি এই প্রথম এসেছি।

মির্জ্জা আলি। তোমার চিনে নেওয়া উচিত ছিল। দরবারী চেহারা-খানা ত বেশ তয়ের করেছ,—দরবারী কায়দা শিখ্‌তে পার নি'! বে-কায়দা, বে-তমিজ, বে-ওয়াকুফ্‌, বে-বে-বে!

জাফর খাঁ। তোমার পরিচয় কি?

আজিম। সাহানশা সুলতান! অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আমি রাণা অজয় সিংহের পুত্র, বিশেষ প্রয়োজনে এখানে এসেছি!

আলাউদ্দিন। শয়তান্‌ কি অওলাদ্‌!

আজিম। জাঁহাপনা! আমার নিবেদন শুন্‌লেই বুঝতে পারবেন যে সামান্য প্রয়োজনে আমি উন্মত্তবৎ মেবার থেকে দিল্লীতে ছুটে আসি নি'। এতে সুলতানেরও যথেষ্ট স্বার্থ আছে!

আলাউদ্দিন। শীঘ্র বল কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ।

আজিম। সম্রাট বোধ হয় শুনে থাক্‌বেন যে রাণা অজয় সিংহের সঙ্গে বলায়ক সর্দ্দার মুঞ্জার ঘোর শত্রুতা ছিল। আমাদের সকলেরই ইচ্ছা ছিল যে মুঞ্জাকে পরাজিত করে সুলতানের সঙ্গে সন্ধি করি, এবং সুলতানের অধীনস্থ জায়গীরদার হ'য়ে কৈলোয়ারায় বাস করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাণা অজয়সিংহ হঠাৎ পীড়িত হয়ে

মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন, আর সেই অবসরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হামির এসে মুঞ্জাকে যুদ্ধে হত করে কৈলোয়ারায় নিজে রাণা হ'য়ে বসে। এখন সে পার্ব্বত্য সর্দ্দারদের একত্রিত করে' চিতোরে পাঠান সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সম্রাট যদি অবিলম্বে হামিরের উচ্ছেদ সাধন না করেন, তা হ'লে চিতোরে পাঠান আধিপত্য শীঘ্রই লুপ্ত হবে!

আলাউদ্দিন। চিতোরে আমার প্রতিনিধি মালদেবের অধীনে পঞ্চাশ হাজার পাঠান ফৌজ রয়েছে। তুমি সেখানে না গিয়ে দিল্লীতে এসেছে কেন?

আজিম। জাঁহাপনা! মালদেব আমার কথায় বিশ্বাস করে' সুলতানী ফৌজকে কৈলোয়ারায় পাঠাতে সম্মত হবে না। তাই, জনাবের কাছে সমস্ত সংবাদ নিবেদন করতে এসেছি।

আলাউদ্দিন। মূর্খ!

জাফর খাঁ। জাঁহাপনা! চিতোরে পঞ্চাশ হাজার ফৌজ থাকা সত্বেও দিল্লী থেকে আবার নূতন ফৌজ পাঠাবার আবশ্যক দেখি না। বিশেষতঃ লাহোরে মোগল বিপ্লব দমনের জন্য আমাদের বিস্তর ফৌজ প্রস্তুত রাখতে হ'বে!

আজিম। আমার সেরূপ কোন প্রার্থনা নাই। চিতোরে যে পাঠান ফৌজ আছে, হামিরকে উচ্ছেদ করবার জন্য তা যথেষ্ট! আমার প্রার্থনা যে সম্রাট আমার সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত ওমরাহ দি'ন। তিনি মালদেবকে জাঁহাপনার প্রকৃত আজ্ঞা জ্ঞাপন করবেন!

আলাউদ্দিন। মির্জ্জা আলি! এই যুবকের সঙ্গে তুমি চিতোরে যাও। যদি এই কাফেরের সংবাদ সত্য হয়, মালদেবকে বলবে যে কোন

উপায়ে হ'ক হামিরকে বন্দী করে দিল্লীতে পাঠাবে। পারে যদি, —ইনাম পাঁচ হাজারী মনসবদারী; হারে যদি গর্দ্দানা যাবে। লাহোরে মোগল, মেবারে হামির! এক সঙ্গে দুই দুষমন শেষ করতে হবে! দুনিয়া থেকে জাহান্নাম পর্য্যন্ত রক্তের নদী প্রবাহিত হবে!

[মির্জ্জা আলি ও আজিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আজিম। জনাব! চলুন তবে আমরা মেবার যাত্রা করি। একি! মির্জ্জা সাহেব ঘুমুলেন না কি?

মির্জ্জা আলি। কমবক্ত! এক ভরি আফিমের ঘুমটা এক কথায় চটিয়ে দিলে! আমীর ওমরাহের মেজাজ বুঝে কথা কইতে জান' না! দাঁড়িয়ে থাক' চুপটি করে কাঠের পুতুলের মত। আমার চোখ খুল্‌লে তখন আর্জ্জি পেশ করবে!

আজিম। বাঃ, কি সুন্দর ব্যবস্থা! মেবারের রাজকুমার আমি, কিন্তু সুলতানের একটা মাদকসেবী নগণ্য পারিষদের নিকট কুকুরের অপেক্ষাও হেয়! একজন ভিক্ষুক যদি কোন গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হয়, তাকেও বোধ হয় কেউ এতটা ঘৃণার চক্ষে দেখে না। এই ত' কার্য্যের সূচনা! হ'ক্,—এর চেয়েও সহস্রগুণ লাঞ্ছনা হ'ক, ক্ষতি নাই। পরের পদাঘাত বুক পেতে সহ্য করব, কিন্তু জাতির আধিপত্য কিছুতেই সহ্য হবে না!

মির্জ্জা আলি। (হাই তুলিয়া) আ—হা—হা—হা—হা!

আজিম। মির্জ্জা সাহেব কি জাগ্‌লেন?

মির্জ্জা আলি। বিলকুল ওয়াহিয়াদ! তোমার জ্বালায় যে হাই তোলবারও যো নাই, ছোক্‌রা!

আজিম। আজ্ঞা না, আপনি খুব হাই তুলুন! তবে, বলছিলাম এই যে

এখান থেকে মেবার অনেকটা পথ, একটু তাড়াতাড়ি না বেরুলে সময়ে সেথা উপস্থিত হওয়া যাবে না!

মির্জা আলি। আমিও বলছিলাম এই যে তাড়াতাড়ি যাওয়াটা আমার মোটেই সুবিধা হবে না। সুলতান সেকেন্দার শানির ওমরাহ আমি, আমাকে তা'র উপযুক্ত কায়দা মত যেতে হবে ত'!

আজিম। সেখানে যেতে জনাবের যদি কোন অসুবিধা হয়, তা হ'লে অন্য কোন ব্যক্তির উপর ভার দিয়ে আমার সঙ্গে পাঠান না কেন! আমাদের সেখানে পৌছাতে যত বিলম্ব হবে, হামির ততই সৈন্য সংগ্রহ করবার অবসর পাবে!

মির্জা আলি। আর ততই আমার ব'য়ে যাবে! ছোক্‌রা, হাকিম নড়ে ত' হুকুম নড়ে না। সুলতান যখন আমায় যেতে বলেছেন, তখন অন্য কার বাপের সাধ্য যে সেখানে যায়! আমায় এখন সেখানে কিছু দিন থাকতে হবে দেখছি। সেই জন্য প্রত্যহ দু'ভরি হিসাবে মাসখানেকের আফিং যোগাড় করে নিতে হবে। ঐ খোরাক টুকু যতক্ষণ না সংগ্রহ হয়, ততক্ষণ আমি একটী পাও এগুচ্ছি না! আফিমের জন্য দু'জন সওয়ার গাজিয়াবাদে পাঠিয়েছি, তারা দু' এক দিনের মধ্যেই এসে পড়বে; আর আমিও পালকি চড়ে' শ্বশুর বাড়ি যাত্রা করব।

আজিম। আজ্ঞা, তা'র জন্য অপেক্ষা করবার আবশ্যক নাই! সেখানে প্রচুর আফিং পাওয়া যায়। রাজপুতানার মত সরেস আফিং হিন্দুস্থানের কোথাও জন্মায় না!

মির্জা আলি। (সাহ্লাদে) বিলকুল ওয়াহিয়াদ! ছোকরা, এতক্ষণ বল্‌তে হয়! চল, চল—চল—চল! আহক্‌, নাহক্‌ দেরি করছ কেন হে! চল, চল, চল, চল! [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—অরণ্য।

(লছমির প্রবেশ)

(গীত)

বহিতে পারি না যে গো এ পোড়া জীবন ভার।
ব্যাকুল বাসনা রাশি ছুটে আসে অনিবার॥
আশার কুসুম ফোটে, অমিয় লহরি ছোটে,
নিরাশা বহিয়া বুকে কেমনে বাঁচিব আর॥
একই চুম্বনে তা'র জীবন কাটাব হায়.
নিঠুর নিদয় হ'য়ে দূরে হ'তে সরে যায় ;—
মরমে বাজিল শেল, স্বপন ভাঙ্গিয়া দিল,
আমার সকলই ভাসিয়া গেল, রহিল গো হাহাকার॥

(মায়াদেবীর প্রবেশ)

মায়াদেবী। এ দৃশ্যও দেখ্‌তে হ'ল, এ সঙ্গীতও শুন্‌তে হ'ল—মা! (প্রকাশ্যে) লছমি!

লছমি। (চমকিত হইয়া) দেবী!

মায়াদেবী। কি উদ্দেশ্য বুকে ধরে সংসারে ভেসে বেড়াচ্ছিস্, লছমি?

লছমি। বুঝ্‌তে পাচ্চি না—দেবী! তুমি আমায় বলে' দাও, আমায় বুঝিয়ে দাও দেবী,—আমি কোথায়, আমার উদ্দেশ্য কি, আমি কেন এখনও জীবিত?

মায়াদেবী। এতটা আত্মবিস্মৃত হস্‌নি লছমি! মেবার যে লজ্জায় মরে' যাবে! ভুলেছিস্ কি মা, এ কোন্ স্থান? মাধবের মুরলী-মুখরিত শ্যামসলিলাকালিন্দীচুম্বিত বিরহিনীব্রজবধূর মিলনকুঞ্জ নয়,—এটা মেবার! শৈলসমাবৃত মরুময় রাজপুতানার উচ্ছ্রিত

গৌরব—মেবার! এখানে মধুর ভাবে সাধনা চলে না লছমি,—
এখানে কঠোর কর্ম্মযোগ!

লছমি। যা'র প্রাণ নাই, তা'র কর্ম্মে অনুরাগ আস্‌বে কোথা থেকে?
এক দিন আমার সবই ত ছিল! আজ যে আমার কিছুই নাই,—
দস্যু আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমায় কাঙ্গালিনী করে দিয়েছে!

মায়াদেবী। কাঁদিস্ নি, লছমি। তুই কি হামিরকে এতটা ভাল-
বাসতিস্?

লছমি। এতটা! সে ভালবাসার কি পরিমাণ করবে দেবী? সে প্রেম
যে অপার সমুদ্রের অপেক্ষাও বহুল, অনন্ত আকাশের চেয়েও বিপুল,
স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, হিমাচলের অপেক্ষাও উন্নত! সে ভালবাসা
যে কতটা তা ভাষায় কি করে বোঝাব, দেবী!

মায়াদেবী। তবে, তা'কে এখনও জানাস্ নি' কেন?

লছমি। দেবসেবায় নিবেদিতা পর্ব্বতবাসিনী পাষাণহৃদয় চারণী
তুমি,—তুমি কেমন করে বুঝবে কেন এ প্রাণের আগুণ বুকে চেপে
ধরে' দিবারাত্র পুড়ে মরছি! দেবী, বলায়ক সর্দ্দারের কন্যার কি
একটা আত্মমর্য্যাদা নাই? আমি উৎকণ্ঠিতা হ'য়ে তাঁর কাছে
প্রণয় ভিক্ষা করব, আর তিনি একটু সহানুভূতিপূর্ণ ভাষায় বল-
বেন—শিশোদীয় বংশের সঙ্গে বলায়ক কন্যার সম্বন্ধ স্থাপন উন্ম-
ত্তের বিকার! সে উপেক্ষা, সে অপমান স্বেচ্ছায় কেন কণ্ঠে ধারণ
করব, দেবী?

মায়াদেবী। তবে, জেনে শুনে মুঞ্জার হত্যাকারীকে এখনও কেন
হৃদয়ে স্থান দিয়েছিস্ মা?

লছমি। হত্যাকারী! কে বলে? মিথ্যা কথা! সম্মুখ যুদ্ধে বিদ্রোহীকে
নিহত করার নাম নরহত্যা নয়! তাঁর প্রতি এ দোষারোপ, তাঁকে

হত্যাকারী বলা,—অন্যায়, অবিচার, সত্যের অপলাপ! পিতার মৃত্যুতে আমি অনাথা হয়েছি বটে, কিন্তু তাঁর কর্ত্তব্য তিনি ক'রেছেন। একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়া সে দেব চরিত্রে কলঙ্কারোপ করবার কারও অধিকার নাই! দেবী,—কত দূরে, কত উচ্চে, নীল আকাশের গায়ে পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোৎস্নায় দিগন্ত ছেয়ে দেয়, আর সেই পূণ্যতিথিতে অনন্ত বারিধি তা'র স্ফীত বক্ষে সুধাংশুর অমিয়ছানিত ছবি খানি যত্নে ধরে' তরঙ্গের তালে তালে নাচতে থাকে! দেবতার পূণ্যতীর্থ হিমানীমণ্ডিতপর্ব্বতসম্ভূতা নদী কলস্বরে উচ্ছ্বসিত আবেগে অবিরাম সাগরবাহিনী! এ আকর্ষণ কোথা থেকে আসে, কে শিখিয়ে দেয়? শত বাধা, সহস্র নিষেধেও আত্মসমর্পণের সেই উদ্ভ্রান্ত আবেগ কে প্রতিরোধ করতে পারে, দেবী?

মায়াদেবী। যদি আপনাকে এতটা বিলিয়ে দিয়েছিস, তবে সর্ব্বংসহা বসুমতীর মত সহ্য করতেও শেখ্। একটা অলস ক্রন্দন নিয়ে সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে ফেল্‌বি কেন? তোর যে অনেক কাজ আছে মা, মেবার যে তোর কাছে অনেক প্রত্যাশা করে! আবার এক নূতন বিপদের কথা শুনেছিস্ ত'?

লছমি। নূতন বিপদ! আমি ত' তা'র কিছুই শুনি নি', দেবী। অন্ধকার কন্দর মধ্যে পিতা আমায় অবরুদ্ধ করে' রেখে যা'ন্। তাঁর মৃত্যুর পর সর্দ্দারেরা আমায় মুক্ত করে দেয়। সে আঁধার গহ্বরে মেবারের কোন সংবাদই পেতাম না। বল দেবী, মেবারে আবার কি নূতন বিপদ ঘটেছে!

মায়াদেবী। রাণা অজয় সিংহের পুত্র আজিম, ঈর্ষাবশে পাঠানের সঙ্গে যোগ দিয়ে হামিরের বিরুদ্ধে সুলতানকে উত্তেজিত করেছে।

চিতোরের পাঠান ফৌজ নিয়ে আজিম কৈলোয়ারা আক্রমণ করবে।

লছমি। অমিতবিক্রম রাণা হামির কি সে জন্য ত্রস্ত?

মায়াদেবী। রাজপুত কখন যুদ্ধ ভয়ে শঙ্কিত নয়! কিন্তু পঞ্চাশ হাজার পাঠান ফৌজের বিপক্ষে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করা যে কত বিপজ্জনক তা' বুঝতে পারছিস্ কি, লছমি?

লছমি। বুঝতে পারছি দেবী! কিন্তু কোন উপায় ভেবে পাচ্ছি না। আমি যে নিঃসহায়া রমণী!

মায়াদেবী। রমণীতে কি শক্তির এতই অভাব? অতৃপ্ত প্রণয়ের জন্য কেঁদে কেঁদে কি এত নির্জীব হ'য়েছিস লছমি, যে মেবারের এই বিপদ শুনেও অসাড় হ'য়ে পড়ে থাক্‌বি? যার জন্য তোর অপরিসীম ভালবাসা বুকে ধরে এতদিন স্বর্গকেও তুচ্ছ করে' এসেছিস, তা'র কাজে যদি জীবন উৎসর্গ করতে পারিস, তা হ'লে সে মরণ কত সুখের হয় ভাব দেখি! চুপ করে' রইলি কেন, মা? জড়ের মত বসে' প্রেম-চিন্তা করা ছাড়তে রুচি হচ্চে না বুঝি?

লছমি। ভোজবাজীর মত আমায় মরণের পারে নিয়ে গিয়ে আবার নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করেছ, তাই স্তম্ভিত হ'য়ে তোমার সেই মন্ত্রশক্তি চিন্তা কর্‌ছিলাম, দেবী। এ কি পরিবর্ত্তন করে দিলে মা! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যে কর্ম্মময়! সেথা যে আর অন্য কিছুই লক্ষ্য হচ্চে না, দেবী! তোমাকেও যে তুচ্ছ বলে মনে হচ্চে! ধ্যানে তাঁর মূর্ত্তিখানি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করে এত দিন অবিরল অশ্রুর অঞ্জলি দানেও কণামাত্র তৃপ্তি পাই নি',—সে ব্যর্থ সাধনায় আমার হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছিল। তুমি আজ নবজীবন সঞ্চারিত করে' নবীন-পূজায়

আমায় দীক্ষিত করেছ। চল দেবী, তাঁ'র অনন্ত কর্ম্মের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি! লছমি জীবিত থাক্‌তে কা'র সাধ্য তাঁ'র কেশাগ্র স্পর্শ করে!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—চিতোর, কক্ষ।

(মালদেব, জালমেহেতা, গাজিখাঁ ও হরি সিংহ)

গাজিখাঁ। হ্যাঁ হে মেহেতাজী! অজয় সিংহের ছোঁড়া দু'টো বকরির বাচ্ছার মত কৈলোয়ারা ছেড়ে সরে' পড়ল? পৈত্রিক কেল্লাটা বে-ওজর ছেড়ে দিলে হে! তাদের কোন সন্ধান পেলে?

জাল। সুজন না কি নিজের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছে। চেষ্টা করে' দেখ্‌বে সেখানে যদি নিজে একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে' নিতে পারে। কিন্তু আজিমের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। সে না কি ভীষণ প্রতিশোধ নেবে বলে হামিরকে শাসিয়ে গেছে!

মালদেব। আরে তুমিও যেমন! প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা থাকলে কি আর কৈলোয়ারা ছেড়ে পালায়? সে শক্তি থাক্‌লে এতদিন কোন কালে প্রতিশোধ নিয়ে বস্‌তো! রাত্রে নিঃসাড়ে দুর্গে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারতে পার্‌ত, চুপি চুপি খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলতে পার্‌ত, ঘুমন্ত হামিরের বুকে আমূল

ছোরা বসিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করতে পারত। আরে ছ্যা-ছ্যা! সে আবার প্রতিশোধ নেবে! কি বল হে খাঁ সাহেব?

গাজি খাঁ। লাহওয়াল্লা!

জাল। মহারাজ ঠিকই অনুমান করেছেন। তবে কি জানেন, ছোকরার দেহে শিশোদীয়বংশের রক্তটা থেকেই না সব মাটি করেছে! আপনি যে রকম প্রতিশোধের বিষয় উল্লেখ করলেন, তা'তে যথার্থই তা'রা ভয় পায়!

মালদেব। অতি ভীরু, অতি ভীরু!

হরিসিংহ। রাজনৈতিক বুদ্ধি হবে কোথা থেকে বলুন? চিরকালটা জঙ্গলে আর পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। বাপ যেমন গোঁয়ার গোবিন্দ ছিল, ছেলে দু'টোও তেমনি হ'য়েছে!

(বনবীরের প্রবেশ)

বনবীর। পিতা, গতরাত্রে আবার দু'খানি গ্রাম লুট হয়েছে!

মালদেব। আঃ! এ ত' ভারি জ্বালাতন করলে হে। এবারেও কি পূর্ব্বাহ্লে সংবাদ দিয়ে লুঠ করেছিল?

বনবীর। আজ্ঞা হাঁ, ঐ একই প্রথা!

জাল। সংবাদ পেয়েও সিপাহীরা সতর্ক ছিল না কেন?

বনবীর। সংবাদ দিয়েছিল যে রাত্ বারটার সময় লুঠ করবে। সিপাহীরাও খুব সতর্ক ছিল। কিন্তু, লুঠ করলে রাত ৩ টার পর!

মালদেব। আর, কাঁহাতকই বা সকলে সারা রাত জেগে খাড়া থাকে বল! বারটা গেল, একটা গেল, দু'টা গেল;—মানুষের শরীর ত' বটে! দিনের বেলা আসে তবে ত' বলি বাহাদুর!

গাজি খাঁ। বেটারা পেঁচার জাত, পেঁচার জাত! তোবা-তোবা!

হরি সিংহ। হামিরকে বলে পাঠান' যাক যে কৈলোয়ারায় রাণা হতে

গেলে নিশাচরের মত রাত্তিরে লুঠ করা গুলো বন্ধ করতে হবে! এ রকম করলে, আমরা তাকে রাণা বলে গ্রাহ্যই করব না!

জাল। ঐটিই ত'ার মস্ত ভুল! সে বলে, আমরা তা'কে রাণা বলে' স্বীকার করলেই সব গোল মিটে যায়।

(মির্জ্জা আলি বেগ ও আজিমের প্রবেশ)

মির্জ্জা আলি। খাঁ সাহেব,—মিজাজ শরিফ্?

গাজিখাঁ। ওঃ হো,—মির্জ্জা সাহাব! আদাব, আদাব। সুলতান সেকেন্দার শানির সব মঙ্গল ত'?

মির্জ্জা আলি। খোদার ইচ্ছায় সুলতানের সবই মঙ্গল। তোমাদের এখানে কি গোলযোগ বেধেছে, খাঁ সাহেব? জাহাপনা ত' বড়ই জোর হুকুম পাঠিয়েছেন!

মালদেব। গোলযোগ! কিসের গোলযোগ? আরে ছ্যা—ছ্যা, ও সব বাজে কথা মির্জ্জা সাহেব!

গাজি খাঁ। তোবা—তোবা!

মির্জ্জা আলি। এঁ্যা! বল কি হে? সব মিথ্যা কথা! (আজিমকে) কম্‌বক্ত কাফের! এতটা পথ আমাকে নাহক তক্‌লিফ্ দিয়ে এনেছ!

মালদেব। মির্জ্জা সাহাব? এ ছোকরাটি কে?

মির্জ্জা আলি। বে-ওয়াকুফ্ অজয় সিংহের কম্‌বক্ত অওলাদ্! এঁ্যা নাহক তকলিফ্, নাহক তকলিফ্!

মালদেব। (স্বগতঃ) মাটি করেছে!

আজিম। ঝালোরেশ্বর! মির্জা সাহাব এখানে, সুলতানের প্রতিনিধি হ'য়ে এসেছেন। এঁর কাছে কোন কথা গোপন করা, আর শাহানশা সেকেন্দার শানির সঙ্গে প্রতারণা করা,—একই কথা!

এখানে আসবার সময় পথে আমরা অনেক স্থলে দেখে এলাম যে শস্য লুণ্ঠিত হওয়ায় প্রজারা দারুণ কষ্টে পড়েছে এবং সুলতানের পাঠান ফৌজ রসদ অভাবে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করছে! শুনলাম যে হামির প্রতিরাত্রেই দু' একটা গ্রাম লুঠ করছে!

মির্জ্জা আলি। এ সব শুনে সুলতান হুকুম দিয়েছেন যে সংবাদ যদি সত্য হয়, তা হলে সত্বর হামিরকে বন্দি করে দিল্লিতে পাঠাতে হবে। কৃতকার্য্য হ'লে মহারাজের ইনাম পাঁচ হাজারি মনসবদারী, নচেৎ গর্দ্দানা।

গাজিখাঁ। এ মিথ্যা সংবাদ সুলতানকে দিলে কে?

মির্জ্জা আলি। এহি ঝঞ্ঝটওয়ালা! বিলকুল ওয়াহিয়াদ।

মালদেব। বলি ছোক্‌রা, তুমি যে দেখছি ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস্ খাও! সুলতানের অধিকারের মধ্যে হামির যদি শান্তিভঙ্গ করে, ত'ার জন্য এখানে সুলতানের প্রতিনিধি আমি রয়েছি, পঞ্চাশ হাজার পাঠান ফৌজের মালিক খাঁ সাহেব রয়েছেন! তুমি এখানে না এসে, সটাং দিল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হলে কেন? তোমার মৎলব কি বল দেখি?

হরিসিংহ। বুঝতে পারছেন না, মহারাজ? এই সংবাদটা বিক্রয় করে, নিজের জন্য একটা খেতাব উপার্জ্জন করা আর সুলতানের কাছে আমাদের অপদস্থ করা!

জাল। আর, সেই প্রতিশোধের ব্যবস্থাটা চূড়ান্ত রকমে করে আসা!

বনবীর। হামিরের এই উৎপাতে আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে নাই!

মালদেব। আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে নাই!

বনবীর। প্রতিকারের যথেষ্ট চেষ্টা করা হচ্চে! কিন্তু তুমি এটা মনে করো না বর্ব্বর, যে আমাদের উপেক্ষা করে তুমি সুলতানের প্রিয়-

পাত্র হ'তে পারবে! কৈলোয়ারায় আধিপত্য করা কখন তোমার ভাগ্যে ঘটে উঠবে না! হামির পরাজিত হলে, কৈলোয়ারার শাসনভার মহারাজ মালদেব ও পাঠান সেনাপতি গাজিখাঁর হস্তেই অর্পিত হ'বে!

গাজিখাঁ। তারিফ্—তারিফ্!

আজিম। কুমার! কৈলোয়ারার আধিপত্য আমি চাই না। হামির পরাজিত হলেই যথেষ্ট!

জাল। কি নিষ্কাম সাধু পুরুষ!

গাজি খাঁ। চলুন মহারাজ! মির্জ্জা সাহেবের খাতির যত্নের ব্যবস্থা করতে হবে। দেখ ছোকরা, তুমি যেমন বাহাদুরী করে' সুলতানের কাছে খবর দিতে গিয়েছিলে, তেম্‌নি বাহাদুরী করে' হাতিয়ার ধরে' তোমাকে যুদ্ধও করতে হবে! আমি কালই কৈলোয়ারা আক্রমণ করবার জন্য আমার পাঠান ফৌজ নিয়ে যাত্রা করব। যদি পেছপাও হও, তা হলে আগে তোমাকেই হামিরের সহকারী বলে বন্দি করে দিল্লীতে পাঠাব! কি প্রমাণ যে তুমি হামিরের অনুচর নও, আর সুলতানী ফৌজকে নাহক বিপদগ্রস্থ করবার জন্য দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে ভুলিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ষড়যন্ত্র করছ না? কি বলেন মির্জ্জা সাহাব?

মির্জ্জা আলি। বিল্‌কুল ওয়াহিয়াদ্!

মালদেব। চলুন মির্জ্জা সাহাব! আমরা সকলেই আপনার খিজ্‌মতে হাজির।

[জাল ও আজিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জাল। যুবক! মুহূর্ত্তের জন্যও স্থিরচিত্তে ভেবে দেখেছ যে তুমি কি কার্য্যে অগ্রসর?

আজিম। অনেক ভেবে দেখেছি! কিন্তু, আমার প্রাপ্য অধিকার অপহরণকারী প্রবঞ্চক হামিরকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি না!

জাল। হামির যদি এই মুহূর্ত্তেই পৃথিবী থেকে অপসৃত হয়, তাতে তোমার লাভ? শুনলে ত,'—কৈলোয়ারায় আধিপত্যস্থাপন করা তোমার ইহজীবনে কখন হবে না।

আজিম। সেও ভাল। কিন্তু হামিরকে কৈলোয়ারায় রাণা হয়ে বস্‌তে দেওয়া হবে না!

জাল। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে চাও?

আজিম। পরের যাত্রা ভঙ্গ কর্‌তে হলে, নিজের কতকটা ক্ষতি স্বীকার করা চাই বই কি!

জাল। কিন্তু ত'াতে মেবারের কতটা অনিষ্ট হবে তা' বুঝতে পারছ কি?

আজিম। আপনি সুলতানের প্রতিনিধি এই মহারাজ মালদেবের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হয়ে, সুলতানের আধিপত্য বিস্তারে অনিচ্ছুক কেন? সুলতান এ কথা শুনলে, আপনাকে তাঁর অপ্রীতিভাজন হ'তে হবে।

জাল। আমাকেও ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ, মূর্খ! তুমি আজ ঈর্ষাবশে সুধু হামিরের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত নও, তুমি সমগ্র রাজ-পুতজাতির অনিষ্টসাধনে তৎপর! বিদ্বেষের কুজ্ঝটিকায় দৃষ্টিহীন হ'য়ে, নিজের শোচনীয় পরিণাম পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছ না! শিশোদীয় বংশে জন্মগ্রহণ করে' সেই বরেণ্য রাঠোরকুলকে ধ্বংস করতে চলেছ! এই তমসাবৃত রাজস্থানের একমাত্র নক্ষত্রটিকে তুমি নষ্ট করতে চলেছ,—আর এখনও একজন রাজপুতের সম্মুখে

দাঁড়িয়ে অম্লান বদনে বল্‌ছ যে হামিরকে রাজ্যচ্যুত করবার জন্ম তুমি সব দিতে প্রস্তুত! বিধাতা তোমায় মানুষের মূর্ত্তিতে গড়েছেন কেন জানি না!

আজিম। ভুলে গেছ কি রাজকর্ম্মচারী, তুমি কা'র সঙ্গে কথা কইছ? এই চিতোরে, এই দুর্গে, এই কক্ষে,—আমারই পিতামহ অতি অল্পদিন পূর্ব্বে রাণার অখণ্ড প্রতাপে আধিপত্য করে গেছেন!

জাল। লজ্জা করছে না সে পরিচয় দিতে? পিতৃপুরুষের এই পবিত্র স্বর্গে জিঘাংসার কলুষ বহন করে আন্‌তে তোমার বুক কেঁপে উঠ্‌লো না! তাঁ'দের এই মন্ত্রপুতঃ যজ্ঞস্থলে তাঁদেরই শোণিত প্রবাহিত করতে চলেছ, আর দম্ভ ভরে সেই বংশে নিজের জন্ম পরিচয় ব্যক্ত করতে তোমার কণ্ঠরোধ হচ্চে না? হিংসাপ্রণোদিত হ'য়ে যে খড়্গ নিজের বংশ নাশের জন্য উত্তোলন করেছ, সে উদ্যত খড়্গ তোমার নিজের মস্তকে শত বজ্রের তেজে পতিত হ'ক! সহস্র আজিমের জীবন অপেক্ষা হামিরের একটা নখাগ্রের মূল্য ঢের বেশী!

[প্রস্থান।

আজিম। এত স্পর্দ্ধা! না-না, স্বকার্য্য সাধনের জন্য আরও সহ্য করতে হবে। তার পর, জাল যেহেতো তোমাকে উচ্ছেদ করতে বেশী সময় লাগ্‌বে না!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য—অলিন্দ।

(মায়াদেবী ও হামিরের প্রবেশ)

হামির। এ'ও কি সম্ভব! এত'টা পশুত্ব!

মায়াদেবী। বৎস! মানুষের ভিতর মনুষ্যত্বটাই বিরল। পশুত্বে মানুষ ব্যাঘ্র ভল্লুকেও অতিক্রম করেছে!

হামির। তা'র পর?

মায়াদেবী। সেই ওমারাহের মুখে সুলতানের আজ্ঞা অবগত হয়ে, গাজি খাঁ তা'র অধীনস্থ পঞ্চাশ হাজার পাঠান ফৌজ নিয়ে কাল তোমাকে আক্রমণ করবে। পথ প্রদর্শক স্বয়ং আজিম!

হামির। কৈলোয়ারা গেলে মেবারের নিজস্ব ব'লে আর কিছু থাকবে না, এ কথা কি আজীম একবার বুঝলে না?

মায়াদেবী। ঈর্ষা! ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে সে সংসারের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। হামিরের উচ্ছেদ সাধন করবার জন্য মেবারকে পর্য্যন্ত ধ্বংস করতে সে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত!

হামির। দেবী! সব অনর্থপাতের মূল তবে আমিই। এই কৈলোয়ারা,—মুমূর্ষু রাজপুতজীবনের ক্ষীণ সাক্ষী স্বরূপ সঙ্কুচিত দেহে আরাবলির সানুদেশে পাষাণশয্যা পেতে শুয়ে আছে; সে গতপ্রায় জীবন ফুৎকারে শেষ হয়ে যাবে, কিম্বা কোন অজ্ঞাত দৈবশক্তিবলে পুনঃপ্রবুদ্ধ হবে, ত'ার কিছুই স্থিরতা নাই! কৈলোয়ারায় আজ রাজপুতের জীবন, মেবারের জীবন অন্তর্নিহিত। আজিম রাজপুত হয়েও এ হেন কৈলোয়ারাকে জ্ঞাতি বিদ্বেষের প্ররোচনায় উৎসাদিত করতে কৃতসঙ্কল্প! দেবী, নীতি এই শাণিত

ছোরা আমার বক্ষে আমূল বিদ্ধ করে দাও। ত'ার পর সেই রক্তাক্ত ছুরিকা আজিমের কাছে নিয়ে গিয়ে বলো যে কৈলোয়ায় হামিরের আধিপত্য ফুরিয়েছে! আমার প্রধূমিত শোণিতস্রোতে সে যেন শিশোদীয় বংশের আত্মীয়বিচ্ছেদ ধুয়ে ফেলে, মেবারকে একবার মেবারের মত ভালবাসে। মালদেবের চিতোরকে যেন সে আবার বাপ্পার চিতোর করে' দেয়!

মায়াদেবী। সে যে অতি গুরুভার, বৎস! একজন বিবেকবিহীন, উচ্ছৃঙ্খল, ঈর্ষাপরবশ, রাজপুতকুলকলঙ্কের হাতে এ কর্ত্তব্যের ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্তে মরতে পারবে ত'?

হামির। না-না, মেবারের এ দুর্দ্দিনে তা'কে এত সহজে ফেলে যেতে পারব না! আমি যে কর্ত্তব্য স্থির করতে পারছি না, চারণী! আজিমের দেহেও যে রাণা লক্ষ্মণ সিংহের পবিত্র শোণিত প্রবাহিত, সেও যে বাপ্পার বংশধর!

মায়াদেবী। ধন্য তোমার জ্ঞাতিস্নেহ, রাণা! শিশোদীয় বংশের অস্থি-মাংস-শোণিতে মেবার প্রতিষ্ঠিত, সেই মেবারের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প আততায়ীর প্রতি এখনও আত্মীয় জ্ঞানে মমতা করতে পারছ? ব্যাধিগ্রস্থ অঙ্গের মত তা'কে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এত কাতর তুমি? আশ্চর্য্য বটে! কাঁদো অজয়সিংহ, সুরলোকে ত্রিদশসেবিতসিংহাসনে বসে' মর্ম্মবেদনায় অশ্রুধারা মেবারের বুকে ঢেলে দাও! বলায়ক-বিপ্লবে সেই মহাশ্মশানে মৃত্যু শয্যায় শুয়ে বড় আশায় তোমার মেবারকে উপযুক্ত হস্তে সমর্পন করে গিয়েছিলে। কি মর্ম্মন্তুদ্ প্রতারণা! সেই মহাপ্রস্থানের দিনে তুমি যা'কে মেবারের সেবায় বল্লহীন দেখে কালকূটের মত পরিত্যাগ করেছিলে, আজ তোমার বিশ্বাসী প্রতিনিধি তা'কে

অমৃত জ্ঞানে আলিঙ্গন করে' তা'র হাতে মেবারের জীবন সঁপে দিচ্চে।

হামির। চেয়ে দেখ দেবী, তোমার ঐ গগনসম্বদ্ধদৃষ্টি একবার ধরণীর গায়ে নিক্ষেপ করে দেখ, স্থাবর-জঙ্গম এক সঙ্গে কেঁপে উঠেছে, নতশির কোমল তৃণদল কর্কশ আস্ফালনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, কৃষ্ণকায় আরাবলি তা'র অন্তরিত উদ্দীপনায় লোহিতাঙ্গ! স্তব্ধ প্রকৃতির সুষুপ্তি তিরোহিত হয়ে জড়চৈতন্যের কি বিরাট স্ফুরণ একবার দেখ দেবী! হামিরের কর্ত্তব্য স্থির হ'য়ে গেছে! জীবনে আনন্দ নাই, মৃত্যুতে বিষাদ নাই; বিরামহীন, বিশ্রামহীন, মমতাবিহীন্। এ এক অভিনব অনুভূতি দেবী! শান্তিময়ী আজ ষট্‌চক্র ভেদ করে' বিকসিত সহস্রারে অধিরূঢ়া প্রচণ্ডারূপিনী! পবিত্র শিশোদীয় বংশের দূষিত রক্ত মোক্ষণের জন্য তর্জ্জনি সঞ্চালনে আদেশ করছে। চল নারী, বিশ্বমাতৃকার সংহার কার্য্যে সাক্ষী হ'বে চল!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য—উপত্যকা।

(অন্ধকার রাত্রি। ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত)

(চারি জন পাঠান সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈঃ। কি ভয়ানক রাত রে ভাই! পাঁচ কদম আগেকার লোক দেখা যাচ্চে না। এ রাত্রে যুদ্ধটা বন্ধ রেখে, কাল সকালে আবার সুরু করলেই ত' হয়। খাঁ সাহেবের কি বেয়াড়া বুদ্ধি, বাবা!

২য় সৈঃ। যা বলেছ মিঞা! সন্ধ্যা থেকে নাগাড় ভিজে ভিজে মেজাজ টা একেবারে জোলো মেরে গেছে!

৩য় সৈঃ। আমার চাচা আফিমের ধাত, জল বরদাস্ত হয় না! শুক্‌নো দিনে এ রকম সাতটা লড়াই একা ফতে করতে পারি।

৪র্থ সৈঃ। বল ত' মিঞা! ফৌজ যদি ভিজে মালাইকা বরফ হ'য়ে গেল, তবে হাতিয়ার ধরে লড়ে কে? এই সময় দু' চুমুক সিরাজী হ'লে তবে না মেজাজটা চাঙ্গা হয়!

নেপথ্যে। সামালহো—সামালহো! পথর গিরতা হ্যায়, পথর গিরতা হ্যায়!

১ম সৈঃ। ঐ শুন্‌চ' ত' মিঞা? যাও, সিরাজীতে চুমুক লাগাও!

২য় সৈঃ। তোবা তোবা! শালারা শেষে পাথর চাপা দিয়ে মারবে না কি!

৩য় সৈঃ। আরে জল্‌দি চলো মিঞা! পাথর ফেলে পথ আটকাবার যোগাড় করেছে!

নেপথ্যে। আল্লাহো আলাল্লা হো!

সকলে। আলাল্লা হো!

[সৈনিকগণের প্রস্থান।

(গাজিখাঁ ও আজিমের প্রবেশ)

গাজিখাঁ। কি করলে শয়তান্! দেখছ—সমস্ত ফৌজকে পিঞ্জরার মধ্যে পুরেছে! শীঘ্র বেরুবার একটা পথ বলে দাও। এক লহমায় কত জল জমে গেল দেখছ?

আজিম। তাইত' খাঁ সাহেব! চলুন সমস্ত ফৌজ নিয়ে আমরা পাহাড়ের উপর উঠি।

গাজিখাঁ। কম্‌বক্ত! কি রকম পাথর ফেল্‌ছে, দেখছ? অর্দ্ধেক পথেই যে আমাদের পিসে' ছাতু করে' ফেল্‌বে!

আজিম। তাইত'! তারা চারিদিকেই এত সতর্কভাবে কাজ করবে তা' আগে ভাবি নি'!

গাজিখাঁ। বটে! এ সমস্ত যে তোমারই ষড়যন্ত্রে হয়েছে ত'ার কোন সন্দেহ নাই।

(জনৈক পাঠান সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। হুজুর! সমস্ত তাবু ভেসে গেছে, জল ক্রমশই বাড়ছে! আর খানিকটা এই রকম ভাবে জল বাড়তে থাক্‌লে সকলকে ডুবে মরতে হবে! খোদার দোহাই, শীঘ্র একটা ব্যবস্থা করুন!

[প্রস্থান।

গাজিখাঁ। যে রকম করে হ'ক একটা দিকের পাথর সরিয়ে ফেল! শয়তান! ডুবিয়ে মারবার ফিকির করেছিস্!

(আজিমকে পদাঘাত করিয়া প্রস্থান)

আজিম। এতদূর, এতদূর! নীচ পাঠানও আজ পদাঘাত করে গেল! আমার পৈত্রিক রাজত্ব কৈলোয়ারায় আজ আমার এ দুর্গতি, শুদ্ধ

হাম্মিরের জন্য। পরস্বাপহারী দস্যু! তোমার মুকুট ভূষিত মস্তকে এই পদাঘাত করে' এ অপমানের প্রতিশোধ নেবো'!

[প্রস্থান।

(হাম্মির ও জিৎ সিংহের প্রবেশ)

জিৎ সিংহ। জলনিক্ষিপ্ত মার্জ্জারের মত পাঠানদের অবস্থা দেখুন, রাণা!

হাম্মির। অতি সুন্দর কৌশল! দেখ জিৎসিংহ, পর্ব্বত সংলগ্ন ঐ বৃক্ষশাখা অবলম্বন করে' জন কতক পাঠান উপরে উঠবার চেষ্টা করছে। ওটাকে এখনই না কেটে দিলে, তারা' উঠে দুর্ল্লভ-রাওকে সহজেই ধরে ফেল্‌বে। এ কি। তোমার তরবারি কোথা ফেলেছ?

জিৎ সিংহ। জলপ্রণালী বন্ধ করবার সময় সেটা ভেঙ্গে গেছে! আমি কোনও সিপাহির নিকট যোগাড় করে নিচ্চি, রাণা।

হাম্মির। তা'তে বিলম্ব হ'তে পারে! এই নাও, আমার তলোয়ার নিয়ে যাও! (অসি প্রদান)

জিৎ সিংহ। আপনি নিরস্ত্র থাকবেন?

হাম্মির। চিন্তা নাই, এ স্থান উপস্থিত শত্রুশূন্য। যাও—যাও!

[জিৎ সিংহের প্রস্থান।

বহ বহ প্রলয়ের ঝড়, করিকরাকারে ঝর অবিশ্রান্ত বরষার ধারা, স্তূপীকৃতা কৃষ্ণা কাদম্বিনী গাঢ় অন্ধকারে এই করালরূপিনী নৈশাকাশ ঢেকে রাখ! ক্ষণপ্রভার অট্টহাস্যে উন্মাদিনী তমিস্রাকে আরও বিভিষিকাময়ী কর। নরকের কদর্য্যতা এসে সংসারের সমস্ত সৌন্দর্য্য গ্রাস করে ফেল, আর সেই সঙ্গে শিশোদীয় বংশের বিদ্বেষ চিরদিনের জন্য অপনীত করে দাও!

(আজিমের প্রবেশ)

আজিম। রাজদস্যু! তোমারই জন্য আজ আমার পিতার স্বহস্তে রচিত এই মঞ্জুকুঞ্জবনে দাবানল জ্বালিয়েছি। সে অগ্নিদাহ তোমার শোণিত ভিন্ন নির্ব্বাপিত হবে না। এস পিশাচ, পরস্বাপ-হরণে কত রক্ত সঞ্চিত করেছ দেখি!

হামির। রাঠোর হয়ে' রাঠোরকে মৃত্যুভয় দেখাতে এসেছ, নির্ব্বোধ! এ দুর্ব্বুদ্ধি না হ'লে কি ঈর্ষার বশবর্ত্তী হ'য়ে কৈলোয়ারায় পাঠানকে পথ দেখিয়ে আনতে?

আজিম। তোমার উপদেশ শোনবার জন্য এ ভীষণ হত্যাকাণ্ডের আয়োজন করা হয় নি। তোমায় নিহত করাই এর উদ্দেশ্য। তবে যদি এই শাণিত তরবারি দেখে মৃত্যু ভয়ে কাতর হয়ে থাক, কাপুরুষ—তোমার গায়ে অস্ত্রাঘাত করব না; পদাঘাতে তোমায় কৈলোয়ারা থেকে বিতাড়িত করব!

হামির। নিরস্ত্র দেখে এত আস্ফালন! সাধ্য থাকে অস্ত্রত্যাগ করে আক্রমণ কর! না-না, সে বীরোচিত ব্যবহার তোমার কাছে প্রত্যাশা করি না! কর, আক্রমণ কর। এই উপল খণ্ডে তোমায় শেষ করব। আক্রমণ কর!

(পর্ব্বতের উপর জিৎ সিংহ)

জিৎ সিংহ। রাঠোরগণ! নিরস্ত্র রাণাকে রক্ষা কর।

আজিম। দস্যুর অনুচরগণ! তা'র পূর্ব্বেই সব শেষ করে দিচ্চি।

(লছমির প্রবেশ)

লছমি। তা'র পূর্ব্বেই তোমায় শেষ করে দিচ্চি, পিশাচ!

(আজিমকে অস্ত্রাঘাত)

আজিম। ওঃ—! (মৃত্যু)

(নেহানরাও, জীৎসিংহ ও রাঠোর সৈনিকগণের প্রবেশ)

সৈনিকগণ। জয় রাণার জয়!

হাম্মির। আজিম, আজিম! সব শেষ!

নেহান। কে তুমি বীরবালা! রাণার জীবন রক্ষা করে' মেবারের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য নিজেকে অমর করে' রাখলে, কে তুমি মা?

জীৎসিংহ। এ যে দেখছি মুঞ্জা বলায়কের কন্যা!

হাম্মির। লছমি! তুমি এখানে কেমন করে এলে, লছমি?

লছমি। বিপন্ন রাণার সহায়তা করা যে প্রত্যেক মিবারবাসীরই কর্ত্তব্য, প্রভু!

সকলে। জয় রাণা হাম্মিরের জয়!

হাম্মির। স্থির হও রণোন্মত্ত অধ্যক্ষগণ! চেয়ে দেখ, প্রকৃতি এখন বিশ্ব-গ্রাসী করাল মূর্ত্তি সম্বরণ করে' স্নিগ্ধ, শান্ত, তন্দ্রিতা! উপরে নক্ষত্র বিমণ্ডিত মেঘমুক্ত অনন্ত আকাশ, নিম্নে কৈলোয়ারার উষর ক্ষেত্রে হিংসা-দ্বেষ-জিঘাংসা-নির্ম্মুক্ত এই শিশোদীয় শব! আর সম্মুখে এই পিতৃশোকে মুহ্যমানা নারীমূর্ত্তি মেবার হিতার্থে প্রতিহিংসা বিসর্জ্জন দিয়ে পিতৃহন্তার সহায়তায় আগুয়ান্! এ দৃশ্য যে ত্রিভুবন স্তম্ভিত করেছে, লছমি! বিদ্রোহী মুঞ্জাকে বধ করে মনে করে-ছিলাম যে পার্ব্বত্য বলায়কদলের সঙ্গে একটা জীবনব্যাপী শত্রুতার সূত্রপাত হ'ল। আমার সে ভ্রম আজ তুমি অপনীত করেছ, লছমি! আমি তোমার কাছে আমরণ কৃতজ্ঞ রইলাম!

লছমি। রাণা! মরণের পরপারে গিয়েও বলায়ক সর্দ্দার বিদ্রোহীর কলঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি না পেতে পারে, কিন্তু তাঁর কন্যা কেন

মেবারের সেবায় বঞ্চিতা হবে? কৃতজ্ঞতা! না-না, ও কথা বলো না। তুমি কঠোর ভাবে আজ্ঞা কর, আমি ভাগ্যলিপির মত তোমার সে আদেশের অনুবর্ত্তিনী হই! তুমি প্রতিপদে আমায় তিরস্কার কর, আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের মত সে তিরস্কার মাথা পেতে নিই! তুমি মহত্বের তুঙ্গ শৃঙ্গে বসে আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করে দাও, তোমার তর্জ্জনি সঞ্চালনে সমস্ত বলায়ক জাতি অকা-তরে জীবন বিসর্জ্জন দি'ক্! লছমি তোমার কৃতজ্ঞতা চায় না। মেবারবাসিনী হ'য়ে সে তোমারই মত সেবাব্রতের অধিকারিনী হ'তে চায়! যত দিন না চিতোর উদ্ধার হয়, ততদিন প্রতিক্ষণে এইরূপে আততায়ীর শোণিতে যেন লছমির হস্ত রঞ্জিত হ'তে থাকে।

পটক্ষেপন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—চিতোর, কক্ষ।

মালদেব, গাজি খাঁ, বনবীর, হরিসিংহ ও জাল মেহেতা।

হরিসিংহ। কি লড়াই করা গেছে, খাঁ সাহেব?

গাজি খাঁ। তোবা! ও সব পাহাড়ে জানোয়ার কি আর লড়াই করতে জানে! জনপ্রাণীও দেখা যাচ্চে না, অথচ ক্রমাগত পাথর পড়ছে! এ কি আর লড়াই? তোবা, তোবা!

মালদেব। গিরিবর্ত্মের দু'টো দিকই ত' বন্ধ করেছিল শুনলাম। আপনি বেরুলেন কি করে?

গাজি খাঁ। হিক্‌মৎ আর হিম্মতের জোরে।

মালদেব। সম্রাটকে কি খবর দেওয়া যায় বলুন দেখি, খাঁ সাহেব? পরাজয়ের সংবাদটা পেলে ত' আমার গর্দ্দানা যাবেই, আপনার পক্ষেও বিশেষ সুবিধা হবে বলে বোধ হয় না।

গাজি খাঁ। রাজা, তুমি নেহাৎ নাবালক দেখছি! এমন বেমালুম লড়াইটা ফতে করা গেল, আর তুমি ভাবছ কি না পরাজয়ের কথা! মির্জা সাহেবকে বুঝিয়ে দিব যে আজিমের সমস্ত কথাই মিথ্যা, সুলতানী ফৌজকে বিপদ্‌গ্রস্থ করবার জন্য সে এই বদ্ মৎলব এঁটেছিল। বেচারা হামির খুব রাজভক্ত, আমাদের খুব খাতির ক'রেছে। সাহান্‌শা সুলতানকে বহুৎ বহুৎ কুর্ণিস্ জানিয়েছে।—এ খবর পেলে সুলতান গ'লে জল হয়ে যাবেন।

মালদেব। বাঃ-বাঃ! খাঁ সাহেবের বুদ্ধি আছে বাবা! কি বল হে জাল?

জাল। আজ্ঞে হ্যাঁ, মৎলবটা বেশ ঠাউরেছেন বটে। কিন্তু শেষে টিক্‌লে হয়!

মালদেব। কেন? আজিম ত' আর যমালয় থেকে সম্রাটকে সংবাদ দিতে আস্‌বে না!

জাল। কিন্তু, হামির যখন ভবিষ্যতে চিতোর আক্রমণ করতে আসবে তখন তার আনুগত্যের আসল পরিচয়টা যে প্রকাশ হয়ে পড়বে, মহারাজ!

মালদেব। আরে,—সে পথ বন্ধ করবার আমি উপায় ঠাউরে রেখেছি।

গাজিখাঁ। কি রকম—কি রকম?

মালদেব। আমার কন্যার সঙ্গে তা'র বিবাহ দিলেই সব গোল মিটে যাবে। সম্রাটও বুঝবেন যে হামির পরম মিত্র বলেই তা'র সঙ্গে আমি কন্যার বিবাহ দিলাম, আর হামিরও তখন শ্বশুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা মহাপাপ বিবেচনা করে ভবিষ্যতে চিতোর আক্রমণের সঙ্কল্প ত্যাগ করবে।

বনবীর। হামির কি এ বিবাহে সম্মত হবে?

মালদেব। তা'র চোদ্দপুরুষ সম্মত হবে। খেতে না পেয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্চে,—আর মহারাজ মালদেবের জামাই হ'তে রাজি হবে না?

গাজিখাঁ। সুধু জামাই!—ঘরজামাই পর্য্যন্ত হ'তে রাজি হবে। নসিব ফিরে যাবে হে, নসিব ফিরে যাবে।

মালদেব। কি বল হে জাল?

জাল মেহেতা। আপনি কোন কন্যার কথা বলছেন, মহারাজ ?

মালদেব। তোমার মস্তিষ্কের কোন গোলযোগ ঘটেছে নিশ্চয়! চন্দাই ত' আমার একমাত্র কন্যা।

জাল। মহারাজ! আপনি কি বিস্মৃত হ'য়েছেন যে বিবাহরাত্রেই সে অভাগিনী বালিকার বৈধব্য ঘটেছিল ?

মালদেব। কি আশ্চর্য্য! সে কথা আর স্মরণ নাই ? আর, তা'তেই বা দোষ কি ? কি বলেন খাঁ সাহেব ?

গাজিখাঁ। লাহওয়াল্লা! খসম বেঁচে থাকতেই কত বিবাহ হয়ে যাচ্চে তা'র ঠিক নাই, আর তোমার জামাই ত' কবে মরেছে। ও রকম খুব চলে মহারাজ, ও রকম খুব চলে।

জাল। কি বলছেন ঝালোরেশ্বর ? ঊষার শিশিরস্নাত কুসুমের মত নির্ম্মল নিষ্পাপ সেই ব্রহ্মচারিণীর দেবারাধ্য জীবনকে আপনি নীচ স্বার্থপরতার নরকাগ্নিতে ভস্মীভূত করতে চলেছেন ? আপনি তা'র পিতা না! যখন সেই কাষায়পরিহিতা সন্ন্যাসিনী তা'র পবিত্র মানসমন্দিরে পতিদেবতার অস্ফুট মূরতিখানি সযত্নে স্থাপিত করে নিমীলিত নয়নে পতির ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকে' তখন নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সেই সমাধিস্থ অচেতন চৈতন্যময়ীর সম্মুখে দেবতারাও লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে! সেই নিস্পন্দ যোগসমাহিত মাতৃমূর্ত্তি বড় করুণ, বড় পবিত্র, বড় মহিমময়ী। সে পুণ্যময় নন্দনের শোভা কেন ধ্বংস করবেন মহারাজ ?

বনবীর। মেহতা জী! এই সব অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়েই হিন্দুস্থান আজ এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে।

জাল। ভুল বুঝেছ কুমার! এই ধর্ম্মনিষ্ঠার বলেই আর্য্যাবর্ত্ত সৃষ্টির সেই প্রথম দিন থেকে আজও পর্য্যন্ত সমানভাবে বেঁচে আছে।

জগতে কত নূতন দেশ, নূতন জাতি, নূতন রাজ্যের অভ্যুত্থান হ'ল; শতাব্দান্তে তারা কোথায় বিলীন হয়ে গেল, আজ তাদের কোন নিদর্শন নাই। গ্রীসের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, রোমের অপ্রমেয় বীরত্ব, মিশরের অতুল ঐশ্বর্য্য—এ সব আজ কোথায়, কুমার? কিন্তু অনাদি বৈদিক ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এই আর্য্যজাতি আদিম যুগ হতে আবহমানকাল সমানভাবে ধরণীর বক্ষে বিরাজিত। ধর্ম্মনিষ্ঠাই তার একমাত্র কারণ। ভারতের গৌরব সুবর্ণমন্দির ও মর্ম্মরপ্রাসাদ শ্রেণীতে নয়,—কোপীনমাত্রধারী ফলমূলাহারী ঋষির পর্ণকুটীরে। ভারতের ঐশ্বর্য্য অর্থ ও মণিমাণিক্যে নয়, ভারতের ঐশ্বর্য্য বেদ ও উপনিষদের মন্ত্রাবলীতে। হিন্দুর বীরত্ব সামরিক উত্তেজনায় নরহত্যার পৈশাচিক লীলায় নয়, হিন্দুর বীরত্ব প্রশান্ত বদনে তারকব্রহ্ম নামোচ্চারণে চিতারোহণ। আধ্যাত্মিকতায় যে জাতির জীবন গঠিত, সে জাতি কি কখনও দুর্ব্বল হয়, কুমার? যে দেশে রাজরাজেশ্বর সম্রাটও একজন দীন ভিক্ষুককে "দরিদ্র নারায়ণ" বলে পূজা করে থাকেন, যে দেশে অর্দ্ধনগ্ন উপবীতসার পুরোহিতের ভ্রুকুটিতে বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়, সে দেশে ধর্ম্মের মর্য্যাদা কত অধিক ভেবে দেখ, কুমার! এই ধর্ম্ম যে দিন আর্য্যাবর্ত্ত হ'তে লুপ্ত হবে, সেই দিন এই জাতির চিহ্ন পর্য্যন্ত জগতে খুঁজে পা'বে না।

বনবীর। ভারতের ধর্ম্ম ঋষির পর্ণকুটীরে রুদ্ধ থাক্, ভারতের ঐশ্বর্য্য সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্রে নিবদ্ধ থাক্, ভারতের বীরত্ব জাহ্নবীতীরস্থ মুমূর্ষুর গতপ্রায় জীবনে সন্নিহিত থাক! তা'র সঙ্গে এ বিবাহের কোন সম্বন্ধ নাই।

জাল মেহেতা। আছে! খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে, কুমার! এটা ত'

বিবাহ নয়,—এটা স্বার্থের জন্ম হিন্দু সমাজের একটা সনাতন নিয়মের পৈশাচিক উচ্ছেদ! এ ত' বিবাহ নয়! চন্দার বিবাহ সেইদিন হ'য়ে গেছে মহারাজ, যে দিন ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও নারায়ণ সাক্ষী ক'রে আপনার স্বর্গগত জামাতার হস্তে অনূঢ়া বালিকাকে সমর্পণ করেছিলেন। একের গচ্ছিত রত্ন অন্যকে দান করবার অধিকার কার আছে, মহারাজ? তবে যদি এই অভাগিনী বিধবাবালাকে গ্রাসাচ্ছাদন দিচ্চেন ব'লে সেই মূল্যে তার জীবনের সর্ব্বস্ব পদদলিত করতে চান্, তা'হলে এটাও মনে রাখবেন মহারাজ, যে হিন্দু বিধবা তা'র আত্মীয়ের এই সামান্য অনুগ্রহটুকুও বিনামূল্যে গ্রহণ করে না। বৎসরান্তে থান দুই সামান্য বস্ত্র আর দিনান্তে একমুষ্টি তণ্ডুলকণার বিনিময়ে, হিন্দুবিধবা ভারতের সমাজ, ধর্ম্ম, ইহকাল, পরকাল, নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করে থাকে। রোগে শুশ্রূষা, শোকে সহানুভূতি, দারিদ্রে করুণা, ক্ষুধায় অন্ন দিতে হিন্দুবিধবার মত আর কোথায় কে আছে, মহারাজ? জাতীয় কল্যাণের জন্য নিজের সমস্ত ত্যাগ ক'রে, কঠোর ব্রতাবলম্বনে হিন্দুবিধবা স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্মবলে এই জাতিকে এখনও বলীয়ান্ ক'রে রেখেছে। এই কল্যাণময়ী দেবীপ্রতিমাকে ধ্বংশ ক'রে নিজের ও জাতির সর্ব্বনাশ ডেকে আনবেন না, মহারাজ!

[প্রস্থান।

গাজি খাঁ। তোবা—তোবা!

মালদেব। একেবারে মেয়ে মানুষেরও অধম!

গাজি খাঁ। রাজা, তোমার মেয়ের নিকেটা দিয়ে ফেল। আর দেরি ক'রে কাজ নাই। সব গোল ঐ এক কথায় মিটে যাবে।

মালদেব। হরিসিংহ, তুমি কৈলোয়ারায় একটা ভাট পাঠাবার

বন্দোবস্ত কর। চন্দার বৈধব্যের কথা চিতোর কিম্বা কৈলোয়ারায় কেউ জানে না। বেশ নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সমাধা হয়ে যাবে।

হরিসিংহ। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

মালদেব। দেখ বনবীর, এ বিবাহে কোনও উৎসবের প্রয়োজন নাই। রাজপুত বিবাহের প্রধান অঙ্গ সেই পুষ্পতোরণ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত ক'রো না। বিবাহ করতে এসে যেন কোন প্রকার অভ্যর্থনার আভাস না পায়। যেমন নচ্ছার, তার' তেমনই একটু মিঠে কড়া অপমান করতে হবে।

বনবীর। তা ছাড়া বিশেষ উপকার এই হবে যে ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপনে বিধবাবিবাহ করেছে ব'লে হাম্মিরের জীবনে একটা চিরস্থায়ী কলঙ্কের ছাপ অঙ্কিত হয়ে থাকবে!

গাজিখাঁ। বহুৎ আচ্ছা। এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে। চল রাজা, মির্জা সাহেবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় করা যাক্।

মালদেব। চলুন—চলুন। বেশি দিন এখানে থাকলে আবার আসল খবরটা টের পেতে পারে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—চিতোর, ক্ষেত্রপালের মন্দির।

ধ্যানমগ্না চন্দা। মায়াদেবী ও রাজপুত রমণীগণের
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত।

নমামি মহেশং নমামি সুরেশং ভবেশং ভূতেশং বরেণ্যং !
কটিতটবিলসিতনাগং শীর্ষজটাগণভারং
শিশুশশিশোভিত ভালং জটাজূটপরি গঙ্গাতরঙ্গং ॥
হরিবিরিঞ্চিসুরাধিপপূজিতং ভূতগণসেবিতং
অভয়দং শরণদং ধৃতশূল-ডমরু-পিনাকং ॥
কৃতনরমস্তকমালং বিগতবিষয়রসরাগং জয় শাস্তং শিবং শুভদং ॥

(রমণীগণের প্রস্থান ও মায়াদেবীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ)

(জাল মেহেতার প্রবেশ)

জাল। ক্ষেত্রপাল ! এই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে আজ সারাদিন নিরম্বু উপবাসের পর, বিল্বচন্দনধুতুরায় তোমার পাষাণ অঙ্গ বিভূষিত করে ধ্যানমগ্না বালিকা ছিন্নলতিকার মত তোমার চরণ প্রান্তে লুটিয়ে প'ড়েছে। এই ধ্যানে তা'কে চিরনিমগ্না রেখে দাও, প্রভু ! আর যেন তা'র চৈতন্য না হয়। মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও, অভাগিনীর মৃত্যু দাও, দেব !

চন্দা। নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥

[প্রণাম।

মেহেতাজী। আজ এত বিলম্ব হ'ল যে? এস, বাবার নির্ম্মাল্য ধারণ কর।

জাল। দাও মা।

(নির্ম্মাল্য গ্রহণ)

চন্দা। এ কি মেহেতাজী! মহেশ্বরের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করতে আজ তুমি কেঁপে উঠলে কেন?

জাল। মা, তোমার হাতে এই বুঝি আমার শেষ নির্ম্মাল্য ধারণ!

চন্দা। কেন মেহেতাজী? আমি কি তবে আজ থেকে বাবার পূজার বঞ্চিতা হ'ব! আমি কি অপরাধ করেছি? সন্ধ্যাবেলায় যখন এখানে আসছিলাম, পথে হরিসিংহের সঙ্গে দেখা হয়। সেও বল্লে যে বিধবা বেশে আমার এই শেষ চতুর্দ্দশীব্রত পালন! কেন মেহেতাজী? আমি কি খুব শীঘ্রই মরে যাব?

জাল। মৃত্যুঞ্জয় ক্ষেত্রপালের কাছে আমি এতক্ষণ সেই প্রার্থনাই করছিলাম মা! যোগসমাহিতা হ'য়ে অতীন্দ্রিয় অবস্থায় ত' চলে গিয়েছিলে চন্দা, আবার কেন ফিরে এলে? এ জগত ত' তোমার জন্য নয়, মা!

চন্দা। মেহেতাজী, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না যে! কি হয়েছে আমায় স্পষ্ট করে বল। পদ্মিনীর চিতারোহণেও কি পাঠানেরা নিবৃত্ত হয় নি? তারা কি এখনও রাজপুত রমণীর প্রতি অত্যাচার করতে চায়? তাই কি তোমরা আগে থেকেই আমার মৃত্যু কামনা ক'রছ? চুপ করে রইলে কেন, মেহেতাজী? যদি তাই হয় তবে স্পষ্ট করে বল, আমি এই পুণ্যপর্ব্বদিনে সানন্দে এই চৈতন্যময় শিববিগ্রহের সম্মুখে দেহ বিসর্জ্জন দিই।

জাল। না মা, তা নয়। রাজপুত রমণীর সতীত্বতেজে পাঠানের চক্ষু

ঝল্‌সে গেছে। হিন্দুরমণীর প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিতে চাইবার শক্তি আর তাদের নাই। মা! হিন্দুই আজ হিন্দুর সর্ব্বনাশে উদ্যত, গৃহস্থ আজ আপন বাসগৃহে স্বহস্তে অগ্নি জ্বালাবার উদ্যোগ করেছে!

চন্দা। মেহেতাজী! এখনও প্রকৃত ঘটনা গোপন রেখে আমার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি কর'ছ কেন? তুমি আমায় মা ব'লে সম্বোধন করেছ, মায়ের সঙ্গে প্রতারণা ক'রো না। সত্য ঘটনা প্রকাশ করে বল। রাজপুত রমণী মৃত্যুকে ভয় করে না।

জাল। মা, সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর। সে কথা উচ্চারণ করতে জিহ্বা অসাড় হয়ে যায়। দুর্ভাগ্য আমার যে আমারই মুখ দিয়ে সেই অশ্রুতপূর্ব্ব কথা তোমার নিকট ব্যক্ত হবে। শোন তবে মা,—আমার প্রভু, ঝালোরের পরাজিত অধীশ্বর, চিতোরের পাঠান-প্রতিনিধি, তোমার পিতা, আবার তোমার বিবাহের আয়োজন করছেন!

চন্দা। মিথ্যা কথা! এও কি কখনও সম্ভব? মেহেতাজী, তুমি হয়ত' ভুল বুঝেছ। বিধবা রাজপুতবালার আবার বিবাহ হবে? মেহেতাজী, তুমি কি উন্মাদ যে এ কথা বিশ্বাস করেছ?

জাল। ক্ষেত্রপালের পবিত্র মন্দিরে, বিশ্বেশ্বরের নির্ম্মাল্য হস্তে, আর তোমার ঐ মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে শপথ ক'রে বলছি মা এর এক বর্ণও মিথ্যা নয়। সেই বিবাহের উদ্দেশ্যেই হরিসিংহ তোমায় বলেছিল যে বিধবা বেশে এই তোমার শেষ চতুর্দ্দশী ব্রত পালন!

চন্দা। মেহেতাজী, আজীবন পশুপতি পূজার কি শেষে এই ফল হ'ল? ক্ষেত্রপাল! তোমার মনে কি এই ছিল প্রভু? চিতোরের জাগ্রত দেবতা তুমি,—আজ তোমার সে চৈতন্য কোথায়? শিশোদীয়বংশের সঙ্গে তুমিও কি চিতোর ছেড়ে চলে গেছ?

শক্তিহীন, চেতনবিহীন জড়ের পূজায় কি আমি এতদিন নিযুক্ত ছিলাম? উঠ দেব,—মহাকাল মূর্ত্তি ধারণ করে প্রচণ্ড ক্রোধে মত্ত হয়ে উঠ! আমি তোমার করাল কোলে আশ্রয় নিই।

(মায়াদেবীর প্রবেশ)

মায়াদেবী। কি করিস্—কি করিস্, মা! কালভৈরবকে অমন করে প্রবুদ্ধ করিস নি। এই কলিযুগে হিন্দুর সুষুপ্ত দেবতা সব সহ্য করে ঘুমাতে পারে,—কিন্তু প্রপীড়িতা সতীনারীর একটা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাসে তাঁদের সে গভীর নিদ্রা মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে যায়। সে জাগরণ বড় ভয়ানক! আত্মরক্ষার জন্য বিশ্বের সংহার ডেকে আনিস্ নি, মা।

চন্দা। তুমি কোথা থেকে এলে? আমায় রক্ষা কর, দেবি! পিতা বিধবা কন্যার মুখ চাইলে না সহোদর ভগ্নীর ব্যথা বুঝলে না, তবে বিশ্বের অস্তিত্বে আর প্রয়োজন কি, মা?

মায়াদেবী। প্রয়োজন আছে। না হ'লে, এই পৃথিবী মুহূর্ত্তের জন্যও তার বক্ষে তোমায় স্থান দিত না। মরতে ছুটেচিস্, চন্দা? কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। তোর জীবনে এখনও ক্ষেত্রপালের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, মা!

চন্দা। ক্ষেত্রপালের সেবাতেই ত' জীবন উৎসর্গ করেছিলাম,—মা! আর প্রয়োজন নাই বলেই বুঝি বিশ্বনাথ বিদায়ের ব্যবস্থা করছেন।

জাল। এই কৈশোরবিধবার ললাটে কলঙ্কের ছাপ অঙ্কিত ক'রে ক্ষেত্রপালের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে, দেবি!

মায়াদেবী। না—সে জন্য নয়। এই অনিন্দ্যসুন্দর ললাট গৌরবমণ্ডিত

ক'রে মেবারের সিংহাসনে মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য! জাল, নির্ব্বাচিত পাত্রের নাম চন্দাকে বলেছ কি?

জাল। রাণা হামির।

চন্দা। রাণা হামির! দেবি, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হ'লেম। শিশোদীয় বীর কখনও বিধবার সর্ব্বনাশে সম্মত হবেন না। মেহেতাজী, তুমি রাণার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা স্পষ্ট ক'রে বল। আমার নাম ক'রে ব'লো যে বিপন্না হিন্দুবিধবা ধর্ম্মরক্ষার জন্য তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করছে! বিলম্ব করো না, মেহেতাজী! এখনই যাও।

মায়াদেবী। কখনই না! ক্ষেত্রপালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি মানুষের নাই। চন্দা,—রাজপুতরমণী তুমি। জাল, তুমিও রাজপুতসন্তান। তোমাদের প্রাণ, মন, দেহ—সমস্তই মেবারের জন্য সৃজিত হ'য়েছে। এ সবের উপর তোমাদের নিজেদের অধিকার কিছুমাত্র নাই। আর, কলঙ্কের কথা বলছিলে, জাল? ঝালোরকে পরের হাতে তুলে দিয়ে, চিতোরে পাঠানের বৃত্তিভোগী কিঙ্কর হয়ে থাকায় কি এতই গৌরব? হামির যদি কোন রকমে একবার চিতোরে আসবার সুযোগ পায়, তা হ'লে যে কেবল চিতোর উদ্ধারের পথ পরিষ্কৃত হবে, তা' নয়। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাজোয়াড়ার ভাগ্য ফিরে যাবে! ঝালোরেও আবার রাজপুত বৈজয়ন্ত উড্ডীয়মান হবে। চন্দা, মেবারের অবিরল শোকাশ্রু প্রবাহিনীর তুলনায়, তোর দু'ফোঁটা চোখের জল যে কিছুই নয়, মা! চিতোরোদ্ধার কল্পে যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়েছে, সে যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিস্ নি, চন্দা!

জাল। ধর্ম্মহীন উপদেশ দেবী! মিবারের জন্য রাজপুত সব দিতে পারে, কেবল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পারে না। ঝালোরকে পাঠানের

অঙ্কশায়িনী করে', রাজপুত হ'য়ে পাঠানের দাসত্ব স্বীকার করে' চৌহান বংশ যে কলঙ্ক কালিমা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করেছে, সে কলঙ্ক অপনীত করবার জন্য হৃদয়ের সমস্ত রক্ত প্রবাহিত করতে হ'বে, কোটি খড়্গের ঝনৎকারে আকাশ দীর্ণ করে' দিতে হবে, সে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে আবাল—বৃদ্ধ-বনিতা হাস্যমুখে জীবন বিসর্জ্জন দিবে! কিন্তু, নীচ স্বার্থসিদ্ধি হেতু ব্রতপরায়না হিন্দু-বিধবার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হ'লে, ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হ'য়ে যা'বে, রাজপুতের মুষ্টিবদ্ধ অসি খসে' পড়ে যাবে, দেবগণের অভিসম্পাতে আর্য্যাবর্ত্ত প্রেতপুরীতে পরিণত হ'বে! ব্রাহ্মণ আর যজ্ঞানলে আহুতি দেবে না, ভক্তের ক্রন্দনে দেবতার প্রাণে আর করুণা জেগে উঠবে না, ভারতের স্তিমিত গৌরবরবি ভারতগগনে আর কখনও উদয় হ'বে না! দেবি, প্রয়োজন হলে আর্য্যরমণী দশ প্রহরণে সজ্জিতা হ'য়ে আর্য্যাবর্ত্তের অরাতিনিধনে অগ্রসর হ'বে, কিন্তু আর্যনারী ধর্ম্মত্যাগে কখনও সম্মত হ'বে না! শোন চন্দা, যে গর্ভজাত সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য রমণী আপন জীবনকে হেলায় বিসর্জ্জন দিতে পারে, ধর্ম্মরক্ষার জন্য সেই প্রাণাধিক সন্তানকেও বিসর্জ্জন দিতে হিন্দু রমণী কাতর হয় না! তোমার ধর্ম্মদ্রোহী স্বার্থপর জনকের নৃশংস কবল হ'তে রক্ষা পাবার জন্য পিতৃবর্জ্জনেও কাতর হ'য়ো না, চন্দা। আর, যদি প্রয়োজন হয়, তা হ'লে রাজপুতমহিলার শেষ আশ্রয় সেই জহরব্রত অবলম্বনে আর্য্যধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রো!

[প্রস্থান।

চন্দা। দেবি, অসংখ্য রাজপুতললনার, অসংখ্য রাজপুতবীরের জীবনাহুতি সত্ত্বেও এ মহাযজ্ঞ সাধনের জন্য যদি এই অভাগিনী বিধবা-

বালার একমাত্র সম্বল তা'র বৈধব্যধর্ম্ম বিসর্জ্জনের প্রয়োজন হয়, তবে স্বর্গাদপিগরিয়সী মেবারের জন্য আমি আমার সর্ব্বস্ব ক্ষেত্রপালের চরণে অর্পণ কর্‌লাম। দেবি,—মেবার হিতার্থে বৈধব্যব্রতলঙ্ঘনের জন্য যদি আমায় যুগে যুগে নরক যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হয়, আমি তা'তেও প্রস্তুত। কিন্তু সেই দেবচরিত্র রাণা হামিরের সঙ্গে এ প্রতারণার জন্য সমস্ত কল্যাণ যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, মা!

মায়াদেবী। শোন্, চন্দা! বিবাহের উপলক্ষে রাণাকে একবার চিতোরে আসতে দে। বিবাহরাত্রে সেই মহাপুরুষের পায়ে ধ'রে সমস্ত কথা অকপটে ব্যক্ত করিস্। তার পর, তাঁর কর্ত্তব্য তিনি করবেন। এই সূত্রে তাঁকে একবার সুধু চিতোরে আস্‌তে দে, চন্দা!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—কক্ষ।

(গাজি খাঁ ও হরিসিংহের প্রবেশ)

হরিসিংহ। খাঁ সাহেব, বাবার বুদ্ধিটা মোটে নাই!

গাজি খাঁ। একদম্ নাই! বুদ্ধিমান বাপের কি তোমার মত হতবুদ্ধি ছেলে জন্মায়?

হরিসিংহ। আজ্ঞা না, আমি তা বলছি না!

গাজি খাঁ। তবে?

হরিসিংহ। হামিরের ভাগ্যে এত সুখ কখন হ'তে পারে না।

গাজি খাঁ। ঠিক্ বলেছ! হিঁদুর নসিবে বিধবাবিবাহ কখন বরদাস্ত হয় না। অত' কথায় কাজ কি?—সোজাসুজি এইটে বুঝে দেখ না যে তোমাদের জাতে যা'রা দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করে, ত'াদের ক'জনের ভাগ্যে দ্বিতীয় পরিবারের মরণ উপভোগ করা ঘটে, বল। দোসরা বিবির কোলেই ত'াদের মরতে হয়। একি আর আমরা হে—যে, যা পা'ব তাই হজম করে ফেলব'! (হাস্য।

হরিসিংহ। হামিরকে যখন সেই মরতেই হ'বে, তখন দু'দিন আগে ম'লেই ত' হয়। আপনার সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা।

গাজি খাঁ। হ্যাঁ, তোমাদের সুবিধা হ'তে পারে বটে। তোমার বাবা-জানের আবার নুতন জামাই হবে, তোমার আবার নুতন একটা বোনাই হবে! কিন্তু আমার কি সুবিধা, বল? আমি ত' আর হিঁদু নই।

হরিসিংহ। তা নয়—তা নয়! হামির যদি মরে, আপনি কোন্ না সম্রাটের কাছ থেকে কৈলোয়ারার সুবাদারীটা জোগাড় করে নিতে পারবেন; আর,—আমাকেও কোন্ না একটা বড় দরের ওমরাহ ক'রে দিতে পারবেন।

গাজি খাঁ। ওঃ! কি রকম মৎলবটা ঠাউরেছ শুনি।

হরিসিংহ। আপনি যদি এ কাজে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুত হন, তা হ'লে সব ভেঙ্গে বলি।

গাজি খাঁ। দু'পয়সা লাভ থাকলে, সে কাজ কি কেউ ছেড়ে দেয় হে?

হরিসিংহ। দেখুন,—হামিরকে কৈলোয়ারায় ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। ত'াকে বন্দীই করুন কিম্বা হত্যাই করুন,—আপনি সম্রাটকে বলবেন যে বিবাহের ছলে এসে সে চিতোর দখল করবার চেষ্টায়

ছিল, তাই কর্ত্তব্যপালনের জন্য আপনি সম্রাটের শত্রুকে ফিরে যেতে দেন নি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন। সুবিধা হয় ত' একেবারেই শেষ করে দিবেন, নচেৎ বন্দী করে দিল্লীতে পাঠাবেন। ফল একই দাঁড়াবে।

গাজি খাঁ। তুমি দেখছি আমার উপর টেক্কা মারো। খুব বাহাদুর! আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি। তুমি কাল সকালে একবার দেখা ক'রো।

হরিসিংহ। যে আজ্ঞা! আমার কথাটা স্মরণ রাখবেন।

[প্রস্থান।

গাজি খাঁ। কথাটা মন্দ নয়—সৈন্যাধ্যক্ষ থেকে একেবারে সুবাদার! কিন্তু! কেন,—কিসের চিন্তা? ভাই যদি স্বার্থের জন্য স্নেহ, মমতা, বিবেক সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়ে ভগ্নীর সর্ব্বনাশ করতে পারে, আমিই বা কেন ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য লাভের এমন সুযোগ ছেড়ে দিই? অর্থের লোভে পাঠান সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই এই গুপ্ত হত্যায় সম্মত হবে। কিন্তু হরিসিংহকেও এই হত্যাব্যাপারে জড়িত রাখতে হবে। যে ব্যক্তি নিজের ভগ্নীর প্রতি এতদূর অত্যাচারী হ'তে পারে, প্রয়োজন হ'লে আমারও অনিষ্টসাধন করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কাফের!—পাঠানের দুর্দ্দমনীয় ঐশ্বর্য্যলালসা জ্বালিয়ে দিয়েছ, সে আগুণে শেষে তোমাকেও না পুড়ে মরতে হয়!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।—কৈলোয়ারা দরবার কক্ষ।

(হামির)

হামির। মুহূর্ত্তের ব্যাকুলতায় মুষ্টিগত বিজয় ব্যর্থ হয়ে গেল! না হলে কি সেই ভীষণ গিরিসঙ্কটে অবরুদ্ধ শত্রুসেনা আবার চিতোরে ফিরে যেতে পারে! যাই হ'ক্, এতটা পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ হয় নি। পাঠানের যুদ্ধ কৌশল বিষয়ে একটা অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। এতদিন কেবল খণ্ডযুদ্ধ আর নৈশআক্রমণে ত'াদের ক্ষতিগ্রস্থ করা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু তাদের সম্যক বলবুদ্ধির পরিচয় পা'বার সুবিধা ঘটে নি। পাঠানের সৈন্যসংখ্যায় মনে একটা কাল্পনিক আতঙ্ক ছিল যে তা'দের এই বিপুল বাহিনী একান্ত অজেয়। সে ভ্রম ঘুচে গেছে। সম্মুখ যুদ্ধে তা'দের পরাভূত করা এক প্রকার অসম্ভব বটে, কিন্তু সামরিক অন্যান্য কৌশল তারা একেবারেই বোঝে না। এটা আমার পক্ষে একটা অভাবনীয় সুবিধা। কোন' রূপ যদি একবার চিতোরে প্রবেশ করতে পারি!—

(নেহান রাও, জিৎসিংহ, এবং রাঠোরগণের প্রবেশ)

সকলে। রাণার জয় হোক্!

হামির। সুপ্রভাত—শুভদিন!

নেহান রাও। রাণা আমাদের কি বিলম্ব হয়েছে?

হামির। না—না, আমি আজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই এসে পড়েছি। সেনাপতি! গতরাত্রে অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় উন্মুক্ত বাতায়ন পথে স্পষ্ট দেখলাম যে একাদশ দেব-মুর্ত্তির সহিত ৺পিতৃব্য আমার নক্ষত্রের অন্তরাল হ'তে এসে নিরালম্ব অবস্থায় কৈলোয়ারার সন্নিকটে

দাঁড়ালেন। অদূরে আরাবলির নিবিড়তমসাবৃত পৃথুল দেহ হ'তে এক পাংশুবর্ণ প্রেতমূর্ত্তি উত্থিত হ'য়ে কম্পিতকলেবরে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। চারিদিকে অসংখ্য খদ্যোতের বীভৎস আলোকে দেখলাম, সে প্রেতমূর্ত্তি আজিমের! দ্বাদশ দেবতা ত'াকে অভিসম্পাত করে চিতোরের দিকে চলে গেলেন, আর একদল কবন্ধ এ'সে তা'কে সেই অন্ধকাররাশির মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলে। স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়;—স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, যেমন এখন তোমাদের দেখ্‌ছি! মায়াতীত রাজ্যে গিয়েও পিতৃগণ চিতোরকে বিস্মৃত হ'ন নি! আর আমরা!—

নেহান। আপনিও বিস্মৃত হ'ন নি, রাণা!

জিৎসিংহ। আমরা কেবল সেই সুযোগটুকুর প্রতীক্ষায় রয়েছি।

হামির। জীবনে যদি সে সুযোগ না আসে তা হ'লে কি চিতোর উদ্ধার হবে না?

নেহান। রাণা! উদ্দেশ্য এক কিন্তু উপায় বিবিধ। আমরা কেবল একটি মাত্র সুযোগের উপর নির্ভর করি না।

হামির। আমিও সেই কথাই বলছিলাম, নেহান!

নেহান। আমাদের নৈশ আক্রমণ সপ্তাহ কাল স্থগিত রাখলে, গাজি খাঁর সৈন্যেরা ক্রমেই অসাবধান হয়ে পড়বে। সেই অবসরে অকস্মাৎ আক্রমণ করলে অতি সহজেই জয়লাভ করতে পারবো।

হামির। ততদিন অপেক্ষা করবার আবশ্যক হয় না, যদি লছমির পার্ব্বত্য সৈন্যের সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু—

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। চিতোর থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসেছে। সে রাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

হামির। চিতোর থেকে ব্রাহ্মণ এসেছে! তাঁ'কে এখানে পাঠিয়ে দাও।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

নেহান, এর অর্থ কিছু বুঝতে পারছ?

নেহান। যুদ্ধসংক্রান্ত কিছু হ'লে ব্রাহ্মণ না এসে, ক্ষত্রিয় অথবা পাঠান দূত আসতো। আজিমের মৃত্যুতে ভয় পেয়ে বোধ হয় সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে।

(ভাটের প্রবেশ)

ভাট। শিশোদীয় বীরের জয় হ'ক্!

হামির। ব্রাহ্মণ! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

ভাট। স্বস্তি—স্বস্তি!

হামির। কি প্রয়োজনে এখানে আগমন, বলুন।

ভাট। ঝালোরেশ্বর মহারাজাধিরাজ মালদেব, সম্রাট আলাউদ্দিনের যিনি দক্ষিণহস্তস্বরূপ, সেই প্রবীণ, বিচক্ষণ, ধর্ম্মজ্ঞ নরপতি এই নারিকেলটি পাঠিয়ে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন।

হামির। তাঁর কোন অনূঢ়া আত্মীয়া আছে বলে ত' আমার জানা নাই।

ভাট। তাঁর কন্যার জন্যই ত' আপনাকে পাত্র নির্ব্বাচিত করা হয়েছে।

নেহান। মহারাজ মালদেবের কোন কন্যা আছে না কি?

ভাট। সশরীরে বর্ত্তমান! অতি উপাদেয় কন্যা। রূপে-রূপবতী, গুণে-গুণবতী, বুদ্ধে- বৃহস্পতি, কলহে-ধূমাবতী, যজ্ঞে-ঘৃতাহুতি! অমন মেয়ে জন্মায় না—জন্মায় না! আপনি বড়ই ভাগ্যবান যে এ হেন কন্যারত্নকে পত্নীরূপে বহন করবেন।

নেহান। এটি কি মহারাজের নিজের কন্যা, অথবা তাঁর পালিতা কন্যা?

ভাট। স্বোপার্জ্জিত! একেবারে স্বোপার্জ্জিত! 'ফলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

হাম্মির। বেশ, আপনি এখন বিশ্রাম করুন। পরে আমার মতামত আপনাকে জানাব'। জিৎসিংহ, তুমি এঁর যথোচিত সেবার ব্যবস্থা করে দাও।

ভাট। অতি সজ্জন – অতি সজ্জন! শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক্।

(জিৎসিংহ ও ভাটের প্রস্থান)

নেহান। আমার মনে হয় ভিতরে কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। যে ব্যক্তি অল্পদিন পূর্ব্বেই কৈলোয়ারা সমূলে ধ্বংস করবার জন্য আমাদের আক্রমণ করেছিল, সে যে হঠাৎ এতটা শত্রুতা ত্যাগ করে রাণাকে জামাতা করবার জন্য লালায়িত হবে, এ কথা কে বিশ্বাস করতে পারে?

(জিৎসিংহের প্রবেশ)

জিৎসিংহ। সেই ভীষণ পরাজয়ের এমন উদার প্রতিদান, মালদেবের পক্ষে সম্ভব নয়।

হাম্মির। মালদেবের যাহাই উদ্দেশ্য থাক্ না কেন, আমি স্থির করেছি যে এই নারিকেল গ্রহণ ক'রে এ বিবাহে আমার সম্মতি জ্ঞাপন ক'রবো।

নেহান। সম্মুখ যুদ্ধে সহস্র মালদেব আপনার সমকক্ষ নয়। কিন্তু গুপ্তহত্যার কাছে সুধু বীরত্বে কি করতে পারে, রাণা?

জিৎসিংহ। ঝালোরের বংশমর্য্যাদা এমন কিছু উন্নত নয় যে

মালদেবের সঙ্গে কুটুম্বিতাস্থাপন এত বাঞ্ছনীয়! যদি বিবাহ করাই রাণার অভিপ্রেত হয়, তা হ'লে অনেক উচ্চবংশোদ্ভব রাজপুত নৃপতি আপনাকে কন্যাদান ক'রে কৃতার্থ জ্ঞান করবে। মালদেবের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে কাজ নাই, রাণা!

হামির। ভেবেছ কি জিৎসিংহ, দাম্পত্য-সুখের লালসায় মালদেবের নিমন্ত্রণ গ্রহণে আমি এত উৎসুক? সে চিন্তার অবসর এখনও সুদূরপরাহত। স্থির জে'ন নেহান, ঈশ্বর-প্রেরিত এমন সুযোগ একবার বই আসে না। হ'ক্ এ আমন্ত্রণ গুপ্তহত্যার কুৎসিত অভিসন্ধি,—থাক্ সে জিঘাংসু মালদেব শাণিত ছুরিকা হস্তে আমার শোণিত পানের তীব্র পিপাসায় উৎকণ্ঠিত হয়ে, সে পৈশাচিক লীলার সহায়তায় বিশ্বগ্রাসী দাবানল চারিদিকে জ্বলে উঠুক্;—তিলমাত্র বিচলিত হব না। চিতোরোদ্ধারের এ সুযোগ আমি কিছুতেই ত্যাগ ক'রব না। বন্ধুগণ, আমায় নিরস্ত করবার চেষ্টা বৃথা।

(রুক্মার প্রবেশ)

রুক্মা। কোন্ কার্য্যে তুমি নিরস্ত হবে না, বৎস?

হামির। চিতোরের চিন্তা ছাড়া হামিরের আর কোন্ কার্য্য আছে, মা? কি অদ্ভুত রহস্য, জননি! গত রাত্রে অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় আমার পিতৃদর্শনের পরই, আজ প্রভাতে চিতোর থেকে মালদেবের প্রেরিত এক ব্রাহ্মণ ঝালোররাজকুমারীর সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব এনে উপস্থিত! চিতোরদর্শনের এ সুযোগ ঈশ্বর প্রেরিত! অনুমতি দাও মা, রাজপুতের সেই শ্রেষ্ঠতম তীর্থ মেবারের রাজধানী একবার দর্শন করে আসি।

রুক্মা। তা'তে কি লাভ হবে, বৎস?

হামির। শিশোদীয় বংশের সেই পবিত্র স্মৃতি মন্দিরের শোচনীয় ধ্বংসাবশেষ স্বচক্ষে দেখে এসে, প্রতিবিধিৎসার ভীষণ বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বালিয়ে দিব মা,—যাতে আলাউদ্দিন ও মালদেবের সমবেত শক্তি ভস্ম হ'য়ে উড়ে যাবে।

নেহান। মালদেবের মত অত বড় দুরাত্মার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা নিরাপদ নয়।

রুক্মা। রাঠোরগণ! বিপদের ভয়ে পঙ্গুর মত নিভৃত কক্ষে জীবন যাপন করা রাজপুতের পক্ষে সম্ভব নয়। বিপদের কথা ব'লছ, সেনাপতি? আজ মেবারের কোন্ স্থান নিরাপদ? সর্ব্বত্রই শত্রুর গুপ্তচর ঘুরছে, প্রত্যেক ঝোপের অন্তরালে গুপ্তঘাতক তা'র ছোরা শানিয়ে বসে আছে; রাণার ছিন্নমুণ্ড আলাউদ্দিনকে উপহার দিয়ে প্রচুর পুরস্কারের লোভে, অনেক হিন্দু, অনেক পাঠান শ্যেনদৃষ্টিতে হামিরের মস্তক লক্ষ্য করছে! আর, সর্ব্বতোপরি কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে প্রত্যেক নিশ্বাসটি সেই অন্তিমের দিকে ঠেলে দিচ্চে! মৃত্যুর কবল ত' এড়াবার যো নাই, নেহান্! তবে কেন ক্ষত্রিয় সন্তান মৃত্যুভয়ে তার পুণ্যতীর্থ দর্শনে বিরত হবে? বীরের মত নির্ভয়ে স্ফীতবক্ষে ঘুরে দাঁড়াও, দেখবে—ভয় ভেঙ্গে গেছে, বিপদ কেটে গেছে, জগৎ তোমার পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। হামির। রাজস্থানে ক্ষত্রিয়বীরত্বের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ স্থাপন কর, পুত্র হামিরের জননী বলে আমি যেন গর্ব্বোন্নত মস্তকে তোমার পূর্ব্ব পুরুষদের সম্মুখে উপস্থিত হ'তে পারি।

হামির। রাঠোরগণ! জননীর অভয় বাণী শুনে পুনর্জ্জীবিত হয়ে উঠ। আর দ্বিধা কেন? মন থেকে সন্দেহের ছায়া মুছে ফেলে

প্রফুল্লচিত্তে চিতোরে চল। জননীর আশীর্ব্বাদ অভেদ্যবর্ম্মের মত আমাদের সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করবে।

[রুক্মা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রুক্মা। মা কাত্যায়ণী! তোমারই ভরসায় এ অভাগিনী বিধবার একমাত্র সম্বল আমার প্রাণসর্ব্বস্ব পুত্রকে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মুখে পাঠিয়ে দিলাম। মেবারের পানে চেয়ে পাষাণে বুক বেঁধেছি। মা দশভুজা, দশহস্তে তা'কে রক্ষা কর মা!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য—বনপথ।

(লছমি ও শিউজী)

লছমি। কত নুতন সিপাহি ভর্ত্তি হ'ল, শিউজী?

শিউজী। প্রায় দশ হাজার হবে, মা।

লছমি। আমার আশা ছিল এ'র চেয়ে ঢের বেশী সিপাহি আমর সংগ্রহ করতে পারবো।

শিউজী। বোধ হয় আরও পাঁচ ছ' হাজার সহজেই সংগ্রহ করতে পারা যাবে।

লছমি। নুতন সিপাহিরা শিখ্ছে কেমন?

শিউজী। খুব উৎসাহের সহিত। মা, তোমার শিক্ষাপ্রণালী দেখে সর্দ্দারেরা সকলেই চমৎকৃত হয়েছে। আমাদের কথা দূরে থাক,

স্বয়ং মুঞ্জাও কখন এত শীঘ্র আর এমন সুন্দরভাবে নূতন সিপাহিদের শিক্ষিত করতে পারেন নি!

লছমি। সে গৌরব আমার নয়, সে গৌরব এই সিপাহিদেরই। সৎকার্যের এমন একটা মাহাত্ম্য আছে শিউজী, যে সকল দিকেই আপনা হ'তে উদ্দীপনা ও সুশৃঙ্খলা এসে পড়ে। পূর্ব্বে সিপাহিরা সব অর্থের প্রত্যাশায় আর পিতার ভয়ে যুদ্ধ ক'রতে আসত,' এখন তারা নিজেদের কল্যানের জন্য মেবার রক্ষার্থে যুদ্ধ শিক্ষা করছে। তখন তা'রা পিতার ভাড়া করা সিপাহি ছিল, এখন এ'রা যে সব মেবারের সন্তান! অর্থের চেয়ে স্নেহের টান কি বেশী নয়, শিউজী?

শিউজী। তোমার বাৎসল্যে আজ সমস্ত পার্ব্বত্যজাতি মুগ্ধ। দেশটাকে যেন একটা যাদুমন্ত্রে বদলে দিয়েছ, মা! আমার মনে হয়, আমি যেন এক নূতন রাজ্যে এসে পড়েছি।

লছমি। তাই কর শিউজী! এই দরিদ্র, অসভ্য পার্ব্বত্যজাতিকে নিয়ে এমন একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর, যা'র বীরত্ব ও ত্যাগশক্তি দেখে ঐশ্বর্য্যশালী সভ্যজাতিরা লজ্জায় মাথা তুলিতে না পারে। যাও শিউজী, সিপাহিদের একত্রিত করগে। আজ তা'দের বল্লম চালনার পরীক্ষা।

শিউজী। মার্জ্জনা কর মা! পরীক্ষার কথাটা আমার স্মরণ ছিল না।

[শিউজীর প্রস্থান।

লছমি। হামির, অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তি তোমার! সমগ্র মেবার প্রদেশে কোথায় কোন নিভৃত কন্দরে বসে, কে কি ভাবে কাজ করছে, তুমি তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি সহায়ে সমস্তই লক্ষ্য ক'রছ! সুধু একটা বিষয়ে তুমি এমন অন্ধ কেন, রাণা? আমার হৃদয়টাই

কেবল দেখতে পাও না? তুমি যদি একবার আমার যন্ত্রনা লক্ষ্য করতে, তা হ'লে আজ আমায় আর এক মূর্ত্তিতে দেখতে পেতে, রাণা! এই নির্জ্জীব লছমির একটা ভ্রুকুটিতে পাঠানশক্তি চূর্ণ হয়ে যেত! তুমি আমার হৃদয় ভেঙ্গে দিয়েছ হাম্বির! এটা সুধু আমার প্রাণহীন ছায়ামূর্ত্তি!

(মায়াদেবীর প্রবেশ)

মায়াদেবী। এই যে লছমি! যা'বার আগে দেখা হ'য়ে ভালই হ'ল। এই মাত্র তোর কথা মনে করছিলাম।

লছমি। কেন, তুমি কোথায় যাবে দেবি?

মায়াদেবী। চিতোরে।

লছমি। হঠাৎ চিতোরে? কোন বিপদ ঘটেছে না কি?

মায়াদেবী। কতকটা তাই বটে। গাজিখাঁ জন কতক পাঠানকে কৈলোয়ারার পথে গুপ্তভাবে রেখেছে। চিতোর থেকে ফেরবার মুখে তা'রা রাণাকে আক্রমণ করবে। কিন্তু তার আগেই তুমি তোমার পার্ব্বত্য সৈন্য নিয়ে তাদের পরাস্ত কর।

লছমি। অকস্মাৎ রাণার চিতোরে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি, দেবি?

মায়াদেবী। মালদেবের কন্যার সহিত রাণার বিবাহ। আর সেই জন্যই তাঁর সঙ্গে সৈন্যসামন্তাদি তেমন থাকবে না।

লছমি। কি,—কি বললে দেবি? বিবাহ? রাণার? বিবাহ করতে তিনি চিতোরে চলেছেন?

মায়াদেবী। চমৎকৃত হ'লি কেন, লছমি?

লছমি। মেবারের এই অবস্থায় রাণা বিবাহ করবার অবসর পেয়েছেন? শত্রুকন্যাকে বিবাহ করবার জন্য শত্রুর পদদলিত চিতোরে যে'তে রাণার প্রবৃত্তি 'হ'য়েছে? হ'তে পারে—অসম্ভব

নয়! বিদ্রোহী প্রজার কন্যা বলে শৈশবের ক্রীড়াসহচরকে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব নয়। চিরশত্রুর দুহিতা হলেও, রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করা অসম্ভব নয়!

মায়াদেবী। লছমি, সে বিচারের ভার তোমার আমার উপর নয়। রাজা তাঁর প্রত্যেক কার্য্যের জন্য প্রজার নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য ন'ন্। আর, ভগবান যা'র উপর বিশ্বাস করে এই বিশাল রাজস্থানের ভার দিয়েছেন, তাঁকে অবিশ্বাস করবার অধিকার তোমার নাই।

লছমি। না দেবী,—আমি নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারি নি। তাঁর উপর আমার অগাধ বিশ্বাস। দেবি, তুমি একদিন উপদেশ দিয়েছিলে যে আত্মহত্যার চেয়ে পাপ নাই। সেই জন্য এই সন্দিগ্ধ প্রাণ এখনও রেখেছি। কিন্তু আমার আর সংসারে স্পৃহা নাই, কার্য্যে প্রবৃত্তি নাই, জীবনে মমতা নাই! উদাসিনীর পক্ষে সংসারে থাকা যে কি যন্ত্রনা তা ত' তুমি জান, দেবী!

মায়াদেবী। ভুল বুঝেছিস, মা! মানুষের প্রাণ কখনও সন্দিগ্ধ হয় না। যত গোল এই মনটাকে নিয়ে। সন্ন্যাসিনী হতে সাধ হয়েছে লছমি? কিন্তু সে বিভূতি ধারণে তোর অধিকার হ'য়েছে কি? সুধু গৈরিকবস্ত্রপরিধানে সন্ন্যাস গ্রহণ হয় না মা, এ বড় কঠোর ব্রত! রুচি-অরুচি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, মমতা নিষ্ঠুরতা, সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে হবে! সে পথ থেকে যে তুই নিজেকে অনেক তফাতে রেখেছিস্, লছমি! অতৃপ্ত আকাঙ্খার তীব্র জ্বালায় জ্বলে' অনুরাগের ক্ষণিক খর্ব্বতাকে বৈরাগ্য বলে না, লছমি! যে দিন তোর হামিরকে পরের পার্শ্বে বসিয়ে সচন্দনপুষ্প-দূর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে তোর বুক কেঁপে উঠবে না, যে দিন তোর

হামিরকে অন্যের প্রতি অনুরক্ত জেনে তোর মন কাঁদবে না,—সেই দিন গৈরিক ধারণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পাবি! তখন সেই ত্যাগীশ্বর ক্ষেত্রপাল স্বহস্তে তোকে নিজের বিভূতি পরিয়ে দিবেন। এখন কাজ করে যা' লছমি, কাজ করে যা'।

[মায়াদেবীর প্রস্থান।

লছমির গীত ॥

সাধের সাগর জনমের মত শুকায়ে গেল গো আজি।
হৃদয় নিহিত আশার কুঞ্জে ঝরিল কুসুম রাজি ॥
সারা জীবনের বাঞ্ছিত ব্যথা,
আঁখির পলকে ভেসে গেল কোথা;
বহিতাম সুখ দুখের পসরা সহিল না তা'ও বুঝি ॥
(আমার সহিল না তা'ও বুঝি) ॥

[গাহিতে গাহিতে লছমির প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য—চিতোর, সিংহদ্বার।

(ভিখারী, ভিখারিণীগণ, ভাট ও নাগরিকগণ)

ভি-গণ। জয় হো—জয় হো!

ভি-নী-গণ। রামসীতার জয় হোক্, রামসীতার জয় হোক্!

ভাট। ক্যায়সা সম্বন্ধটা করা গেছে। রামসহায় ভাটের হাতযশটা কেমন একবার বল বন্ধু!

১ম নাগরিক। তোমরা হলে গণেশের বাহন! যেখানে যাবে সেই-খানেই সিদ্ধিলাভ!

ভি-গণ। জয় হো—জয় হো!

ভি-নী গণ। রামসীতার জয় হোক্, রামসীতার জয় হোক্!

২য় নাগরিক। বর কতক্ষণে পৌঁছাবে হে?

ভাট। এই এল ব'লে। আমাদের চেয়ে তা'র টান ঢের বেশী।

১ম নাগরিক। লগ্ন কখন?

ভাট। নয় দণ্ড, একুশ পল, তিন বিপল। মিথুন লগ্নে, সুতহিবুক যোগে, পূর্ব্বফল্গুণি নক্ষত্রে। অই গো,—খত্তাল-বাজিয়ে বেটারা এল' গো! আঃ—কান ঝালাপালা ক'রে দিলে!

[একদল গায়কের প্রবেশ।

গীত।

রামাহো, রামাহো, রামাহো।
চিত্তোরকোট্‌পর বৈঠত রামা, বাঁওয়ে বৈঠত সীতা
গোড়তর বৈঠত কচ্চা ক্ষীরা খাওৎ লছমন্ ভাই।
রামাহো, রামাহো, রামাহো।
মায়ামৃগ্ দেখ্, রামা ধাওয়ে, পাছু লছমন্ ভাই,
রাওন আওয়ে, শূনঘর পাওয়ে, হর্ লে যাওয়ে সীতা।
রামাহো, রামাহো, রামাহো।

ভি-গণ। জয় হো—জয় হো!

ভিঃ-নী-গণ। রাম সীতার জয় হোক্, রাম সীতার জয় হোক্!

(হরি সিংহ ও দুইজন সিপাহির প্রবেশ।)

হরিসিংহ। এ সব কি? এত গোলমাল কিসের?

ভিঃ ও ভিঃ-নী-গণ। রামসীতার জয় হোক্—রামসীতার জয় হোক্!

গায়কগণ। রাজকুমার জয় হো! রামা হো, রামা হো, রামা হো!

সিপাহিদ্বয়। চুপ রহো, চুপ রহো!

হরিসিংহ। কি হ'য়েছে? তোমারা এত চেঁচাচ্ছ কেন?

ভি-নী গণ। জয় হো—জয় হো!

গায়কগণ। রামা হো, রামা হো, রামা হো!

সিপাহিদ্বয়। ফিন্ রামা হো! মারে থপ্পড় রামাকে হওয়াস্ ছুটা দেব্!

হরি সিংহ। কে ব'ল্লে বিবাহ? সব মিথ্যা কথা!

১ম নাগরিক। এই জলজ্যান্ত সাক্ষী রামসহায় ভাট রয়েছে, ব্রাহ্মণ বিদায়টা মারা না যায়, বাপ্ আমার!

হরিসিংহ। বটে! এ তোমারই কাজ তবে! বাঁধো—পাক্ড়ো!

ভিঃ ও ভি-নী গণ। পালা—পালা! কি দস্যি গো! জোড়া মড়া মরুক্, জোড়া মড়া মরুক্!

[প্রস্থান।

গায়কগণ। রামা ভাগো হো, রামা ভাগো হো!

[প্রস্থান।

সিপাহিদ্বয়। অ বে, চুপ্ রহো, চুপ্ রহো!

২য় নাগরিক। বিদায় মাথায় থাক্, ভায়া! আপনি বাঁচ্লে বাপের নাম!

[নাগরিকগণের প্রস্থান

ভাট। অ বাবা, আমায় ত' তোমারা কেউ বারণ কর নি বাবা! আমি একটু বাজার গরম করছিলাম, বাবা!

হরিসিংহ। বারণ করা হয় নি? মাথার দিব্যি দিয়ে বলা হয়েছিল কি? দেখ্তে পাচ্ছ বিবাহের কোন সরঞ্জাম করা হয় নাই, মঙ্গল ঘট নাই, পুষ্পমাল্য নাই, একটা তোরণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করা হয় নি! এ সব দেখে শুনেও দেশময় রাষ্ট্র করে বেড়াচ্চ কে

রাজকন্যার বিবাহ! আসল নচ্ছার! এই,—একে খাঁ সাহেবের কাছে নিয়ে যা'। বলিস্ যে কুমার হরিসিংহ 'বিচারের জন্য পাঠিয়েছেন।

ভাট। ওরে বাবারে! অ বাবা, সেখানে কাজীর বিচার হবে, বাবা! তুমি যা হয় এই খানে শূলে শালে করে দাও, বাবা। সেখানে পাঠিও না, বাবা!

হরিসিংহ। কোনও কথা শুন্‌তে চাই না। লে যাও—লে যাও!

সিপাহিদ্বয়। অ বে, চল্ বে!

ভাট। কলির বড়লোক, তোমাদের চিন্‌তে পাল্লুম না বাবা। তোমরা কাজের সময় বাবা বল, কাজ ফুরোলেই বলাও বাবা॥

[ভাট ও সিপাহীদ্বয়ের প্রস্থান।

হরিসিংহ। কি বিভ্রাটই বাধিয়েছিল এই মূর্খ ব্রাহ্মণ! ভাগ্যে এই দিকে এসে পড়েছিলাম, নইলে ত' সব মাটি হত! উৎসব আমোদ সব বন্ধ করা গেল, মাঙ্গলিক চিহ্ন কোথাও একটি মাত্র নাই, ক্ষত্রিয় বর আবাহনের প্রধান অঙ্গ সেই পত্র-পুষ্প-সুশোভিত তোরণ নাই! চিতোর যেন আজ শিশোদীয় বংশের শেষ কঙ্কাল এই হামিরকে ঘৃণায়, অবজ্ঞায় উপেক্ষা করবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে র'য়েছে। চমৎকার! এই অপমান মাথায় করে রাজপুরে প্রবেশ করুক, তারপর সাধের বাসরে পাঠানের হস্তে সেই ঘৃণিত মৃত্যু!

[প্রস্থান।

(হাম্মির ও জিৎসিংহের প্রবেশ)

হাম্মির। এই সেই চিতোর! চিরগৌরবময়ী, অচলমালাপরিবেষ্টিতা সর্ব্বসাম্রাজ্যরূপিনী সেই চিতোর! শিশোদীয়বংশপালিকে, চির-

গুঞ্জিতশৈলনিকুঞ্জমালিকে, সর্ব্বসুখদে!—আমি তোমায় আজ প্রাণভরে প্রণাম ক'রে কৃতার্থ হই। মা! তুমি আমার ধ্যান, যোগ তন্ত্র, মন্ত্র; তুমি আমার পুণ্য, তীর্থ, মুক্তি, নির্ব্বাণ! তোমার নাম মাত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এতদিন তোমার বক্ষ হ'তে শত্রুপদচিহ্ন মুছে দিবার জন্য হৃদয়মধ্যে শোণিতস্তম্ভন করে রেখেছি। দাও মা, হৃদয়ের প্রতিবন্ধক কপাট উন্মুক্ত ক'রে দাও; রুধির ধারা শতধারে প্রবাহিত হয়ে তোমার অমল বক্ষস্থল হ'তে সে কলঙ্করেখা ধৌত করে দিক্। আমি যে তোমায় কাঙ্গালিনী বেশে আর দেখ্‌তে পারি না, মা!

জিৎ সিংহ। রাণা, আত্মবিস্মৃত হবেন না। আপনি যে বিবাহ করতে এসেছেন! আপনি বিচলিত হ'লে শত্রুরা সন্দিগ্ধ হ'তে পারে।

হামির। ঠিক বলেছ। কিন্তু কি ক'রব জিৎ! চিতোরের কথা ভাব্‌লেই আমি আত্মহারা হই, কি এক অজ্ঞেয়শক্তি এসে আমাকে ক্ষিপ্ত করে দেয়, নিজের উপর আর আমার কোন আধিপত্য থাকে না। চল জিৎ, ঝালোররাজকুমারীর পাণি-গ্রহণেচ্ছু বরবেশে এই স্মৃতিমন্দিরে প্রবেশ করি, চল।

জিৎসিংহ। প্রবেশ করবেন কোন পথে, রাণা? কোন নির্দ্দিষ্ট তোরণ ত' দেখ্‌তে পাচ্চি না।

হামির। ভাল ক'রে দেখ, কোথাও যদি কোন তোরণ দেখ্‌তে পাও।

জিৎসিংহ। নিকটে বা দূরে তোরণের কোন চিহ্নই লক্ষিত হ'চ্চে না, প্রভু!

হামির। আর এই সিংহদ্বারও জনশূন্য! রহস্যটা বুঝ্‌তে পেরেছ কি, জিৎ? নগরদ্বারে কোন রূপ মাঙ্গলিক চিহ্ন নাই,—অথচ

এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তার কন্যার আজ বিবাহ! এর অর্থ কি তা' জান? এর অর্থ আমাকে উপেক্ষা করা, শিশোদীয়বংশকে অপমানিত করা, কৈলোয়ারার এক নগণ্য দুর্গাধিপতিকে মেবারের রাণা বলে অস্বীকার করা!

জিৎসিংহ। রাণা, এ অপমানের প্রতিবিধান না করে চিতোরে প্রবেশ করা হবে না! পাঠানের ক্রীতদাস হ'য়ে আজ মালদেবের এত দর্প! কৈলোয়ারার দুর্গাধিপতি মেবারের রাণা কি না, সে কথা এই রাত্রেই মালদেবকে বুঝিয়ে দিচ্চি।

হাম্মির। ক্ষণপূর্ব্বেই না আমাকে আত্মবিস্মৃত হ'তে নিষেধ করছিলে, জিৎ? যখন এসেছি,—অনাহূত অতিথির মত চিতোরে প্রবেশ ক'রব। তীর্থযাত্রী আমরা—বিগ্রহদর্শনে এখানে উপস্থিত। আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হয়েছে ব'লে দেবদর্শনের পুণ্যসঞ্চয়ে বিরত হব কেন? অভীষ্ট পুণ্যার্জ্জনের পর এ অপমানের প্রতিবিধান করতে কি বেশী সময় লাগ্‌বে, জিৎ?

জিৎসিংহ। আমার চাঞ্চল্যের জন্য মার্জ্জনা করুণ, রাণা!

(বনবীরের প্রবেশ)

বনবীর। (হাম্মিরকে) আপনি বোধ হয় রাণা লক্ষ্মণসিংহের পৌত্র, কৈলোয়ারা থেকে আসছেন?

হাম্মির। আপনার অনুমান সত্য। আপনি কে?

বনবীর। আমিই ঝালোররাজকুমার বনবীর। পিতা বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত আছেন ব'লে আপনার অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং আসতে পাল্লেন না। আপনি সে জন্য কিছু মনে করবেন না। অনুগ্রহ করে' দুর্গমধ্যে চলুন, আপনার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করছেন।

হামির। আপনার বোধ হয় অজ্ঞাত নাই যে ক্ষত্রিয়ের বিবাহে তোরণ নির্ম্মাণ একটি অপরিহার্য্য নিয়ম। প্রথা এই যে বর আপন অসি সহায়ে সেই তোরণ ভঙ্গ করে' কন্যার গৃহে প্রবেশ করবেন। দেখ্‌ছি,—আপনারা সে নিয়ম রক্ষা করেন নি'।

বনবীর। বিশেষ কারণ বশতঃই এ স্থলে সেই প্রথাটা বাদ দেওয়া হ'য়েছে।

হামির। কি কারণ জান্‌তে পারি কি ?

বনবীর। পিতার ইচ্ছা নয় যে এই প্রবাসে আমরা ক্রিয়াকলাপের সময় ঝালোররাজপরিবারোচিত সমস্ত আড়ম্বর বজায় রেখে কাজ করি। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। বুঝ্‌তেই ত' পারছেন ?

হামির। শুনে সুখী হ'লাম রাজকুমার, যে মহারাজ মালদেব তাঁর প্রকৃত অবস্থা এখন অনুভব করতে পেরেছেন।

বনবীর। আসুন তবে। বিলম্ব দেখে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে প'ড়েছেন।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য—উদ্যান বাটিকা।

(ছদ্মবেশে হরিসিংহ ও চারিজন পাঠানের প্রবেশ এবং অলক্ষিতে
(জালের অবস্থান)

হরিসিংহ। এই ঝোপগুলের মধ্যে লুকিয়ে থাক'। এখনই তা'রা দু'জন আসবে। আওরৎটাকে প্রাণে মারবে না। একজন তা'র মুখ বেঁধে ফেলবে, অন্য সকলে সেই মরদটাকে আক্রমণ করবে। খুব হুঁসিয়ার, লোকটা ভারি যোয়ান্। এক সঙ্গে চারখানা ছোরা বুকে বিঁধিয়ে দেবে! বেশ ধারাল' ছোরা এনেছ ত' ?

১ম পাঠান। আলবৎ! দেখুন।

(সকলের ছোরা প্রদর্শন)

হরিসিংহ। বহুৎ আচ্ছা! লুকিয়ে পড়! তাদের আসবার সময় হ'য়েছে। আমার ইসারা পেলেই বাঘের মত লাফিয়ে পড়বে। তাড়াতাড়ি কাজ সারবে, চখের পলক ফেলতে দেবে না।

(সকলের অন্তরালে প্রস্থান)

(সখিগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

বিকশিত কমলিনী সই মধুভরা হৃদি ল'য়ে।
সে মধু চুমিতে হরষিত চিতে আকুল অলি আসে লো ধেয়ে॥
কমল সাজায়ে রেখেছে আসন,
ফেলে দেছে দূরে লাজ আবরণ,
করি মধুপান, মধুময় প্রাণ, মধুপ মাতাল হইল,—
উথলে পরাণ, প্রেমের তুফান, ঢেউ তুলে সই যায় লো ব'য়ে॥

[সখীগণের প্রস্থান।

(মায়াদেবী ও চন্দার প্রবেশ)

মায়াদেবী। এই'ত' ক্ষত্রিয়ানীর বীরত্ব। সহিষ্ণুতাই রমণীর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, চন্দা!

চন্দা। দেবি, একটিবার আমায় ছেড়ে দাও। আমি নির্জ্জনে কেঁদে বুকের বোঝা কতকটা হালকা করে আসি।

মায়াদেবী। ছি চন্দা! আবার সেই দৌর্ব্বল্য?

চন্দা। কেন এই মৃতপ্রায় বিহঙ্গিনীকে ব্যাধের মত কঠোর মুষ্টি মধ্যে আবদ্ধ করে' রেখেছ, চারণি? আমায় অনুমতি দাও দেবি, আমি রাণাকে সব কথা খুলে বলি।

মায়াদেবী। তোর দৌর্ব্বল্য দেখেই আমাকে তোর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয়েছিল। আর এখন সে বন্ধনের প্রয়োজন নাই, মা! তোর জীবনের সমস্ত কথা এখন রাণাকে ব'লতে পারিস। যদি রাণা জিজ্ঞাসা করেন যে সম্প্রদানের পূর্ব্বে এ সকল কথা বল নি' কেন,—তাঁকে বলিস যে দেবীর নিষেধ ছিল।

[প্রস্থান।

চন্দা। উঃ এত যন্ত্রণা! ক্ষেত্রপাল,—এ কঠোর পরীক্ষার চেয়ে আমার জীবন বলির ব্যবস্থা করলে না, দেব? সমগ্র ক্ষত্রিয় জাতির গৌরব, চিতোরগতপ্রাণ সেই আদর্শ বীরের ভাগ্যচক্র এই অশুভ হতভাগিনীর অদৃষ্টের সঙ্গে কেন নিয়োজিত করলে, প্রভু? তাঁর কর্ম্মজীবনের সঙ্গিনী হবার শক্তি দাও, রাণার কাছে মার্জ্জনা চাহিবার শক্তি দাও, দেব!

(হাঁমিরের প্রবেশ)

হাম্বির। নবপরিণীতা বরাঙ্গনার এমন কি ত্রুটী হ'তে পারে, যার জন্য তুমি ক্ষমাপ্রার্থিনী হ'য়েছ, রাজকুমারি?

চন্দা। রাণা, মার্জ্জনা করবেন। আমি কুমারী নই!

হামির। সত্য, তুমি আর কুমারী নও। তুমি যে এখন শিশোদীয় বংশের গরিষ্ঠ কুলবধূ!

চন্দা। না রাণা! আপনি এক হতভাগিনী কৌমার-বিধবার পাণি-গ্রহণ করেছেন রাণা!

হামির। কি শোনাও ঝালোরনন্দিনী! বিধবা রমণী তুমি! না-না, অসম্ভব কথা! এ মর্ম্মন্তুদ পরিহাস সম্বরণ কর, লজ্জাহীন এ রহস্যকথা রাজপুত ললনার মুখে যে শোভা পায় না, চন্দা! ইন্দ্রিয় লালসায় মুগ্ধ হ'য়ে তোমার ঐ যৌবনবিলাসী চিত্তবিমোহন-রূপ-ভোগের জন্য পরিণয়-পাশে স্বেচ্ছাবন্দী হ'য়ে আসি নি,' চন্দা! রমণীর বাহুপাশ, সুধাসিক্ত হলাহল হাসি, নিভৃত শয়নে নিশ্চিন্তে প্রণয় সম্ভাষণ, এ সকল শৃঙ্খলমালা উর্ণনাভতন্তুসম ছিন্ন করে দি'ছি! চিতোর উদ্ধারে আগ্রহউন্মত্ত আমি,—হৃদয়ের মধ্যে দিবারাত্র দানব সংগ্রাম! যাতনার অন্তর্দাহী তুষানল অবিশ্রাম মর্ম্মে মর্ম্মে প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। এ অগ্নিলীলা মাঝে তোমার প্রণয়-পরিহাস মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ হ'য়ে যাবে, চন্দা! বল নারী, সত্যই কি তুমি বিধবা!

চন্দা। মেবারের জীবন্ত দেবতা আপনি। আপনার সঙ্গে পরিহাস করবার ধৃষ্টতা আমার নাই। আপনি আমার পিতা কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়েছেন, রাণা! আমিও যন্ত্রণার তীব্র শিখায় তিলে তিলে দগ্ধ হচ্চি। রাণা, সত্যই আমি বিধবা!

হামির। কি তীব্র হলাহল তুমি আমার কর্ণকুহরে ঢেলে দিলে, রাক্ষসী! মালদেবের পক্ষে এ প্রতারণা সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু তুমি,—হিন্দুসমাজের একমাত্র গৌরবস্থল হিন্দুবিধবা হ'য়ে,

তুমি কি করে সে পৈশাচিক কার্য্যে সহায়তা করলে! বিলীন-বাসনা বিধবারমণী তুমি,—আর্য্যঋষিগণের তপস্যানির্ম্মিত সুবর্ণ-মণ্ডপে বসে' অনন্ত কল্যাণরাশি বিশ্ববক্ষে ঢেলে দেবে—সেই তুমি কি মোহমদিরায় মত্ত হয়ে স্খলিতপদে নরকে পতিতা হয়েছ? সর্ব্বনাশী! শিশোদীয়বংশ-গৌরব ম্লান করে' আমার মস্তকমণি কেন অলক্ষিতে অপহরণ করলে? দুরন্ত বাঘিনী! তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য জগতে কি আর কোন মৃগ খুঁজে পেলে না? উঃ উঃ—তুমি রমণী, তবু তুমি রমণী!

চন্দা। ঐহিকের প্রলোভনে মুগ্ধা হয়ে পতিপ্রার্থিনী হই নি' রাণা! স্বর্গের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ রত্নকে রক্ষা করবার জন্যই আমি মুক্তি উপেক্ষা ক'রে নরক বেছে নিয়েছি!

হামির। বল, কি সে রত্ন যা'র জন্য তুমি নিজের ও আমার এই দারুণ সর্ব্বনাশ করেছ!

চন্দা। রাণা! সে রত্ন আপনার এই সাধের চিতোর! এই ঘোর বিপদে আপনার শরণপ্রার্থিনী হয়ে আমি মেহেতাজীকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছিলাম। কিন্তু মায়াদেবীর মুখে যখন শুনলাম যে চিতোরের ভবিষ্যৎ কল্যাণার্থে এই সময়ে আপনার চিতোরে আগমন একান্ত প্রয়োজনীয়, আর আমার বৈধব্যের কথা শুনলে চিতোরাগমনের বর্ত্তমান সুযোগ আপনি নিশ্চয় পরিত্যাগ করবেন, তখন আমি স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জ্জনে সম্মত হলাম। চিতোরের কল্যাণার্থে পরলোক তুচ্ছ করে' কোটি জন্ম নরকভোগের জন্য প্রস্তুত হয়েছি, রাণা! আপনি পুরুষ, আপনি রাজকুলোদ্ভব। শত্রুর এই প্রতারণায় আপনার যা কিছু সামান্য ক্ষতি হয়েছে, তা' আবার সব ফিরে পা'বেন। কিন্তু আমার কি হ'ল, রাণা?

আমার ইহজীবনে কলঙ্ক, দেহান্তে অনন্ত নরক! বলুন দেবতা, এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? (হামিরের পদধারণ)

হামির। উঠ নারীকুলশিরোমণি! আমার গুরু অপরাধ মার্জ্জনা কর। এ আত্মদানের বিদ্যুচ্ছটায় ত্রিভুবন স্তম্ভিত হবে, চন্দা! এতদিন স্বাবলম্বনে পুরুষ তা'র সকল চেষ্টায় বিফল হয়েছে ব'লে বুঝি আজ এই বিরাট শক্তিসম্মিলন! পাপ-পুণ্য, কীর্ত্তি ও কলঙ্কের কথা মন থেকে বিদূরিত কর, চন্দা! রাজপুত আজ মেবারের জন্য সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডী প্রশস্ত করতে শিখেছে। চল চন্দা, কৈলোয়ারায় চল। সেথা উৎসাহ ও শক্তির প্রাণময়ী সমাবেশে মেবারের মৃত্তিকা অবধি সঞ্চালিত করে দাও।

(হরিসিংহ ও পাঠানগণের প্রবেশ)

সকলে। মারো—মারো!

হরিসিংহ। আগে আওরাতের মুখ বেঁধে ফেল।

হামির। সরে দাঁড়া গুপ্তঘাতকের দল! চন্দা, চন্দা—আমার পশ্চাতে এস।

পাঠানগণ। বাঁধো—বাঁধো!

হামির। চন্দা! এ সুধু প্রতারণা নয়, নিরস্ত্র অতিথিকে হত্যা করবার ক্রূর অভিসন্ধি! নিজের জন্য ভাবি না চন্দা, চক্ষের সম্মুখে যে স্ত্রীহত্যা হয়!

(অসি হস্তে জালের প্রবেশ)

জাল। সরে দাঁড়া গুপ্ত-ঘাতকের দল!

(যুদ্ধে পাঠানগণের পলায়ন)

তোমায় যেতে দিচ্চি না, দলপতি ম'শায়!

(হরিসিংহকে বন্ধন)

হামির। ধন্য তুমি মেহেতাজী ! তোমার জন্য আজ নারীর সম্ভ্রম রক্ষা হ'য়েছে। কি অমানুষিক অত্যাচার মেহেতাজী, —পিতৃগৃহে কন্যার জীবন নিরাপদ নয়! এ দুর্ব্বৃত্ত কে?

জাল। ইনি হ'চ্চেন পালের গোদা! রাণা, এ ঘটনার বিন্দুমাত্রও মহারাজ মালদেব অবগত ন'ন। মহারাজের নিকট আপনি আমাকে যৌতুকরূপে গ্রহণ করবার পর আমি দুর্গের এই দিকে এসে দেখি যে এই গুপ্তঘাতকের দল সন্তর্পনে এই উদ্যানে প্রবেশ করছে। সন্দেহ হওয়ায়, আমি এদের গতিবিধি সঙ্গোপনে লক্ষ্য করতে লাগলাম। কি অভিসন্ধিতে এরা নিরস্ত্র অতিথিকে হত্যা করতে চায়, সেটা ঠিক বুঝতে পারি নি। আর লজ্জা কেন দলপতি ম'শায়? ঘোম্‌টা খুলুন। দেখ ত' মা—এ মুখ মনে পড়ে কি?

চন্দা। এ কি—হরিসিংহ! ভাই, আমি ত' তোমার কোনও অনিষ্ট করি নি।

হামির। কি বীভৎস পার্থক্য দেখ, জাল! একই গর্ভসম্ভূত, একই স্তন্যপুষ্ট এরা দুইজনে, তবু দেখ একজন নন্দনের সুষমাসম্ভার, অন্যজন নরকের ঘোর কদর্য্যতা! পিশাচ,—সদ্যপরিণীতা সহোদরার সম্মুখে কি অপরাধে তা'র পতিহত্যার জন্য গুপ্তঘাতক সঙ্গে করে এনেছিলে? আজ যে কলুষিত প্রবৃত্তি তোমাকে এই নৃশংস কার্য্যে নিয়োজিত করেছে, তা যে একদিন সমগ্র মেবারকে উৎসাদিত করবে! এ বিষবৃক্ষ অঙ্কুরেই উচ্ছেদ করা চাই। বধ কর—বধ কর, মেহেতাজী!

চন্দা। রাণা—প্রভু! সহস্র অপরাধ সত্ত্বেও এ যে আমার ভাই।

ভগ্নীর নিকট ভায়ের অপরাধ যে চিরদিন মার্জ্জনীয়, প্রভু! মেবারের কথা ভাবচেন আপনি? অমিততেজা রাণা হাম্মিরের অধীনস্থ অসংখ্য রাজপুত বীরের কাছে এই হীন কাপুরুষের শত্রুতা কি এতই প্রবল যে সেই আশঙ্কায় তা'কে এখনই বধ করা প্রয়োজন? রাণা, আপনার চিতোর প্রবেশের এই শুভদিনে এ অভাগিনী তা'র সহোদরের জীবন ভিক্ষা চাইছে, আমায় নিরাশ করবেন না, রাণা!

হাম্মির। মেহেতাজী, মুক্ত করে দাও। শাণিত তরবারি অপেক্ষা স্নেহের শাসন সমধিক মর্ম্মস্পর্শী! যাও অস্পৃশ্য নরকের কীট, লোক চক্ষুর অন্তরালে তমাচ্ছন্ন নিভৃত কন্দরে বসে' ভগ্নীর মহত্বের সহিত তোমার পৈশাচিক হৃদয়ের তুলনা করগে।

জাল। এ মহত্ব আপনারই উপযুক্ত রাণা! কিন্তু অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন যায়তে।

[হরিসিংহের প্রস্থান।

চন্দা। মেহেতাজী! কায়মনোবাক্যে ক্ষেত্রপালের কাছে প্রার্থনা করি, যেন পুরুষের শ্রেষ্ঠ রত্ন সুযশ-মণ্ডিত হয়ে তোমার নাম আর্য্যাবর্ত্তে চিরোজ্জ্বল হ'য়ে থাকে। দেবীর উপদেশে তোমার শাস্ত্রসিদ্ধ যুক্তি উপেক্ষা করেও বাপ্পার চিতোরে বাপ্পার বংশধরের আগমনে সহায়তা করেছি, মিবারের কল্যাণকল্পে গোলোক উপেক্ষা করে' বর্ত্তমানে কর্ম্মস্রোতে জীবন ভাসিয়ে দিয়েছি। মিবারের কল্যাণকে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম জেনে এ জীবন মিবারকে অর্পণ করেছি! পরিণাম কি হবে জানি না। এর জন্য যদি ঘৃণা হয়, চন্দার নাম স্মৃতি থেকে মুছে ফেলো; কিন্তু মিবারের প্রতি রাজপুতের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়ো না, মেহেতা।

জাল। মা! এ বিরাট যজ্ঞে শ্রেষ্ঠতম বলির প্রয়োজন হয়েছে বলেই আজ পুতঃআত্মা হিন্দুবিধবার এ কঠোর পরীক্ষা। শঙ্কিতা হয়ো না চন্দা, শঙ্কর সহায়! এ আত্মত্যাগের পরিণাম কখনও অশুভ হবে না। চল মা, আমরা মাতা পুত্রে মিলিত হয়ে যজ্ঞাহুতি সম্পূর্ণ করি। ত্রিবিদ্যারূপিনীশক্তিসম্ভূতা মা আমার! তোমার জীবনব্যাপী তীব্র তপস্যাসঞ্চিত পুণ্য-সম্ভারে রাণা হামিরকে মিবারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর। তোমার এ আত্মত্যাগের অমর-কাহিনী ভারতের ঘরে ঘরে চিরদিন প্রতিধ্বনিত হবে।

(পটক্ষেপণ)

চতুর্থ অঙ্ক।

—*—

১ম দৃশ্য—কৈলোয়ারা, রাজোদ্যান।

(দোলনার উপর আনন্দ, চন্দা, ও সখিগণ)

(সখিগণের গীত)

আমি হ'তাম যদি গো আকুল ভ্রমরা তুমি হ'তে ফুলরাণী।
সরস অধর চুমিয়ে তোমার লইতাম মধু টানি'।
উজল জোছনা সুশোভিত সাঁঝে,
রচিয়া শয়ন ফুলদল মাঝে,
স্বপনে পোহাত সাধের যামিনী হৃদয়ে হৃদয় আনি'
পিক কুহু তানে পাপিয়ার গানে শুনিতাম তব বাণী।

[সখিগণের প্রস্থান।

আনন্দ। মা!

চন্দা। কি বাবা?

আনন্দ। আমি বুঝি তোমার বাবা? আমি ত' ছোট্ট!

চন্দা। তা হ'ক্,—তুমি আমার ছোট্ট বাবা।

আনন্দ। না আমি বাবা না!

চন্দা। কেন তুমি বাবা হবে না?

আনন্দ। বাবা হ'লে ত' ঘোড়ায় চড়ে, লড়াই করে। আমার ত' ঘোড়া নাই!

(হামিরের প্রবেশ)

হামির। তোমায় যদি একটা ঘোড়া দিই ?

(হামির আনন্দকে নামাইলেন)

আনন্দ। তা হ'লে বাবা হব! ছড়ি দেবে কে ?

চন্দা। আমি দিব।

আনন্দ। হো—হো বেশ মজা!—

বাবা দেবে টাট্টু ঘোড়া, মা দেবে ছড়ি।
টগাবগ্ টগাবগ ছুটিয়ে ঘোড়া যাব' শ্বশুর বাড়ি॥

হো-হো, দাদুমাকে বলিগে!

[প্রস্থান।

হামির। আনন্দ সত্যই স্বর্গের বিমল আনন্দ! কিন্তু আনন্দের জননী হ'য়ে তুমি কেন সর্ব্বদাই নিরানন্দ, চন্দা?

চন্দা। দেবতুল্য স্বামির অফুরন্ত প্রেম, মাতৃস্বরূপিনী শ্বশ্রুর বুকভরা স্নেহ, প্রজাপুঞ্জের অকপট শ্রদ্ধা,—যা' বিধাতা আমায় দিয়েছেন, তেমন আর কোন রমণীর ভাগ্যে ঘটে, প্রভু! কিন্তু, যে মহা-পূজায় ব্রতী হবার জন্য ক্ষেত্রপাল আমাকে সন্ন্যাস আশ্রম থেকে এই কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়ে এলেন, সে পূজার ত এখন কোন আয়োজনই করতে পারলাম না, রাণা! ভোগের আকাঙ্খাতেই কি এ জীবনের অবসান হবে?

হামির। কেন এই অকারণ আত্মগ্লানি, চন্দা! আদর্শ সন্ন্যাসিনী তুমি!—শিশোদীয় বংশের রাজকুলবধু হয়েও, মেবারের জন্য সমস্ত উৎসর্গ করে বসে আছ! আজ তোমার আদর্শে অনু-প্রাণিত হ'য়ে মেবারের আবালবৃদ্ধবনিতা কর্ম্মযোগের সাধনায়

অগ্রসর। নির্জীব মিবারকে কি মহামন্ত্রে আজ আবার সজীব করে তুলেছ চন্দা? মেবারবাসীর বীরত্ব ও ত্যাগশক্তি দেখে আমিও যে আজ বিস্মিত হ'য়েছি!

(আনন্দের পুনঃপ্রবেশ)

আনন্দ। মা, মা! শিগ্‌গির এ'স।

চন্দা। কেন বাবা?

আনন্দ। দাদুমা ডাক্‌ছে, আমার বিয়ে হবে।

হামির। বিয়ে হবে! ক'নে পেলে কোথা?

আনন্দ। দাদুমা ক'নে হবে। আমি টাট্টু ঘোড়া চড়ে' বিয়ে করবো!

হামির। (সহাস্যে) বেশ ক'নে পেয়েছ! বিয়েতে কি খাওয়াবে বল।

আনন্দ। আগে বিয়ে হ'ক!

[চন্দাকে লইয়া প্রস্থান।

হামির। ক্ষেত্রপাল, এ তোমার অমূল্য উপহার প্রভু! নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ সন্তাপের মধ্যে স্নেহময় শিশুর অমল হাস্য লহরী কি স্নিগ্ধ, কি মধুর! যেন উত্তপ্ত মরুভূর মাঝে শতধারে সুধার নির্ঝর। নিবিড় কুয়াসা ঢাকা আঁধার জীবনে আমার কোথা থেকে তুই স্নিগ্ধ উষার আলোকের মত উদয় হয়ে,' নির্ব্বাপিত শত সুখ আশা আবার ফুটিয়ে দিলি শিশু!

(জাল মেহেতার প্রবেশ)

জাল। রাণার জয় হোক্!

হামির। কি সংবাদ মেহেতাজী?

জাল। রাজপুতানার প্রায় সকল স্থানেই সমর স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়াছে।

পাঠানের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য জয়পুর, বুন্দী আর শিক্রিতে ঘোর আন্দোলন চলেছে। মাদেরীয়ার মীরেরা ত' প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে!

হামির। চান্দেরীর সংবাদ জান'?

জাল। চান্দেরীতে আয়োজনের কিছুই বাকি নাই! তা'রা কেবল আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে! রাঠোর চতুরঙ্গ অভিযান করলেই তা'রা এসে যোগ দেবে।

হামির। আমরাও ত' এই ছয় বৎসর কেবল আয়োজন আর সুযোগের প্রতীক্ষায় বসে আছি, জাল। প্রেমময়ী পত্নী স্নেহের পুতলি সুকুমার পুত্ররত্ন, কৈলোয়ারার শাসন ভার,—এত দিন ধরে' আমাকে অজ্ঞাত আকর্ষণে জড়িত করে' রেখেছে! সেই জড়তার আবর্ত্ত থেকে মাঝে মাঝে মাথা তুলে কি দেখতে পাই জান' মেহেতা? দেখতে পাই,—বিপুল কলেবর রাজস্থানের প্রত্যেক অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে! অবসন্ন কবন্ধটা তা'দের আকর্ষণ করবার যত চেষ্টা করছে, তা'রা যেন ততই দূরে সরে যাচ্চে। হতাশার তীব্র প্রদাহে পলে পলে দগ্ধ হয়ে' মেবার যেন একটা অঙ্গার খণ্ডের মত পড়ে রয়েছে!

জাল। সে অন্তর্বিরোধ ধীরে ধীরে অপস্থত হ'য়ে গেছে, রাণা! জয়চাঁদ ও পৃথ্বিরাজের গৃহবিবাদে যে বিষময় আদর্শ ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিফলিত হয়েছিল, আজ আপনার অকপট মেবার প্রেমের অমৃতপ্রবাহে সে হলাহল ধুয়ে গেছে, রাণা। রাজস্থানের পুতঃ সমীরণে আর হতাশার পূতিগন্ধ নাই, মন্দারকুসুমসুরভিত মলয়ের স্নিগ্ধ পরশনে দাবদগ্ধ অরণ্য আজ পত্রশ্যাম পুষ্পোজ্জ্বল হ'য়েছে দেখুন!

হামির। মেহেতাজী,—সব হয়, কিন্তু মরা মানুষ ফেরে না! চেয়ে দেখ এই শ্মশানের চারিদিকে মেহেতা, শবরাশি জলস্থল ছেয়ে ফেলেছে! গলিত মেদ মাংস খসে' গিয়ে' ব্যবচ্ছিন্ন অস্থিখণ্ডগুলো সুধু অতীতের স্মৃতিবিজড়িত হয়ে' পড়ে আছে। সে কঙ্কাল আর কখনও সঞ্জীবিত হ'বে না, মেহেতা! অসাধ্য সাধনে সময় ও শক্তির অপব্যয় না করে' চিতোরকে পুনর্মুক্ত করবে চল, জাল!

জাল। আর, আপনিও একবার চলুন রাণা, আরাবলির উচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে রাজস্থানের চারিদিকে চেয়ে দেখুন, সেই গলিত অস্থিরাশ আজ সূর্য্যবংশসম্ভূত রাণা হামিরের নামমন্ত্রে কি নবজীবনে সঞ্জীবিত হয়ে' উঠেছে! সেই বিচ্ছিন্ন দেহখণ্ড সকল একত্রিত হ'য়ে বিপুল কলেবরে উঠে দাঁড়িয়েছে! সে দেহের প্রত্যেক শিরায় শোণিত প্রবাহ তেমনই বেগে ধাবমান, সে দেহের স্নায়ুকেন্দ্রে তীক্ষ্ণ অনুভূতি তেমনই বিদ্যমান, সে বিশাল ভুজদ্বয় এখনও তেমনই শক্তিমান্! অভাব সুধু জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, রাণা! সেই জ্ঞানার্জ্জনে উন্মুখ হয়ে সমগ্র মেবার আজ ভাস্করবংশসম্ভূত হামিরের পানে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছে! চলুন রাণা, আপনিও আজ সেই দেহে সংযুক্ত হ'য়ে মেবারের সে অভাব পূর্ণ করে দি'ন্!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—নগরপ্রান্ত।

(হরিসিংহের প্রবেশ)

হরিসিংহ। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ! সে অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে। একটা নগণ্য দুর্গাধিপতি, পেটে খেতে পায় না, শুতে স্থান পায় না, সে কি না আমার নিজের অধিকারে এসে অপমান করে যায়! আর, কি কৃতঘ্ন এই চন্দা! ভগ্নী যে ভায়ের প্রতি এতদূর কৃতঘ্ন হ'তে পারে, তা' জান্‌তাম না। প্রতিশোধ! হামির, তোমাকে নির্ব্বংশ করবো; চন্দা, তোমার বক্ষ থেকে শিশুপুত্রকে কেড়ে নিয়ে তোমাদের কুলদেবতার চরণে বলি দেওয়াব! সেই শিশুর তরল রক্তরাশি তোমাদের সর্ব্বাঙ্গে ছাড়িয়ে দিয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবো! তা'র পর কৈলোয়ারা দখল!

(গ্রহাচার্য্যে প্রবেশ)

গ্রহাচার্য্য। জয় হ'ক কুমার! এ নির্জ্জন স্থানে আমাকে ডেকেছেন কেন?

হরিসিংহ। এক বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পন্ন করতে পারবে, তাকে পুরস্কার স্বরূপ দু'খানি গ্রাম আর সহস্র সুবর্ণমুদ্রা দেওয়া হ'বে। ভাবলাম,—ছেলেবেলা থেকে আপনি যখন আমাকে অত স্নেহ করেন, তখন এত বড় পুরস্কারটা আপনি না পেয়ে অন্য ব্যক্তি পায় কেন? তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

গ্রহাচার্য্য। কাজের পুরস্কারটাই যখন অত বড়, আসল কার্য্যটা বিশেষ গুরুতর বলেই বোধ হ'চ্চে! আমার মত দুর্ব্বল ব্রাহ্মণের দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কি সম্ভব?

হরিসিংহ। আপনি চিন্তিত হবেন না। এ অতি সহজ কাজ! আর, আপনার দ্বারাই সুসম্পন্ন হ'বে। তা না হ'লে আমি আপনাকে ডেকে পাঠাই! তবে কি জানেন, কাজটি যেমন সহজ, আবার তেমনই গোপনীয়! খুব সতর্ক হ'য়ে কাজ করতে হ'বে। যদি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায়, তা হ'লে মৃত্যু অনিবার্য্য!

গ্রহাচার্য্য। তবেই ত' গোল বাধালে দেখ্ছি! মৃত্যু! অপঘাত মৃত্যু ত' বড় ভাল কথা নয়!

হরিসিংহ। তা' আপনার যেরূপ অভিরুচি! তবে, জগতে বড় হ'তে গেলে, ঐশ্বর্য্যশালী হ'তে গেলে, একটু ঝড়-ঝপ্টা সহ্য করতে হয়। নস্য সেবন, পুঁথিপাঠ আর যজমানের অনুগ্রহটুকু নিয়ে পড়ে' থাক্লে, আপনার মত জীর্ণ বস্ত্র আর ছিন্ন কন্থা বই বেশী কিছু লাভ হয় না! মনে করেছিলাম যে আচার্য্য ঠাকুরের সাংসারিক অবস্থা ত' ভাল নয়, যদি এই একটা সহজসাধ্য কার্য্য করে' অতবড় একটা ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'ন, তা হ'লে আর বংশে কাউকে খেটে খেতে হ'বে না! তা' আপনার যেরূপ অভিরুচি! আমি তা' হ'লে অন্য লোকের অনুসন্ধান করিগে। প্রণাম হই, ঠাকুর।

গ্রহাচার্য্য। আহা, চট' কেন বাপু! আমি কি আর একেবারে অস্বীকার করেছি! তবে, এই বেঘোরে জীবনটা যাবে, তাই চিন্তিত হ'চ্ছিলাম! কিন্তু, এই প্রচুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিটা

রেখে গেলে, ও এক প্রকার চিরজীবি হ'য়ে যাওয়া যায়! বংশাবলী 'সকলেই রামহৃদয় গ্রহাচার্য্যের সন্তান বলে' তখন কতটা গৌরব অনুভব করবে! এখন কার্য্যটি কি শুনি।

হরিসিংহ। সে বিষয় শোনা আর স্বীকার করা একই কথা! শুন্‌লে আর পেছুবার যো নাই। কেমন, আপনি স্বীকৃত?

গ্রহাচার্য্য। হ্যাঁ,—তা-তা' আচ্ছা বল, আমি স্বীকার পেলাম!

হরিসিংহ। আপনাকে কৈলোয়ারায় যেতে হ'বে! এমন ভাবে যাবেন যে তা'রা মনে করবে আপনি চন্দার প্রতি স্নেহ বশতঃ তা'র পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করতে গিয়েছেন। চন্দা ত' জানেই যে আপনি জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত, সুতরাং সে তা'র পুত্রের কোষ্টিফল গণনার জন্য আপনাকে অনুরোধ করবে। আপনি কতকগুলো অশুভ লক্ষণ দেখিয়ে বলবেন, যে ছেলেটাকে অচিরে ক্ষেত্রপালের কাছে বলি না দিলে, মেবার, চিতোর, কৈলোয়ারা, এমন কি হামিরের জীবন পর্য্যন্ত ধ্বংস হ'য়ে যাবে! গ্রহফল গণনা সম্বন্ধে আপনার দক্ষতা তা'দের খুবই জানা আছে, কেউ অবিশ্বাস করবে না। তা'র পর, কোষ্টিখানি হস্তগত করে' সেখান থেকে সরে পড়বেন। যে দিন ক্ষেত্রপালের মন্দিরে ছেলেটাকে বলি দেওয়া হ'বে, সেইদিন আপনিও একজন দেশমান্য ধনী হ'য়ে নিজেকে শেঠজী বলে, প্রচার করে দিবেন!

গ্রহাচার্য্য। তাইত! চন্দার এই সর্ব্বনাশ করতে হবে, চন্দার এই সর্ব্বনাশ! 'কিন্তু এক হাজার মোহর আর দু'খানি গ্রাম! তাইত—তাইত! আচ্ছা—আচ্ছা, তা' আমি প্রস্তুত! উপায় নাই—উপায় নাই! স্বীকার করে ফেলেছি, উপায় নাই!

হরিসিংহ। কিন্তু সাবধান, কোনও রকমে আমাদের ষড়যন্ত্রটা না প্রকাশ পায়!

গ্রহাচার্য্য। রাধামাধব!

হরিসিংহ। তবে আসুন, কৈলোয়ারায় যাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে' দিচ্চি।

গ্রহাচার্য্য। দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—অলিন্দ।

(রুক্মা ও আনন্দ)

রুক্মা। একটা গান গাও না, দাদাভাই!

আনন্দ। কোন্ গানটা, দাদুমা?

রুক্মা। সেই যে—"জঙ্গি জোয়ান্"।

আনন্দ। (হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ।

গীত।

শুনো জঙ্গি জোয়ান্ অভি পাকড়ো লাগাম,
খাড়া হো যাও ভাই পল্টনকে আগে।
লে কর হাথিয়ার তেরা, হো যাও হুঁসিয়ার,
আজি খেলো তলোয়ার, সব দুষমন নে ভাগে।

(মায়াদেবীর প্রবেশ)

মায়াদেবী। বাঃ বাঃ বাঃ জোয়ান!

আনন্দ। (করতালি দিয়া) হা হাঃ হা!

[দ্রুত পলায়ন।

মায়াদেবী। রাজমাতা, বহু পূণ্য বলে এমন খেলার সঙ্গী মেলে!

রুক্মা। আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন এই খেলা বজায় রেখে এখানের খেলা শেষ করতে পারি!

মায়াদেবী। ভাগ্যবতী তুমি মা! তোমার পূণ্য বলে শিশোদীয় বংশ আর্য্যাবর্ত্তে আবার প্রতিষ্ঠিত হ'বে।

(চন্দা ও গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ।

চন্দা। মা! চিতোর থেকে গ্রহাচার্য্য ঠাকুর আমাদের আশীর্ব্বাদ করতে এসেছেন।

রুক্মা। প্রণাম হই, ঠাকুর! চন্দা, এঁর সেবাদির ব্যবস্থা করে দাও, মা।

গ্রহাচার্য্য। স্বস্তি-স্বস্তি! রাজমাতা, আপনার সুখ্যাতি যা' শুনে এসেছি, এখন তা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। এমন মা না হ'লে কি অমন ছেলে হয়! আপনি ব্যস্ত হবেন না। সেবাদি প্রচুর হয়েছে! আপনার আদর্শে গঠিত হ'য়ে, মা চন্দা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা হ'য়েছেন!

রুক্মা। ঠাকুর! এ অভাগিনীর জীবনে চন্দা আর তা'র পুত্রই এখন প্রধান অবলম্বন। আশীর্ব্বাদ করুন, আনন্দ আমার নিরোগী হ'য়ে দীর্ঘ জীবন ভোগ করুক!

গ্রহাচার্য্য। তার আর সন্দেহ আছে! এমন পুণ্যের রাজসংসার, তা'র উপর আবার গ্রহ রাশি যদি অনুকুল থাকেন, তা হ'লে চন্দার সন্তানের একটি কেশও কখন' অকালে শুভ্র হ'বে না। নিশ্চিন্ত থাকুন—নিশ্চিন্ত থাকুন।

রুক্মা। ভাল কথা! ঠাকুর যদি দয়া ক'রে এসেছেন, তা হ'লে একবার একটু কষ্ট স্বীকার করে আনন্দের কোষ্ঠিফল গণনা করে' দেখুন না!

গ্রহাচার্য্য। তা'র জন্য আর অত অনুনয় কেন, রাজমাতা? চন্দা আমার বড়ই স্নেহের পাত্রী। ঝালোরে থাক্‌তে ওকে কত কোলে পিঠে করেছি! বিশেষ, দেশপূজ্য রাণা হামিরের পুত্রের কোষ্ঠি বিচার করবো, তাতে আর কষ্ট কি, মা? এ ত' আমার পরম সৌভাগ্য!

রুক্মা। চন্দা, কোষ্ঠিপত্র খানি নিয়ে এস ত মা!

[চন্দার প্রস্থান।

ঠাকুর! আমার বৈবাহিক ও তাঁর ছেলেদের সব কুশল ত'?

গ্রহাচার্য্য। হ্যাঁ, শারীরিক সবই মঙ্গল। কিন্তু বৃদ্ধ মহারাজ মালদেব বড়ই মনের কষ্টে আছেন!

রুক্মা। কেন ঠাকুর, কি হয়েছে?

গ্রহাচার্য্য। একেই ত' তিনি রাজ্যটুকু হারিয়ে অর্দ্ধমৃত হয়েছিলেন, তা'র উপর রাণার প্রতি বিবাহরাত্রে তাঁর অর্ব্বাচীন পুত্রের ব্যবহার শুনে অবধি তিনি যে কি পর্য্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছেন তা' বলা যায় না! লজ্জায়, ক্ষোভে তিনি এই ছয় বৎসর কৈলো-য়ারায় একটা লোক পাঠিয়ে কন্যা—জামাতার সংবাদ নিতে পারেন নি'!

রুক্মা। সবই ভবিতব্য! সে জন্য বৈবাহিক ম'শায়কে দুঃখিত হতে বারণ করবেন। সে তুচ্ছ ঘটনা আমাদের কারও মনেও নাই।

(কোষ্ঠি হস্তে চন্দার পুনঃপ্রবেশ)

চন্দা। মা,—এই কোষ্ঠিপত্র!

রুক্মা। দাও মা, আচার্য্য ঠাকুরকে দাও। ঠাকুর,—দেখুন একবার গণনা করে।*

গ্রহাচার্য্য। এই যে, দেখি! (কোষ্ঠিপত্র গ্রহণ) আপনারা ত' জানেন যে আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে কারও কোষ্ঠি বিচার করা নিষিদ্ধ! আপনারা একটু অন্তরালে অবস্থান করুন, আমি দেবীর নিকট গণনার ফলাফল বল্‌ছি!

রুক্মা। এস' মা, আমরা একটু ওদিকে যাই।

[রুক্মা ও চন্দার প্রস্থান।

গ্রহাচার্য্য। (কোষ্ঠি পত্র দেখিয়া) কি সর্ব্বনাশ—কি সর্ব্বনাশ!

মায়াদেবী। কেন ঠাকুর, এমন করে' শিউরে উঠলেন কেন?

গ্রহাচার্য্য। এই দেবারিগণযুক্ত সন্তান মহারাণার ভাগ্যে কোথা থেকে এসে জন্মেছে! ধুমকেতুর মত সংহার সংহার করতে করতে ছুটেছে! ওঃ একবারে বিশ্বগ্রাস করবার ব্যবস্থা! কি সর্ব্বনাশ!

মায়াদেবী। সে কি কথা ঠাকুর! এই শিশুই যে মেবারবাসীর ভবিষ্যৎ আশা ভরসা! এ কি অলক্ষণের কথা বলছেন আপনি!

গ্রহাচার্য্য। ওঃ! এরূপ ভীষণ কোষ্টিপত্র আমি জীবনে কখনও দেখি নি! লগ্ন হ'তে অষ্টম স্থানে চন্দ্র শুভাশুভ দৃষ্ট, ফলং মৃত্যু। আর্দ্রা নক্ষত্রের অধিপতি শঙ্করও বিরূপ! শিবের কোপে, এ ছেলে যেখানে যাবে সেই খানেই আগুণ জ্বলে উঠবে! মিবার যাবে, চিতোর যাবে, কৈলোয়ারা যাবে! পিতৃরিষ্টি জ্বল্ জ্বল্ করছে। রাণীকে ত' আস্ত গ্রাস করবার যোগাড় করছে। কি সর্ব্বনাশ!

মায়াদেবী। নারায়ণ, নারায়ণ! ঠাকুর, এ গ্রহবিপর্য্যয় থেকে রক্ষা পাবার কি কোনও উপায় নাই?

গ্রহাচার্য্য। একমাত্র উপায়, এই শিশোদীয় বংশের কুলদেবতা শঙ্করের তুষ্টি সাধন! ক্ষেত্রপালের মন্দিরে এই যমশিশুকে বলি দিয়ে, সেই রক্তে শঙ্করের পূজা করলে, তবেই গ্রহদোষ কাটতে পারে! আর ত' কোন উপায় দেখছি না দেবী! হায় হায়, কি কুক্ষণে আজ কৈলোয়ারায় এসেছিলাম! দেবী,—মা চন্দাকে, মহারাণা হামিরকে আমি কোন প্রাণে এই ভীষণ কোষ্টিফল জানা'ব? এ বজ্রাঘাত আমি তাদের বক্ষে দিতে পারবো না! এই নাও, কোষ্টি পত্র রাজমাতাকে ফিরিয়ে দিও। না—না, উপস্থিত আমার কাছেই থাক্। যতদিন এই শিশুরূপী রাক্ষসের নরদেহ ধ্বংস না হয়, মহারাণাকে রক্ষা করবার জন্য এই কোষ্টিখানি নিয়ে আমায় স্বস্ত্যয়ন করতে হ'বে। কিন্তু, মেবার গেল, মেবার গেল, মেবার গেল!

[প্রস্থান।

মায়াদেবী। এ কি করলে, ভগবান! ভারতের বক্ষ হ'তে মেবারের নাম কি একবারে মুছে দেবে, প্রভু? কোন্ যুগান্তরের সঞ্চিত কলুষরাশি আজ শিশুরূপী ধূমকেতু হ'য়ে মেবারের সর্ব্বনাশে উপস্থিত হ'য়েছে! লক্ষ শিশু যাক্, ক্ষতি নাই! চিতোরের কল্যাণে রাণার কল্যাণে, লক্ষ শিশু বলি নিয়ে একবার তৃপ্তনয়নে মেবারের দিকে চেয়ে দেখ, দেব!

(কৃষ্ণার প্রবেশ)

কৃষ্ণা। আচার্য্য ঠাকুর এরই মধ্যে চলে গেলেন?

মায়াদেবী। কোষ্টিফল দেখা হ'য়েছে।

কৃষ্ণা। কি দেখ্‌লে দেবী? নিস্তব্ধ কেন! বল,—কি দেখ্‌লে!

মায়াদেবী। বলছি! আগে বল দেখি রাজমাতা, মেবারের জন্য যদি তোমায় জীবন-বলির প্রয়োজন হয়, তুমি কি আত্মত্যাগে প্রস্তুত?

কৃষ্ণা। আশ্চর্য্য প্রশ্ন, দেবী! মিবারের জন্য প্রাণ দিতে কি রাজপুত রমণী কখনও ইতস্ততঃ করে?

মায়াদেবী। যদি তোমার পুত্রের জীবনে প্রয়োজন হয়?

কৃষ্ণা। মিবারের কার্য্য তাকে ত বহুপূর্ব্বেই জননীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছ, দেবী। তার উপর আমার ত' আর কোনও অধিকার নাই!

মায়াদেবী। আর, যদি তোমার পৌত্রের জীবনে মেবারের কল্যাণ সাধিত হয়?

কৃষ্ণা। কি! কি বল্‌লে, দেবী? পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর জীবনে মেবারের কল্যাণ সাধিত হ'বে! এ কথা ভাবতেও তোমার বুক ফেটে গেল না!

মায়াদেবী। ঐ কথা শুনে অবধি ধমনিতে রক্তস্রোত নিথর হ'য়ে গেছে, হৃদ্‌পিণ্ড নিস্পন্দ হ'য়ে গেছে, আতঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ হিম হ'য়ে গেছে! কিন্তু, গণনায় গ্রহরোষের যে পরিচয় পাওয়া গেল, তা'র উপর ত' মানুষের হাত নাই, মা! গ্রহ, রাশি, নক্ষত্রের অশুভ সম্মিলনে নক্ষত্রাধিপ শিবও আজ অপ্রসন্ন হ'য়েছেন! কুল-দেবতাকে প্রসন্ন করতে না পারলে যে সব ধ্বংস হ'য়ে যাবে, মা!

কৃষ্ণা। পশুপতি কি শেষে এই শিশুবলির প্রয়াসী হলেন? গ্রহশান্তির ত' বিস্তর ব্যবস্থা আছে, দেবী! আমার সর্ব্বস্ব দিব, আমি বুক চিরে রক্ত দিব;—আমি আনন্দকে দিতে পারবো না!

মায়াদেবী। দেবকার্য্যে প্রতিবন্ধক হ'য়ে কোনও ফল হবে না মা! চিতোরের কল্যাণে আপন সন্তানকে মৃত্যুসঙ্কুল রণস্থলে বিদায় দিতে পেরেছিলে, আর আজ এই ক্ষুদ্র শিশুকে দেবকার্য্য ছেড়ে দিতে এত কাতর তুমি?

রুক্মা। যদি সংসারের আস্বাদ জান্‌তে তা' হ'লে বুঝতে পারতে দেবী, পৌত্র কি জিনিষ! বক্ষরক্তে পালিত সন্তানের প্রাণসম পুত্ররত্নের প্রতি পিতামহীর যে কত স্নেহ, তা' তুমি কি জান্‌বে, চারণি?

মায়াদেবী। তবে, তোমার মহিমন্বিত শ্বশুরকুল, রাজপুতের জাতীয় গৌরব, মিবারের পুনরভ্যুত্থান,—সব অনন্ত আঁধারে ডুবে যা'ক! স্নেহের তাড়নায় কর্ত্তব্যের পরাজয় হ'ক! কিন্তু রাজমাতা, পিতামহীর স্নেহময় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে লুকিয়ে থাক্‌লে কি দেবরোষ হ'তে ত্রাণ পাওয়া যায়?

রুক্মা। বিপুল দায়িত্ব! কঠোর কর্ত্তব্য! অভাগিনী চন্দাকে আমি কি বলে' বোঝাব, দেবী? এ সন্তাপ সে কি করে সহ্য করবে?

মায়াদেবী। বুক বাঁধ মা! নিজের শ্রেষ্ঠ আদর্শে পুত্রবধুর জীবন গঠিত কর।

রুক্মা। ঐ—ঐ অভাগিনী এই দিকে আসছে! এ কথা আমি তা'কে বল্‌তে পারবো না, দেবি! হামির—হামির!

(প্রস্থান)

(বিপরীত দিকে চন্দার প্রবেশ)

চন্দা। দেবি! মা কেন কাঁদতে কাঁদতে চলে' গেলেন? আনন্দের বর্ষফল সম্বন্ধে গ্রহাচার্য্য ঠাকুর কি বল্‌লেন?

মায়াদেবী। (স্বগতঃ) সব ত্যাগ করে' তবু মমতায় প্রাণ কাঁদে কেন? •

চন্দা। বল দেবী, বল কি দেখ্‌লে!

মায়াদেবী। বুক বাঁধ ক্ষত্রিয়ানী! হামিরের পিতামহী দেবকার্য্যে দ্বাদশ পুত্রকে বলি দিয়েছিলেন। সেই বংশের কুলবধু তুমি, কর্ত্তব্যপালনে কাতর হ'য়ো না! শোন' চন্দা, গ্রহবৈগুণ্যের ফলে কুলদেবতা বিরূপ। কুলদেবতার চরণে আনন্দকে উৎসর্গ করতে হ'বে!

চন্দা। দেবী! বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ধ্বংস করেও কি আশুতোষ তুষ্ট ন'ন্? এখন এই সুকুমার শিশুর ক্ষুদ্র জীবনটুকুতেও তাঁ'র প্রয়োজন হ'য়েছে? এ কি দেবলীলা,—না পৈশাচিক খেলা! এ কি জ্যোতিষগণনা. অথবা শিশুহত্যার নিষ্ঠুর মন্ত্রণা!

মায়াদেবী। এ—মিবারের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের শুভ সূচনা! রাজপুতবালা যদি পতি পুত্রের মৃত্যু আশঙ্কায় অভিভূতা হয়ে' কর্ত্তব্যপালনে বাধা দেয়, তা' হ'লে রাজপুত জাতি আর কতটুকু নিয়ে জগতের কাছে গর্ব্বভরে মাথা তুলে দাঁড়াবে, চন্দা?

চন্দা। শিশুবধে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি পায় না, চারণী! সে জন্য এ ব্যবস্থা নয়। এই হতভাগিনীর গর্ভজাত বলে' স্বর্গগত আর্য্যগণ আনন্দের জলগ্রহণ করবেন না, তাই তা'র অকাল-মৃত্যুর এই অনুষ্ঠান! দেবী, ভুলে যাও আমি ক্ষত্রিয়ানী, ভুলে যাও আমি শিশোদীয় বংশের কুলবধু, ভুলে যাও আমি বীরজায়া! সুধু মা, সুধু মা! কঠোর ক্ষত্রিয়ানী হ'লেও, তবু আমি—মা!

(হাম্বিরের প্রবেশ)

হাম্বির। সেই মাতৃনামের সার্থকতা কর, চন্দা! ঐ মাতৃনামের শক্তি সঞ্চারণে পঞ্চমবর্ষীয় ক্ষুদ্র শিশুকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন করে দাও! মাতৃনামের মহামন্ত্রে শোকে উন্মাদিনী পিতামহীর প্রাণে স্বান্তনা ঢেলে দাও! মাতৃনামের পবিত্রতায় অপ্রসন্ন কুলদেবতার তুষ্টি সাধন কর! আর, ঐ মাতৃনামের মহিমায় পুত্রবর্জ্জনোম্মুখ পিতাকে কঠোর কর্ত্তব্যের পথে অটল করে রাখ, চন্দা!

চন্দা। দেবতা আমার! পুত্রশোকে দাবদগ্ধা রমণীর একমাত্র স্বান্তনাস্থল যে তা'র পতি দেবতার চরণ দু'খানি, প্রভু! ঝঞ্ঝাবাতে উন্মূলিতপ্রায় ক্ষুদ্র লতিকার একমাত্র আশ্রয়স্থল এই বিশাল বিটপী তুমি! যদি তুমিও আজ পুত্রবধে কৃত-নিশ্চয়, তবে আজ্ঞা দাও নাথ,—তোমার বংশের অকল্যাণ এই জ্ঞানহীন শিশুকে বুকে নিয়ে আমি রাজস্থান ছেড়ে চলে যাই! দূরে—বহুদূরে যাব রাণা! সেথা থেকে কোনও অকল্যাণ এই বিরাট ব্যবধান অতিক্রম করে' তোমার মেবারে আস্‌তে পারবে না!

হাম্বির। কিন্তু তা'তে রুষ্ট মহেশের ত' তুষ্টি সাধন হ'বে না, চন্দা! তা'তে ত' মেবার রক্ষা পাবে না! চল গরীয়সী মহিষী আমার, যে বক্ষের অমৃত দিয়ে এই কালফণীকে পুষ্ট করে এসেছ, সেই বক্ষ থেকে আজ তা'কে বিচ্ছিন্ন করে' মেবার হিতার্থে বিরূপাক্ষের চরণে বলি দেবে চল!

চন্দা। পতি-গুরু-দেবতা আমার! শাস্ত্রে বলে বেদবাক্য পতির বচন। দাসী আমি, সার ধর্ম্ম পতিপদসেবা! জানি আমি,

পুত্রের উপর নারীর কোনও অধিকার নাই। কিন্তু, কে কোথায় শুনেছে প্রাণেশ—মায়ে যাচে পুত্রের মরণ? ফণিনীর মত আপন সন্তানকে মানবী কি কখন গ্রাস করে, রাণা? তা' হ'লে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে মাতৃনাম লুপ্ত হ'য়ে যাবে, মাতৃনামে হিংস্র পশুও ছুটে পালাবে, মাতৃনামে বিভীষণা প্রেতিনী বোঝাবে, মাতৃবক্ষসুধা তীব্রবিষে পরিণত হ'বে! নিভে যাবে শশাঙ্ক তপন, স্তব্ধ হ'বে ভীম প্রভঞ্জন, অমরত্ব হারাবে দেবতা! সূর্য্যবংশঅবতংস রাণা,—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও পুত্রের জীবন!

(হামিরের পদধারণ)

হামির। কি কুহকে সিংহিনী আজ শশকের মত শঙ্কাকুল! মমতায় জ্ঞানহারা হ'য়ে জাতীয় গৌরব ধ্বংস করো না, চন্দা। এই ক্ষত্রিয় একদিন সত্য পালনের জন্য জ্যেষ্ঠপুত্রকে নির্ব্বাসিত করেছিল, ক্ষত্রিয় দম্পতি একদিন স্বহস্তে সন্তানের শিরশ্ছেদন করে' অতিথি ব্রাহ্মণের আহার্য্য সাজিয়ে দিয়েছিল, বিপন্ন ব্রাহ্মণের জন্য ক্ষত্রিয়জননী আপন সন্তানকে অবাধে রাক্ষসের মুখে পাঠিয়েছিল! আর, শুনেছ ত' প্রিয়তমে, মা চিতোরেশ্বরী যখন কাতরকণ্ঠে "ভুখা হুঁ ভুখা হুঁ" বলে ক্ষুধায় জেগে উঠেছিলেন, তখন রাণা লক্ষ্মণসিংহের দ্বাদশ পুত্র আত্মবলি দিয়ে দেবীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছিলেন! এস সহধর্ম্মিনী আমার, কঠোর রাজধর্ম্ম পালনে পতিকে উৎসাহিত কর। তোমার হৃদয়সম্ভূত-অমূল্যরত্ন দানে জন্মভূমিকে অতুল সম্পদশালিনী করে দাও! যাও চারণী,—মেবারের ঘরে ঘরে গভীর

হামির।

ঝঙ্কারে গাও, ভারতের এ দুর্দ্দিনেও পতির উৎসাহ বর্দ্ধিনী যাজ্ঞসেনীর অভাব নাই! এ দুর্দ্দিনেও ক্ষত্রিয়জননী আপন সন্তানকে বীরোচিত কার্য্যে বিদায় দিতে পশ্চাদপদ হয় না!

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—শিবির।

(মির্জ্জা আলি বেগ, জাফরখাঁ ও পাঠান অধ্যক্ষগণ)

মির্জ্জা আলি। বিলকুল ওয়াহিয়াদ! এমন একটা প্রকাণ্ড লড়াই ফতে করা গেল, একটু আমোদ কর, খাঁ সাহাব।

জাফর খাঁ। কোনও আপত্তি নাই, মির্জা সাহাব!

১ম অধ্যক্ষ। মোগল বেটারা আচ্ছা জব্দ হয়েছে কিন্তু!

২য় অধ্যক্ষ। হবে না? স্বয়ং সুলতান যুদ্ধে নেমেছেন, আর সঙ্গে জাফর খাঁ! সারা দুনিয়া একত্র হ'লেও এদের সামনে কি দাঁড়াতে পারে?

সকলে। বাহবা! তারিফ্--তারিফ্!

জাফর খাঁ। তোমরাও কি কেউ শৌর্য্যে কম? তোমাদের এক এক-জন, এক এক জাফর খাঁ!

সকলে। বাহবা! তারিফ—তারিফ!

মির্জ্জা আলি। বিলকুল ওয়াহিয়াদ! তারিফ তারিফ! আরে,—তারিফ গাইতে গাইতে যে এ দিকে দিন কেটে যায়! ছুট্ করে

কখন সম্রাট এসে' পড়বেন, তখন তারিফও হবে না, আমোদও হবে না।• বিলকুল ওয়াহিয়াদ্!

জাফর খাঁ। বহুৎ আচ্ছা, মির্জ্জা সাহাব! দাড়িতে কলপ চড়িয়ে সখের মাত্রাটা খুব বেড়ে গেছে দেখ্ছি!

মির্জ্জা আলি। তোবা তোবা! কি বলছ, খাঁ সাহাব? আমায় বে-ইজ্জৎ করছ! কি বয়স আমার? এই ত সবে বত্রিশে পা দিয়েছি!

জাফর খাঁ। (সহাস্য) মির্জ্জা সাহাব! তোমার বয়স যদি এখন বত্রিশ বছর হয়, আমার ত' তা' হ'লে এখনও পয়দাই হয় নি'!

মির্জ্জা আলি। তোমার এখনও পয়দা না হওয়া সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু আমার বয়স বত্রিশের বেশী কখনই সম্ভব নয়!

সকলে। (হাস্য)

জাফর খাঁ। ওহে, তোমাদের একজন বাঈজীকে ডেকে আনো। দেরি ক'রো না, নইলে মির্জ্জা সাহাবের বয়স আরও পেছিয়ে যাবে!

১ম অধ্যক্ষ। এখনই আনছি, হুজুর!

[প্রস্থান।

মির্জ্জা আলি। দেখ, খাঁ সাহাব! আপোষের মধ্যে ঠাট্টা করে' আমায় বুড়ো বল আর যাই বল, বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু, বাঈজীর সামনে ঐ কলপ টলপের কথা বলে' ঠাট্টা করো' না বলছি! আউরতের কাছে বুড়ো বলাটা—বিল্কুল ওয়াহিয়াদ!

(১ম অধ্যক্ষের সহিত বাঈজী ও বাদ্যকারের প্রবেশ)

বাঈজী। আদাব অরজ—আদাব অরজ!

মির্জ্জা আলি। সলাম ওয়ালেকম্! ওয়ালেকম্ সলাম!

বাঈজী। হট্! ক্যায়সি আদমি হও জী, বদন পর গির রহে হো!

সকলে। (হাস্য)

ছ্যাঁমর।

মির্জ্জা আলি। বিল্‌কুল ওয়াহিয়াদ্‌!

জাফর খাঁ। বিবিজান্‌! মির্জা সাহাব একটু মস্ত হ'য়ে পড়েছেন। একটা গান শুনিয়ে দাও, কলেজাটা ঠাণ্ডা হ'ক্‌!

বাদ্যকার। হুজুর,—আপ জরা নজর রখনা। দেখতেহি উছলকুদ্‌ শুরু কর দিয়া!

বাঈজী। গীত।

সঁইয়া বালা সঁইয়া, শোতে জাগাও মতি রে।
হামে জগাও মতি রে, মুঝে জগাও মতি রে,
শোতে জগাও মতি রে॥
হটো জী যাও, কাহে সঁতাও
বাতে বনাও মতি রে,
বাতে বনাও মতি, নফরৎ হয় হমারে তেরে॥

(নেপথ্যে ভেরী নিনাদ)

জাফর খাঁ। আরে আরে,—ওকি! সুলতান আস্‌ছেন। হটাও, জল্‌দি হটাও!

১ম অধ্যক্ষ। বিবিজান্‌! সরে পড়—সরে পড়!

মির্জ্জা আলি। হ'টো-হ'টো, বিবি হ'টো!

বাঈজী। গান শুন্‌লে, টাকা দাও।

জাফর খাঁ। মির্জ্জা সাহাব,—জল্‌দ্‌ হটাও!

মির্জ্জা আলি। অরে--হটো ভি তো।—

বাঈজী। বাঃ জী বাঃ! টাকা দেবার নাম নাই, খালি হটো হটো!

মির্জ্জা আলি। টাকা কাল্‌ এসে নিয়ে যেও। এখন সরে' পড় বাপ্‌ আমার!

বাঈজী। বাঃ জী মিঞা! এ সব আমোদ ধারে চলে না। কাল যদি তাঁবু ভেঙ্গে পল্‌টন কুচ করে, তখন টাকা দেবে কে?

জাফর খাঁ। মির্জ্জা সাহাব, এখনই সুলতান এসে' পড়বেন! শিগগির তাড়াও!

মির্জ্জা আলি। আরে-মেরি নানী, মেরি দাদী! যাওগী কি নহী?

বাঈজী। কভি নহী!

(মির্জ্জা আলির দাড়ি ধারণ)

মির্জ্জা আলি। আরে, ছোড়্‌-ছোড়্‌-ছোড়্‌-ছোড়্‌ রে! পেয়ারী মোরী ছোড়্‌ রে! খাঁ সাহাব,—দাড়ি গ্যয়ী!

বাঈজী। রূপিয়া মিলি কি নহি?

মির্জ্জা আলি। লে বাবা, মেরি মোতিকী মালা লে! দাড়ি তো ছোড়্‌!

(মুক্তার মালা প্রদান)

বাঈজী। সলাম জনাব।

মির্জ্জা আলি। দূর হো ডাইন্‌!

[বাঈজী ও বাদ্যকারের প্রস্থান।

[নেপথ্যে পুনরায় ভেরী নিনাদ।

জাফর খাঁ। ঠিক্‌ হ'য়ে দাঁড়াও—ঠিক্‌ হ'য়ে দাঁড়াও!

(আলাউদ্দিন, প্রহরীগণ ও মোগল প্রতিনিধির প্রবেশ)

সকলে। সুলতান সিকন্দর শানিকী বরক্কৎ হো!

আলাউদ্দিন। নসরৎ খাঁর হত্যার জন্য মোগলকে বিশ হাজার অশরফি অর্থদণ্ড দিতে হ'বে!

মোগল। জাহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য!

আলাউদ্দিন। লাহোরের পাঠান শাসন কর্ত্তার ছাড়পত্র বিনা কোনও মোগল হিন্দুস্থানে প্রবেশ করবে না!

মোগল। হুকুম মঞ্জুর, খোদাবন্দ!

আলাউদ্দিন। জাফর খাঁ! এই সর্ত্তে একরার নামা সহি করিয়ে নাও। নির্দ্দিষ্ট অর্থদণ্ড যেন এক সপ্তাহের মধ্যে ওয়াশীল হয়।

মোগল। জাঁহাপনা! যদি অনুমতি হয়, মোগলের তরফ থেকে একটা আর্জি পেশ করি।

মির্জ্জা আলি। বিল্‌কুল ওয়াহিয়াদ্! গোস্তাকি এই দস্যুদলের জাঁহাপনা, যে তা'রা আবার আর্জি পেশ করতে চায়!

আলাউদ্দিন। বলতে দাও, মির্জ্জা আলি বেগ।

মোগল। জাঁহাপনা! দিল্লীর বহিরে মোগলদের বাসের জন্য যদি এক ছটাক জমি খয়রাৎ করেন, তা' হ'লে হিন্দুস্থানের প্রবাসী মোগলেরা সেই স্থানে ব্যবসার দ্বারা দিন গুজরান্ করতে পারে, আর খোদার কাছে জাঁহাপনার দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা করে!

মির্জ্জা আলি। বিলকুল ওয়াহিয়াদ্। বস্‌তে পেলে আবার শুতে চায়!

আলাউদ্দিন। মির্জ্জা আলি, মোগলের এ প্রার্থনায় আপত্তি করবার মত ত' কিছুই নাই! বরং, বানিজ্যের দ্বারা যদি মোগলেরা গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করতে পারে, তা হ'লে এই উচ্ছৃঙ্খল দস্যুরা ক্রমে রাজভক্ত প্রজায় পরিণত হতে পারে। অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়! মোগল, তোমাদের বাসের জন্য দিল্লির বাহিরে দুই খানি গ্রাম দান করলাম।

মোগল। খোদা জাঁহাপনার মঙ্গল করুন!

জাফর খাঁ। চল মোগল, একরার নামায় সহি করতে হবে।

[জাফর খাঁ ও মোগলের প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। মির্জ্জা আলি! কণ্টকটা একবারেই উচ্ছেদ করলে ছিল ভাল। কিন্তু আমি যে পথ অবলম্বন করলাম তা' ছাড়া আর অন্য উপায় নাই! এই মোগল জাতটার অসীম অধ্যবসায়, যা' পাঠানের মোটেই নাই। পাঠান বারুদের মত দপ্ করে' জ্বলে উঠে' আবার তখনই নিভে যায়, কিন্তু মোগল তুষের আগুন —নিভতে চায় না! এত দিনেও পাঠান এই হিন্দুস্থানে একটা সুশৃঙ্খল রাজত্ব স্থাপন করতে পারলে না, আজও কেবল দস্যুর মত এক প্রদেশ হ'তে অন্য প্রদেশে লুণ্ঠন করে' বেড়াচ্চে মাত্র! কিন্তু মির্জ্জা আলি, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানেরা যা' করে' যেতে পারে নি, আমাকে সেই পাঠান সাম্রাজ্য স্থাপন করতে হ'বে। এ আরব্ধ কার্য্য শেষ করতে যদি এই স্বর্ণপ্রসূ হিন্দুস্থানকে শ্মশানে পরিণত করতে হয়, তাতেও পশ্চাৎপদ হ'ব না! সমৃদ্ধিশালী জনপদের উপর না হউক, অন্ততঃ নরকঙ্কাল রাশির উপর পাঠান সম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে' যাব!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জাঁহাপনা! চিতোর থেকে এক অশ্বারোহী সম্রাটের নামে এই জরুরী পত্র এনেছে।

আলাউদ্দিন। জাফর খাঁ,—পড়, কি লিখেছে!

জাফর খাঁ। (পত্রপাঠ) "সুলতান মালিক্-উল্-মুলুক! চান্দরী জয়পুর, বুন্দী প্রভৃতি সামন্তরাজ্যে খাজনা আদায় বন্ধ হ'য়েছে! তা'রা বলে যে পাঠানেরা দস্যু মাত্র, আমরা দস্যুকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি! মাদেরীয়ার মীরেরা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ অবস্থায়, কি ভাবে তাদের দমন করা সুলতানের অভিপ্রেত, সে

বিষয়ে আদেশ পাঠাইবেন। জাঁহাপনার হুকুম পেলে আমরা সেই মত কার্য্য করবো !"

আলাউদ্দিন। কতল্ করো—কতল্ করো ! সমস্ত রাজোয়াড়া অসির ফলকে তুলে' সাগর গর্ভে নিক্ষেপ কর ! মাদকসেবী মেষশাবকেরা আজ কি না ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়। লিখে দাও জাফর খাঁ, যে স্বয়ং মালদেব যেন গাজিখাঁর সহকারী হ'য়ে যুদ্ধ করে। সঙ্গে তা'র জ্যেষ্ঠপুত্র বনবীরও থাক্‌বে ! যতদিন না যুদ্ধ শেষ হয়, ততদিন এক হাজার পাঠান ফৌজ নিয়ে হরি সিংহ চিতোর রক্ষা করবে ! পাঠানকে দস্যু বলে' উপেক্ষা করে' যেমন সেই কুকুর গুলো রাজকর বন্ধ করেছে, তেমনই দস্যুর মত তাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করবে ! ধন রত্ন মাটি খুঁড়ে বা'র করবে, রমণীদের দেহ থেকে অলঙ্কার কেড়ে নেবে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে আগুন জ্বালিয়ে দেবে ! পরিধেয় বস্ত্রখানিও ছেড়ে দেবে না। রাজস্থানে একটি কপর্দ্দকও যেন না থাকে !

[প্রস্থান]

মির্জ্জা আলি। বিলকুল ওয়াহিয়াদ্ !

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য—চিতোর দুর্গ প্রাঙ্গন।

(মালদেব, জিৎসিংহ ও হরি সিংহের প্রবেশ)

মালদেব। হঁ্যা হে, এত তাড়াতাড়ি ক্ষেত্রপালের পূজার কি আবশ্যক হ'ল ?

জিৎ সিংহ। মহারাজ! সমস্ত কথাই আমাদের মহারাণীর পত্রে লেখা আছে ত।

মালদেব। হঁ্যা, তা আছে বটে! তবে কি জান,—এই সময় জন কতক আহাম্মক সামন্ত রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে; আমাকে সে জন্য বড়ই ব্যস্থ করে তুলেছে। অনেক দিন পরে চন্দা বাপের বাড়ী আস্‌ছে, এ সময় আমি স্বয়ং তা'র যত্ন সেবাদি দেখতে পা'ব না!

জিৎসিংহ। সে জন্য ক্ষুব্ধ হ'বেন না, মহারাজ! কন্যা তাঁর পিত্রালয়ে আসবেন, তার জন্য আবার পৃথক আয়োজনের আবশ্যক কি, মহারাজ? বিশেষ, মহারাণী ত' ক্ষেত্রপালের মন্দিরে দেবকার্য্যেই ব্যস্ত থাকবেন! পিতৃগৃহের স্নেহাদর উপভোগ করবার তাঁর অবসর কোথা? আপনি দয়া করে' চিতোর প্রবেশের ছাড় পত্র-খানি দিলে আমি অবিলম্বে তাঁকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসি!

মালদেব। ছাড়পত্র খানি আমি সঙ্গে করেই এনেছি। এই নাও!

(পত্রপ্রদান)

আমার অনুমতি জানিও, আর বলো যে যদি সুবিধা হয় তা হ'লে হামিরও যেন একবার আসে। সেই বিবাহের পর আর ত' এ দিকে একবারও আসে নি'! এই সময়ে সে'ও কেন চন্দার সঙ্গে একবার আসুক না!

জিৎসিংহ। মহারাজের ইচ্ছা আমি রাণাকে জ্ঞাপন করবো। আমি তবে এখন বিদায় গ্রহণ করি মহারাজ! আপনার এই অনুমতি পত্রের অপেক্ষায় সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন!

মালদেব। বেশ-বেশ! তবে এস, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

[জিৎসিংহের প্রস্থান।

হরিসিংহ। আপনি আবার হামিরকে আসতে বল্‌লেন কেন? তাকে আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না!

মালদেব। আহা-আসুক না! তোমার ঐ কেমন সবেতেই অবিশ্বাস! বলি,—এই পাঠান ফৌজগুলো কি মরে' আছে?

(গাজিখাঁর প্রবেশ)

গাজি খাঁ! রাজা, সুলতানের পরোয়ানা এসেছে। এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধ যাত্রা করতে হবে!

মালদেব। তা-বেশ ত,'! আমরাও ত' প্রস্তুত রয়েছি। বেরিয়ে পড়ুন তা' হলে', খাঁ সায়েব!

গাজি খাঁ। তোমাকেও যে সঙ্গে যেতে হবে, রাজা!

মালদেব। এই মাটি করেছে! সে কথাও পরোয়ানায় আছে না কি?

গাজি খাঁ। নিশ্চয়! পরোয়ানায় লেখা আছে যে তুমি আমার সহকারী হয়ে সর্ব্বদা সঙ্গে থাক্‌বে, আর কুমার বনবীর কতকটা ফৌজ নিয়ে আমাদের কাছে কাছে থাকবে, আবশ্যক হ'লে সে'ও এসে' যোগ দেবে। আর, চিতোর রক্ষার জন্য কুমার হরিসিংহ এক হাজার পাঠান সৈন্য নিয়ে এখানে থাক্‌বে।

মালদেব। এই মাটি করেছে! এই বুড়ো বয়সে প্রত্যহ কুচ্‌কাওয়াজ কি বরদাস্ত হ'বে, খাঁ সায়েব? তার চেয়ে,—আমি এখানে বসে' চিতোর রক্ষা করি, আর হরি সিংহ আপনার সঙ্গে য'াক্!

হরিসিংহ। তা' কি হয় বাবা! হাকিম নড়ে ত' হুকুম নড়ে না! সুলতানের পরোয়ানার উপর কলম চালায় এত বড় ক্ষমতা কা'র আছে?

গাজিখাঁ। তা' ত বটেই! বিশেষ, সুলতানী পরোয়ানার একটি অক্ষরও অমান্য করলে, আমি যে আগে তোমাকেই বন্দী করে' দিল্লীতে চালান দিতে বাধ্য হ'ব, রাজা!

মালদেব। এই মাটি করেছে! এগুলে নির্ব্বংশে, পেছুলে সর্ব্বনেশে!

গাজি খাঁ। ভাব্বার সময় নাই রাজা। এখনই আমাদের কুচ করতে হ'বে! কুমার বনবীরকে আমি আগেই রওয়ানা করে' এসেছি।

মালদেব। চল' বাবা। বরাৎ ছাড়া ত' আর পথ নাই!

[গাজি খাঁ ও মালদেবের প্রস্থান।

হরিসিংহ। বাঃ বাঃ বাঃ! মেঘ না চাইতেই জল! হ'তেই হবে। শাস্ত্রে বলেছে "উদ্যোগী পুরুষের প্রতি ভাগ্য চিরদিনই সুপ্রসন্ন"। দেখ,— কোথা থেকে হঠাৎ সুলতানী পরোয়ানা এসে আমাকে এক হাজার পাঠান ফৌজের অধ্যক্ষ আর চিতোরের শাসনকর্ত্তা করে দিলে! আর একটু চেষ্টা করলে কৈলোয়ারার আধিপত্য লাভ অসম্ভব বলে' মনে হচ্চে না! বিধবা ভগ্নীর ব্রতভঙ্গ, বিবাহ বাসরে তা'র পতিহত্যার চেষ্টা, তার শিশুপুত্রের জীবন বলি,—এত গুলো অসম-সাহসিক কার্য্য কি একেবারেই ব্যর্থ হতে পারে? কখনই না! প্রত্যক্ষ ফল—এই অযাচিত ভাবে দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহ লাভ! হামির, আগে এই শিশুবধে তোমায় নির্ব্বংশ করি, তা'র পর ছলে, বলে অথবা কৌশলে তোমায় হত্যা করে কৈলোয়ারা অধিকার!

(গ্রহাচার্যের প্রবেশ)

গ্রহাচার্য্য। দেখলে ত কুমার! রামহৃদয় গ্রহাচার্য্য কার্য্য সফল করে

হামির।

আসতে জানে কি না? পুরস্কারটা আর হাতে রাখবার আবশুক কি? ও সব চুকিয়ে ফেলাই ভাল! ঋণ রাখ্‌তে নাই—ঋণ রাখতে নাই!

হরিসিংহ। (স্বগতঃ) উঃ! দুঃস্বপ্নের মত দিবারাত্র বুকে চেপে বসে আছে! (প্রকাশ্যে) এখানে ও সব কথা থাক্। কে দেখে ফেলবে, শুনে ফেলবে! চলুন,—ঐ ক্ষেত্রপালের মন্দিরে গিয়ে কথা কওয়া যাবে!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য—বাঘোর, শিবির।

(নেহার রাও, শিউজী ও লছমি)

লছমি। রাঠোর সেনাপতি! নিকটে এত সমতল ভুমি থাকতে, মেহেতাজী বাঘোর অধিত্যকায় শিবির সংস্থাপন করলেন কেন?

নেহান। এর অর্থ আমিও ঠিক বুঝিতে পারছি না!

শিউজী। এই পর্ব্বতে উঠিতে আমাদের যতটা পরিশ্রম আর বিলম্ব হ'য়েছে, নামবার সময় ততটা হবে না। চিতোরের দিকটায় বেশ ঢালু নেমে গেছে।

নেহান। এখান থেকে চিতোর সহজেই দৃষ্টি গোচর হয়।

লছমি। আমি আজ সারা সকালটা সেই দৃশুই দেখছিলাম। আরাবলির নাতি উচ্চ শিখরের উপর সেই চিতোর দুর্গ, আজ আলাউদ্দিনের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা ঘাড়ে করে' যেন মাটিতে মুয়ে পড়েছে!

নেহান। আর, সেই বাপ্পার বংশধর হামির আজ সেথা একজন

প্রবাসীর মত ছাড় পত্রের সহায়ে পুত্রবলি দিতে গেলেন! নিয়তির কি কঠোর বিধান, লছমি!

লছমি। কি অদৃষ্ট নিয়েই রাণা জন্মেছিলেন! একদিনের জন্য জীবনে শান্তি পেলেন না! আর, কি অদৃষ্ট নিয়েই অভাগিনী চন্দা কৈলোয়ারায় এসেছিল! সেনাপতি, যদি প্রাণ দিয়াও তা'র সন্তানকে রক্ষা করতে পারলাম!

(জাল মেহেতার প্রবেশ)

জাল। লছমি, তোমার সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত?

লছমি। আমার প্রত্যেক সিপাহী প্রস্তুত। কিন্তু এ সময়ে—

জাল। এর চেয়ে সুসময় আর কবে হ'বে লছমি? উষারশিশির-ধৌত সদ্যবিকশিতকমলতুল্য শিশুর নির্ম্মল শোণিতে পরিতৃপ্ত কুলদেবতার আনুকূল্য আর কবে পাবে, লছমি? শিশোদীয় বালকের আত্মদানে, ক্ষত্রিয় পিতার আত্মসংযমে, রাজপুত জননীর কর্ত্তব্যপালনে, হরিসিংহের পৈশাচিক শক্তি অবসন্ন হ'য়ে গেছে, লছমি! আজ তোমার দুর্ম্মদ পার্ব্বত্য সৈন্য নিয়ে নেহানের পৃষ্ঠ রক্ষা করবে এস। বাপ্পার চিতোরে শিশোদীয় বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এই শিশুর প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে প্রতিফলিত! এই শিশুবলির সঙ্গে প্রত্যেক মিবারবাসী আত্ম-বলি দিয়ে কীর্ত্তির অমৃতময় প্রসাদে অমরত্বের অধিকারী হ'ব চল!

(মায়াদেবীর প্রবেশ)

মায়াদেবী। রাণা—রাণা! মেহেতাজী, রাণা কৈ?

জাল। ছাড়পত্র পাবার পরই তিনি যাত্রা করেছেন। এতক্ষণে বোধ হয় চিতোরে পৌছে থাকবেন!

মায়াদেবী। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

জাল। কেন দেবি, ঘটেছে কি ?

মায়াদেবী। মেহেতাজী, শিশুবলির সমস্ত ব্যাপার হরিসিংহের ষড়যন্ত্র !

সকলে। কি সর্ব্বনাশ !

মায়াদেবী। জিৎসিংহ যখন ছাড়পত্র নিয়ে চিতোর থেকে চলে আসে, আমি রাণার কল্যাণে স্বস্ত্যয়ন করবার জন্য ক্ষেত্রপালের মন্দিরে যাই। ক্ষণেক পরে, নাটমন্দিরে দু'জন মানুষের মৃদুকণ্ঠস্বর শুনে' উঁকি মেরে দেখি যে হরিসিংহ আর সেই আচার্য্যব্রাহ্মণ কি গোপনীয় বিষয়ে কথা কইছে। একটা স্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়িয়ে তা'দের কথোপকথন যা' শুনলাম, তা'তে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো, শরীর অবসন্ন হ'য়ে গেল, মাথা ঘুরতে লাগ্‌লো! হরিসিংহের উৎকোচে প্রলোভিত হ'য়ে সেই জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ এই সর্ব্বনাশ করেছে। তা'র সমস্ত গণনাই মিথ্যা! কি হ'বে, কেমন করে' রক্ষা পাবে ? আর সময় নাই, আমি চিতোরে চল্‌লাম। জীবন পণ কর মেহেতাজী !

[মায়াদেবীর প্রস্থান]

জাল। বিদ্যুতে আরোহী হ'য়ে ছুটে চল বলায়ক রাণী! ছুটে চল রাঠোর সেনানী! নিষ্কোষিত তরবারি বজ্রমুঠে কর আকর্ষণ। পলকে প্রলয় ঘটে যাবে! কর প্রাণ-পণ রাজশিশু রক্ষার কারণ। মৃত্যু যদি হয় তা'তে বীরপুত্রগণ, কীর্ত্তিস্তম্ভ জেনো সে মরণ! জেনো স্থির ধর্ম্মযুদ্ধে বিজয় নিশ্চয়! বল সমস্বরে— "জয়-জয়, মেবারের জয়" !

সকলে। জয়-জয়, মেবারের জয় !

[সকলের প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য—ক্ষেত্রপালের মন্দির

(হামির, চন্দা, আনন্দ ও পুরোহিত)

হামির। কর পুরোহিত, মন্ত্র উচ্চারণ কর! চেয়ে দেখ, শিলাময় মহাকাল শিশুবলির প্রবল লালসায় কম্পিত কলেবরে রুধির প্রার্থী। কর পুরোহিত, সন্তপ্ত কুলদেবতার তৃপ্তি সাধন কর! জানি না ব্রাহ্মণ, কি অজ্ঞাত কলুষসন্তাপে মিবাররাজকুলের সকল কল্যাণ প্রচণ্ড দাহনে জ্বলে' উঠেছে! সে অনল বালকের শীতল শোণিতে নির্ব্বাপিত করে দাও। দেখ চন্দা, কাল বহে' যায়। মহারুদ্রের রোষবহ্নিতে তোমার বিরাট আহুতি অর্পন কর, চন্দা!

আনন্দ। বল মা, আমায় যেতে বল। তুমি না বল্‌লে যে আমার পূজা সফল হ'বে না, মা!

চন্দা। আনন্দে রে, বাপ রে আমার!

আনন্দ। কেন কাঁদছ মা? তোমার আশীর্ব্বাদে, তোমার পুণ্যে আজ আমি মেবারের জন্য মরবার অধিকার পেয়েছি! তুমিই ত' কতদিন বলেছিলে মা, যে মেবারের জন্য প্রাণ দিলে স্বর্গে যায়! আমি স্বর্গে যাচ্ছি, তবে কেন কাঁদছ মা?

চন্দা। কে রে দেবশিশু চণ্ডালিনীর গর্ভে এসে জন্মেছিলে! আর মা বলে' ডেকো না আমায়। মাতৃনাম বিশ্ব হ'তে লুপ্ত হ'য়ে গেছে! এই ঘোর শ্মশানে ভূতেশের ভূতযজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য মা' কি কখন জীবন্ত সন্তানকে বুকে নিয়ে আস্‌তে পারে? আজ হ'তে সন্তানের মুখে ঘুচে যাবে মধুমাখা মা—মা বলে' ডাকা, মাতৃনামে দেব-দৈত্য-মানবের কাণে

ঢেলে দিবে নিদারুণ মৃত্যু-কোলাহল! পুত্র আর 'মা—মা' বলে ডেকে মা'র প্রাণ হ'তে মুছাবে না শোক তাপ বিষাদের জ্বালা! মাতৃনাম চির দিন করিবে প্রচার আজিকার পুত্রবধ জিঘাংসাকাহিনী!

হামির। ঐ দেখ রাজরাণি, বিষাদিনী মেবার কাতর নয়নে তোমার পানে চেয়ে অশ্রুধারায় মর্ম্মবেদনা জানিয়ে দিচ্চে! ঐ শোন গরীয়সী মহিষী আমার, কোটী কণ্ঠে মিবারবাসী তোমায় মাতৃনামে আহ্বান করে' আশ্রয় ভিক্ষা চাইছে! ক্ষুদ্র এক শিশুপুত্রের মমতায় মুগ্ধ হয়ে, কোটী কোটী সন্তানের করুণ আর্ত্তনাদ উপেক্ষা ক'রো না, চন্দা! এস—এস মিবারের রাণী, —মিবারের কল্যাণে সহাস্যবদনে দেবরোষ প্রশমন কর!

চন্দা। ব্যাকুল হ'য়ো না রাণা! কালভৈরবের সংহারলীলায় সহায় হ'বে বলে' এ শ্মশানে ক্ষত্রিয়ানী আজ বুক বেঁধে দাঁড়িয়েছে দেখ! পিতৃঅধিকার করিয়া বিস্তার ধর রাণা সন্তানে তোমার, পূর্ণ কর আশুতোষ-শোণিতপিপাসা! ক্ষুদ্রশিশু, ক্ষুদ্র দেহে তা'র স্বল্পমাত্র শোণিত সঞ্চার। তা'তে ত' যা'বে না রাণা, শঙ্করের ক্ষুধার যন্ত্রণা! পরিপুষ্ট এ দেহ আমার নিবেদন কর আগে শঙ্করের পায়!

[শিববিগ্রহের সন্মুখে পতন]

হামির। উঠ উন্মাদিনী! বিশ্বের কল্যাণে নিরন্তর যোগমগ্ন বিশ্বনাথের নামে কলঙ্ক অর্পন করো না, চন্দা। সত্য বল রাজপুত বালা,— শিববিগ্রহের সম্মুখে, ব্রাহ্মণের সম্মুখে, তোমার পতির সম্মুখে সত্য করে' বল,—পুত্র চাও-না মেবার চাও? পুত্র চাও-না শিশোদীয়

বংশের কল্যাণ চাও? পুত্রের নশ্বর জীবন চাও-না মেবারের পুনরুদ্ধার চাও?

চন্দা। আজ পুত্রশোকের দারুণ বজ্রাঘাত বুক পেতে নেবার জন্যই কি এতদিন এত আদরে আমায় আশ্রয় দিয়েছিলে? এই শাস্তি দিবার জন্যই কি বিবাহরাত্রে অভাগিনী বিধবাকে পরিত্যাগ কর নি? মেবারের জন্য যখন আত্মবিসর্জ্জন দিতে পেরেছিলাম রাণা, আজ মেবারের কল্যাণে পুত্রবিসর্জ্জনে কাতর হ'ব না! দাও রাণা, পুত্র বলি দাও! পুত্র বলি দাও! পুত্র বলি দাও!

[প্রস্থান।

আনন্দ। বাবা!

হামির। প্রাণাধিক, বংশের গৌরব! তোমার সুকৃতিবৈভবে বংশমান চিরোজ্জ্বল করে রাখ। তোমার দেবদয়িত কীর্ত্তির বিমল ছটায় ভারতগগণ উদ্ভাসিত হ'ক। তোমার অমানুষিক আত্মবলির তীব্র জ্যোতিতে শঙ্করের শিবত্ব ম্লান করে দাও। কর পুরোহিত, মন্ত্রপূতঃ করে' বলি নিবেদন করু।

পুরোহিত। এস বৎস, তোমার এ অলৌকিক কর্ম্ম উপলব্ধি করবার শক্তি দাও। জল, স্থল, ব্যোম ভক্তি বিহ্বল প্রাণে কেঁপে উঠেছে! তোমার এ বিরাট যজ্ঞের পৌরহিত্য করবার শক্তি দাও শিশু! এস বৎস, সিন্দুর তিলক ধারণ করে' ব্রতী হ'বে এস!

আনন্দ। বাবা! আশীর্ব্বাদ কর, বাবা!

হামির। বাবা! না—না, এ আহ্বান বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী! কর্ত্তব্য আরক্ত নেত্রে চেয়ে আছে, মিবার কাতর কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করছে, বুভুক্ষায় উন্মত্ত ত্র্যম্বক! এস ব্রতীশ্রেষ্ঠ, কুলদেবতার চরণে সাষ্টাঙ্গে

প্রণত হও! ধর হে ব্রাহ্মণ, সাবধানে খড়গ ধর। বলি দাও শঙ্করের পায়!

আনন্দ। নমঃ শিবায়!

হামির ও পুরোহিত। নমঃ শিবায়!

(পুরোহিতের খড়্গ উত্তোলন এবং নেহানের প্রবেশ)

নেহান। (পুরোহিতকে ধরিয়া) সাবধান অজ্ঞান ব্রাহ্মণ!

(পাঠান ও বলায়ক সৈন্যদলের প্রবেশ)

পাঠানগণ। আলাল্লা হো!

বলায়কগণ। হর—হর—হর—হর। (যুদ্ধ)

(লছমির প্রবেশ)

লছমি। সেনাপতি, রাণাকে রক্ষা কর!

[আনন্দকে লইয়া লছমির প্রস্থান]

নেহান। বীরপুত্রগণ! একজনও পাঠানকে জীয়ন্তে ছাড়বে না।

[বলায়কগণ ও পাঠানগণের প্রস্থান]

হামির। এ কি সত্য, না স্বপ্ন! তোমার কার্য্যে এ কি বিঘ্ন ক্ষেত্রপাল? মন্ত্রপুতঃবলি অপহৃত, দেবমন্দির পাঠানের দ্বারা কলুষিত, পবিত্র তপোবন কদর্য্যতায় পরিপূর্ণ হ'ল! দাও পুরোহিত, ধুর্জ্জটির হাত থেকে শূল এনে দাও! সংহারমূর্ত্তি ধরে' আজ সমগ্র ভারতকে ধ্বংস করে' পশুপতির চরণে অঞ্জলি ঢেলে দিব!

(হরিসিংহকে ধৃত করিয়া, শিশোদীয় পতাকা হস্তে জালের প্রবেশ এবং তৎপশ্চাৎ গ্রহাচার্য্যকে ধৃত করিয়া নেহানের প্রবেশ)

জাল। কোথাও যেতে হবে না, রাণা! যুগ্ম বলি উপস্থিত, দেবতার চরণে এক সঙ্গে দুই বলি অর্পন কর।

হামির। এ কি ভোজবাজী চারিদিকে! যদি সত্যই তোমরা বন্ধু হও, যদি মানবের জ্ঞানাতীত কুহকবলে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তে আজ এখানে আস্‌তে পেরেছ, তবে এস রাঠোরগণ, জীবন উৎসর্গ করে এই নৃশংসতার প্রতিশোধ নাও!

জাল। প্রতিশোধ-প্রতিশোধ, রাণা! এই দেখুন আপনার সন্তানের শোণিতপানে উদগ্রীব এই পিশাচ আর তা'র সহকারী এই ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি ধারী নরকের প্রেত! এদেরই ষড়যন্ত্রে আজ মঙ্গলময় মহেশের নামে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আয়োজন হ'য়েছিল! কিন্তু মহারাণা আপানার অকপট মেবারপ্রেমে তুষ্ট হ'য়ে ক্ষেত্রপাল আজ চিতোরের সিংহাসন বাপ্পার বংশধরকে প্রত্যর্পন করেছেন। এই দেখুন রাণা বাপ্পার সূর্য্যাঙ্কিত রক্তপতাকা চিতোর-উদ্ধারের সাক্ষী স্বরূপ আবার চিতোরে উড্ডীন হ'ল!

(আনন্দকে লইয়া মায়াদেবী ও চন্দার প্রবেশ)

চন্দা। আর, এই নাও রাণা; ক্ষেত্রপালের অমূল্য উপহার এই শিশুকে তোমার স্নেহসিক্ত বক্ষে ধারণ কর! কর্ত্তব্যের অনুরোধে দেশহিতের জন্য এ অমূল্য রত্নকে তুমি মাতৃবক্ষ হ'তে ছিন্ন করে যে মহাপুণ্য অর্জ্জন করেছিলে, সেই পুণ্য বলে আজ পুত্রহারা জননীর শূন্য বক্ষ পরিপূর্ণ করে পুত্র আবার মা বলে ডেকেছে! ধর রাণা, একবার তাকে তোমার বুকে চেপে ধর। একবার তা'কে পিতা বলে' ডাকবার অবসর দাও!

(হামিরের ক্রোড়ে আনন্দকে প্রদান)

আনন্দ। বাবা!

হামির। বাবা! (আনন্দকে চুম্বন)

মায়াদেবী। রাণা, প্রসন্ন কুলদেবতার নির্ম্মাল্য গ্রহণ কর। ক্ষত্রিয়ের

উপযুক্ত কঠোর নিষ্ঠাবলে তুমি কুলদেবতার প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হ'য়েছ! সেই প্রসন্নতার নিদর্শন স্বরূপ আজ তিনি তোমাকে চিতোর আর সন্তান একসঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন। আজ থেকে এই শিশুর নাম হ'ল ক্ষেত্রসিংহ!

(লছমি ও শিউজীর প্রবেশ)

লছমি। আর, আজ থেকে এই ক্ষেত্রসিংহ বলায়ক জাতির অধীশ্বর হ'ল। শিউজী বলায়ক সর্দ্দার মুঞ্জার উষ্ণীষ আমাদের নূতন প্রভুকে পরিয়ে দাও।

জাল। দেখ ক্ষত্রকুলাঙ্গার! এই পার্ব্বত্য বলায়ক কন্যার মহত্ব দেখে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাও। এই শিশু যে তোমারও পুত্র স্থানীয়! সন্তানে আর ভাগিনেয়তে যে কোনও পার্থক্য নাই, কুমার। এর পিতার প্রতি যদি তোমার কোনও শত্রুতা থাকে, সে বৈরীভাব কি এই শিশুর স্নেহমাখা মুখ দেখে, প্রেমভরা আত্মিয়-তায় পরিণত করতে পার নি! আর, ধিক তোমাকেও গ্রহাচার্য্য! ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে, যজ্ঞসূত্র ধারণ করে, এত নীচ অন্তঃকরণ তোমার!

গ্রহাচর্য্য। আমায় মেরো না বাবা! এক হাজার মোহর আর দু'খানা গ্রাম দিতে চেয়েছিল। আমি বড় গরীব। লোভ সামলাতে পারি নি বাবা!

জাল। অর্থলোভে রাজশিশু হত্যা করতে গিয়েছিলে, ব্রাহ্মণ! ব্রহ্মার বদনবিনিসৃত তোমারই পূর্ব্বপুরুষগণ ঐশ্বর্য্যের মস্তকে পদাঘাত করে' তিতিক্ষায় ত্যাগীশ্বর শঙ্করকেও পরাভূত করেছিল! যে ব্রাহ্মণ তীব্র তপস্যাবলে বিষ্ণুরও আরাধ্য হয়েছে, যে ব্রাহ্মণ যোগবলে অনন্ত বারাধি একটিমাত্র গণ্ডুষে শোষণ করেছিল, যে ব্রাহ্মণের

পাদপ্রক্ষালনের জন্য যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে পূর্ণঅবতার বাসুদেব স্বয়ং যাঁরি বহন করেছিলেন, যে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন নারায়ণ সযত্নে আপন বক্ষে ধারণ করে আছেন ;—সেই বর্ণশ্রেষ্ঠ বিপ্রের নন্দন তুমি, অর্থলোভে রাজশিশুর প্রাণ নাশে উদ্যত হয়েছিলে! খড়্গ দাও, খড়্গ দাও পুরোহিত,—শিশু বলির পরিবর্ত্তে এই যুগ্ম বলি ক্ষেত্রপালকে অর্পন করবো!

হামির। না—না, মেহেতা! চিতোর উদ্ধারের এই পুণ্যদিনে, এই পবিত্র মন্দির নরহত্যায় কলুষিত ক'রো না। নেহান,—ঝালোর-কুমারকে কৈলোয়ারায় নিয়ে গিয়ে রাজোচিত সম্মানের সহিত বন্দী করে রাখ্‌বে! যাও ব্রাহ্মণ, মেবার থেকে তোমায় চিরনির্ব্বাসিত করলাম। সহস্র সুবর্ণমুদ্রা তোমায় দিচ্চি, অভাবে পড়ে' আর কখনও ব্রাহ্মণোচিত স্বভাব নষ্ট ক'রো না! মেহেতাজী, তোমায় লক্ষ ধন্যবাদ্। আজ তোমারই জন্য চিতোর আর পুত্র ফিরিয়ে পেয়েছি! তোমার নাম শিশোদীয় বংশের সঙ্গে চিরদিন জড়িত থাকবে। আজ থেকে তোমায় চিতোরের সর্ব্বপ্রধান সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত করলাম!

জাল। মহারাণা! সবই ক্ষেত্রপালের ইচ্ছা, আমরা কেবল উপলক্ষ মাত্র।

হামির। লছমি!

লছমি। মার্জ্জনা করুন, রাণা! লছমি মরেছে, আমি মেবারের একজন চারণী মাত্র!

(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক।

—:*:—

১ম দৃশ্য—দরবার কক্ষ।

(জাফর খাঁ, মির্জা আলি বেগ, ওমরাহগণ ও দরবেশবালকগণ)

[দরবেশ বালকগণের গীত]

দোয়া মানো, দোয়া মানো, দোয়া মানো ঈলাহীসে।
লগা রহো হালালোমে, জুদা রহো হারামোসে ॥
রহম করো ইন্‌সানোপর, ইয়াদ করো পীর পয়গম্বর,
অগর নেকী তুম্‌হারেমে, বদী কিস্‌কী তুম্‌হারেসে ॥
গুণহা হাজারো দৌলৎমে, খুসী রহো গরিবীমে,
অমিরোঁসে অলগ্ মৌলা, মহব্বৎ হ্যায় ফকিরোঁসে ॥

[দরবেশবালকগণের প্রস্থান।

(আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

সকলে। মোবারক! মোবারক! মোবারক!

আলাউদ্দিন। মির্জা আলি বেগ্! ছোকরাগুলো, এই যে বয়েদ আউড়ে গেল, এ কেবল আউরৎ আর ভণ্ডদের মনস্তুষ্টির জন্য প্রচলিত করা হয়েছে। রাজ্যশাসনের সঙ্গে ধর্ম্মাচরণের কোনও সম্বন্ধ নাই। ওটা কেবল ব্যক্তিগত সখ মাত্র।

মির্জা আলি। ঠিক বলেছেন জনাব! আমার যেমন খরগোস, কবুতর আর আফিমের সখ আছে! ও ধর্ম্মটর্ম্মগুলো হুজুর, বিলকুল ওয়াহিয়াদ্!

আলাউদ্দিন। সত্য বলেছ, মির্জা আলি বেগ! দুনিয়াটা বিলকুল ওয়াহিয়াদ! সব ভণ্ড, সব দাগাবাজ! এই সব দেখে শুনে

আমি প্রাণের পরদা খুলে কেবল সিরাজী আর লড়াই নিয়ে পড়ে আছি। তা'তে কি বেশ আমোদ হয় না, মির্জা সাহাব ?

মির্জ্জা আলি। আঃ হা! অগর চাহে আল্লাতালা, য্যায়সী গোস্তমে গরমমসালা!

সকলে। সাবাশ্! সাবাশ্!

(জনৈক সিপাহীর প্রবেশ)

সিপাহী। খোদাবন্দ্! সেনাপতি গাজি খাঁ আর মহারাজ মালদেব, জাঁহাপনার নিকট আর্জি পেশ করবে ব'লে অপেক্ষা করছে। জনাবের হুকুম হ'লে তা'দের এখানে হাজির করি।

আলাউদ্দিন। গাজি খাঁ আর মালদেব লড়াই ছেড়ে দিল্লিতে হাজির! দু'একটা সামন্ত রাজাকে পরাজিত করে' ইনামের লোভে এসেছে বুঝি! নিয়ে এস আলাউল খাঁ, শুনি তা'দের আর্জিটা একবার।

[সিপাহীর প্রস্থান।

জাফর খাঁ। আমি সংবাদ পেয়েছি জাঁহাপনা, যে মাদেরীয়ার মীরেরা বুন্দী আর শিক্রির রাজাদের সঙ্গে মিশে সৈন্যবল খুব পুষ্ট করেছে। তা'দের বিরুদ্ধে অভিযান না করে' গাজি খাঁর এখানে আসা কোন মতেই উচিত হয় নি'!

আলাউদ্দিন। অন্য দিকে কতটা কৃতকার্য্য হ'য়ে এসেছে, শুনি'!

(মির্জা আলি, মালদেব ও গাজি খাঁর প্রবেশ)

গাজি খাঁ। হুজুর।

মালদেব। জনাব।

গাজি খাঁ। কসুর মাফ্ হো।

মির্জা আলি। বিলকুল ওয়াহিয়াদ্! অজি,—ক্যয়সি কসুর, ক্যয়সি মাফ্,—কুছ বৎলাও ভি তো।

গাজি খাঁ। জাঁহাপনা! রাজপুতেরা আবার চিতোর দখল করেছে।

আলাউদ্দিন। ক্যয়া হায়!

মালদেব। খোদাবন্দ! আমার সেই নেমকহারাম জামাই হামির—বেমালুম চিতোর দখল করে' ফেলেছে। আমরা ফৌজ নিয়ে অন্য রাজাদের সঙ্গে লড়াই করছি, আর সেই অবসরে আঁটকুড়ির বেটা কি না এই কার্য্য করে বসেছে! আমায় পথে বসিয়েছে হুজুর—পথে বসিয়েছে!

মির্জা আলি। বিলকুল ওয়াহিয়াদ্!

আলাউদ্দিন। শয়তান! দাগাবাজ!

গাজি খাঁ। মালিক-উল-মুলুক্! কসম খোদাকী,—সুলতানের কাজে এ গেলোমের কোনও গফলৎ হয় নি! আমার অধীনস্থ পাঠান ফৌজ নিয়ে এখনও এ গোলাম সমস্ত রাজোয়াড়া সমূলে উচ্ছেদ করতে পারে। আমি এখানে এসেছি জাঁহাপনা, কাফেরের গোস্তাকির এত্তালা দিতে। গোলামের উপর কি হুকুম হয়, খোদাবন্দ?

আলাউদ্দিন। এ গোস্তাকির শাস্তি দিতে হয় কি ক'রে, আলাউদ্দিনের তা বেশ জানা আছে! জাফর খাঁ,—কাফেরের হাতে আজ মেবার প্রদেশ ছেড়ে দিবার জন্য সুলতান সিকন্দর শানি চিতোর বিজয় করে নি! আলোকসামান্যরূপবতীপদ্মিনী-প্রমুখ শত শত সুন্দরীর মৃত্যুবিজড়িত সেই জয়মাল্য কি আজ এক ঘৃণ্য কুক্কুরের গলায় স্বহস্তে পরিয়ে দিতে হবে?

গাজি খাঁ। জাঁহাপনা! হামির কৈলোয়ারা ও বাঘোর এই দুই

স্থানেই ঘাঁটি বসিয়েছে। এই দু'টা দুর্গ দখল করতে না পারলে, চিতোরে পৌঁছাতে পারা যাবে না!

আলাউদ্দিন। কাফেরের তুচ্ছ এ কৌশলে পাঠান ডরে না কভু! অরাতির শক্তি স্মরি' আতঙ্কে শিহরে ভীরুজন! বিশ্বজয়ী পাঠান বাহিনী, প্রভঞ্জন বলে তুলাসম উড়াইবে রাজপুতচমূ! ইরম্মদ-তেজে চূর্ণ করি' অভ্রভেদী আরাবলিশ্রেণী, পদতলে দলিবে চিতোর! প্রলয়-প্লাবন সম প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে হিন্দুস্থান হ'তে ধুয়ে দিবে মেবারের নাম। তুমুল সংগ্রামে শ্মশানের বিভীষিকা ছাইবে চৌদিক! সুন্দরীর চিতা আরোহণে অবসান হবে না সংগ্রাম! লেলিহান প্রচণ্ড অনল জ্বালাইব চারিভিতে, সে ভীষণ অগ্নিলীলা মাঝে রাজস্থান ভস্মস্তূপে হ'বে পরিণত!

[সকলের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য—চিতোর দুর্গপ্রাঙ্গন।

(হামির ও জালমেহেতার প্রবেশ)

হামির। সমস্ত ঠিক্! বাঘোর দুর্গ জিৎসিংহের দ্বারা সুরক্ষিত। কৈলোয়ারায় নেহান আর শিউজী প্রস্তুত হ'য়ে আছে। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় মেহেতাজী,—পাঠান সৈন্য এ কয় দিন বিজনৌরে নিশ্চল হ'য়ে বসে' আছে!

জাল। এ ভাবে তাদের বেশী দিন থাকতে হবে না। শুনিলাম যে দশগুণ মূল্য দিয়েও পাঠানেরা রসদ সংগ্রহ করতে পারছে না।

লছমির নিষেধে কেউ তা'দের একটা দানাও বিক্রয় করছে না। বিজনৌরের চারিদিকে পাঁচ ক্রোশের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের চিহ্নমাত্র নাই! দিল্লি থেকে যে রসদ সঙ্গে এনেছে, তা' আর ক'দিন বসে' খাবে?

হামির। বিজনৌরে যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে, আমরাও অগ্রসর হ'ব। এখন চল মেহেতা, বাঘোরে গিয়ে রাঠোরদের আর একবার উৎসাহিত করে আসি।

(চন্দার প্রবেশ)

চন্দা। রাণা—রাণা! পূর্ব্বদিক থেকে চিতোর আক্রমণ করবে বলে' আলাউদ্দিন সিঙ্গোলীতে আস্‌ছে। আগে পূর্ব্বসীমান্ত রক্ষা কর, রাণা!

হামির। সে কি!

জাল। এ সংবাদ কে তোমাকে দিলে, মা?

চন্দা। লছমি!

হামির ও জাল। (সাশ্চর্য্যে) লছমি!

চন্দা। আমি ভবানীর মন্দিরে যাচ্ছিলাম, এমন সময় লছমি ঘোড়া ছুটিয়ে আমার সম্মুখে এসে বল্‌লে যে বিজনৌরে পাঠানফৌজ দু'ভাগে বিভক্ত হ'য়ে, একটা দল গাজিখাঁর অধীনে কৈলোয়ারা আর বাঘোর আক্রমণ করতে গিয়েছে; আর এক দল নিয়ে আলাউদ্দিন সিঙ্গোলী অতিক্রম করে' চিতোরে আস্‌ছে! এই বলে সে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সিঙ্গোলীর দিকে চলে গেল!

জাল। রাণা!

হামির। কিন্তু মেহেতাজী, লছমি কি এ সংবাদ রাণাকে দিবার অবসর পে'লে না?

জাল। আপনার কি সন্দেহ হয় যে এ সংবাদ মিথ্যা?

হামির। দুর্গমধ্যে ভবানীর মন্দির পর্য্যন্ত এসে, লছমি কি তোমার নিকট সমস্ত ঘটনা বলে যে'তে পার্‌তো না?

জাল। মহারাণা! এ সংবাদ সত্য বলেই আমার অনুমান হয়। সেই বীরবালা লছমি প্রকৃত ঘটনা না জেনেই কি পশ্চিমসীমান্ত ছেড়ে সিঙ্গোলীতে গিয়েছে? পাঠান ফৌজ হয় ত' অতি শীঘ্রই সিঙ্গোলীতে উপস্থিত হবে, কিম্বা হয় ত' এতক্ষণে পৌঁছে থাকবে; সেই জন্য লছমি আপনার অথবা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই, মহারাণীকে এই সংবাদ জানিয়ে গিয়েছে। আজ্ঞা দি'ন্ মহারাণা, এই মুহূর্ত্তে আমি সিঙ্গোলী যাত্রা করি!

হামির। চিতোর রক্ষার ভার তোমার উপর রইল, মেহেতা! সৈন্য নিয়ে আমি পূর্ব্বসীমান্তে চল্লাম। রাজপুতের শেষ আশ্রয় এই চিতোর রইল, আমাব ক্ষেত্রসিংহ রইল, আমার চন্দা—আমার সর্ব্বস্ব এই চিতোর রইল, জাল! দুর্ভেদ্য বাঘোর দুর্গ অতিক্রম করে' পাঠানেরা যদি আবার চিতোরের দ্বারে উপস্থিত হ'তে সমর্থ হয়, তা' হ'লে দেখো মেহেতা, আবার যেন নারীকুল ধ্বংসের জন্য চিতোরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাবার প্রয়োজন না হয়।

চন্দা। কি অপরাধে আজ এ কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে দিচ্চ, রাণা? মেবারেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গিনী বীরজায়া আমি, ক্ষত্রিয়ানী আমি! আমার কি আজ এতটা অধঃপতন হয়েছে রাণা, যে আত্মরক্ষার জন্য পরের বাহুবলে আজ আমায় নির্ভর করতে হবে? তোমার কাছে এতটা হেয় হ'বার আগে, আমার মৃত্যু হ'ল না কেন, স্বামী!

জাল। আর কি অপরাধেই বা অনুগত ভৃত্যকে এই কঠোর শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছেন, রাণা! রণস্থলে প্রভুর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ক্ষত্রিয়বিক্রমে যুদ্ধ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে আজ আমায় অন্তঃপুর রক্ষার ক্ষুদ্র ভার কেন দিয়ে যাচ্চেন, মহারাণা? জাল যেহেতোয় কি আজ ক্ষত্রিয় শক্তির এতটা লাঘব হয়েছে? মহারাণা, কিসের জন্য চিন্তিত হ'য়ে আজ আমায় দুর্গ রক্ষায় নিযুক্ত করে যাচ্ছেন? কা'র শক্তি বিস্মৃত হ'য়ে এত শঙ্কাকুল হয়েছেন, মহারাণা? এই নারীশক্তির সমাশ্রয়ে কতবার দেবতারা দনুজপীড়নে রক্ষা পেয়েছিল! এই নারীশক্তির প্রভাবে, আশ্রিত রক্ষণ হেতু পাণ্ডুপুত্রগণ দেবদয়িত গৌরব অর্জ্জনে সমর্থ হয়েছিল! এই নারীশক্তির সহায়তায় পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ ক্ষত্রশক্তি চূর্ণ করে, ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন! বল মা আমার, সেই আর্য্যাবর্ত্তে নারীশক্তি কি আজ একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেছে?

চন্দা। মহারাণা, সেই নারীশক্তি আর্য্যাবর্ত্তে এখনও পূর্ণতেজে বিদ্যমান। সমাজের পারিবর্ত্তনে, ধর্ম্মের অধঃপতনে, পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতায় সে অপ্রমেয় শক্তিকে স্রধু সঙ্কুচিত করে রেখেছে! সহস্র বৎসরের "নাস্তি" "নাস্তি" রবে আর্য্যনারীকে আত্মশক্তি ভুলিয়ে দিয়েছে, রাণা! বীরোচিত উদারতায় প্রাণ খুলে আর্য্য সন্তানেরা সেই তন্দ্রিত শক্তিকে আহ্বান করুক,—দেখবেন এই সুষুপ্ত নারীশক্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার পূর্ব্বতেজে প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে!

হামির। তাই হ'ক্ রাণী! সহস্র বৎসরের ঘন অন্ধকার হুহুঙ্কারে দীর্ণ করে' দিয়ে, প্রচণ্ড বিক্রমে জেগে ওঠো শক্তিস্বরূপিনী!

তাণ্ডবনর্ত্তনে এ ভীষণ জীবনসংগ্রামে ভীমপ্রহরণ করে মত্ত হও সংহার কারণ! ভীষণ শ্মশানভূমে, প্রধূমিত শোণিতপ্রবাহে, অস্ত্রে অস্ত্রে অনল উদ্গারে, হয়েছিল জীবনের করাল সূচনা!—মহাশক্তি বিকাশ করিয়া জাগো নারী পুনঃ একবার, বজ্র দাও বাহুতে আমার, নয়নে বিদ্যুৎশিখা; প্রলয়ের ঝঞ্ঝা দাও নিশ্বাসের সনে, শ্মশানের নির্ম্মমতা দানে মৃত্যুময় করে দাও হৃদয় আমার! বিসর্জ্জিয়া চণ্ডিকার চিন্ময়ী মূরতি, মিবারের প্রকট প্রতিমাখানি সযতনে স্থাপি' হৃদিমাঝে, সিদ্ধি লভি তীব্র সাধনায়!

চন্দা। জয়, জয়—ভবানীর জয়!

[প্রস্থান।

হামির ও জাল। জয়, জয়—ভবানীর জয়!

(উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—শিঙ্গোলী, গিরিবর্ত্ম।

(আলাউদ্দিন ও বনবীরের প্রবেশ)

আলাউদ্দিন। পথ ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আস্‌ছে। চারিদিকেই কেবল অন্ধকার গুহা! পাহাড়গুলো যেন গিল্‌তে আস্‌ছে। বনবীর—বনবীর!

বনবীর। জাঁহাপনা!

আলাউদ্দিন। আমি যে আউরৎটার সঙ্গে কথা কইছিলাম, তুমি তা'কে দেখেছিলে ?

বনবীর। দূর হ'তে দেখেছিলাম যে জাঁহাপনা একজন চারণীর সঙ্গে কথা কইছিলেন।

আলাউদ্দিন। শয়তানী ! হারামজাদী ! আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। শুনেছিলাম যে শিঙ্গোলী থেকে চিতোর যা'বার জন্য এইখান দিয়ে একটা সোজা পথ আছে, সে পথে পাঁচ ছয় ঘণ্টায় চিতোরে পৌঁছান যায়। আউরৎটাকে জিজ্ঞাসা করায় সে এই পথ দেখিয়ে দিলে ! তা'র সরলতা মাখান মুখ দেখে তা'কে বিশ্বাস করেছিলাম। ওঃ—কি ভয়ানক স্থান ! দু'ধারে কালো পাহাড় আস্‌মানে গিয়ে ঠেকেছে, মাঝ্‌খানে এই সঙ্কীর্ণ পথ। ফৌজ এখানে দম আট্‌কে মরে' যাবে !

নেপথ্যে। জান্ গ্যয়া—জান গ্যয়া !

বনবীর। ও কিসের কোলাহল ?

(জাফর খাঁর প্রবেশ)

জাফর খাঁ। জাঁহাপনা ! কাফের আক্রমণ করেছে। বেরুবার মুখ আট্‌কেছে ! এতটুকু সঙ্কীর্ণ স্থানে আমাদের প্রকাণ্ড ফৌজ পাশ ফিরে দাঁড়াতে পারছে না !

নেপথ্যে। জান্ গ্যয়া—জান্ গ্যয়া !

জাফরখাঁ। ঐ শুনুন জাঁহাপনা, সৈন্যের ভীষণ আর্ত্তনাদ !

বনবীর। খুব সম্ভব শত্রুরা এই দিকে আস্‌ছে। খোদাবন্দ্‌—ঐ সরু অন্ধকার পথের মধ্যে আশ্রয় লওয়া যা'ক্ ! শত্রু যদি এ দিকে আসে, ঐ সঙ্কীর্ণ পথে দ্বন্দযুদ্ধ ভিন্ন তা'দের অন্যোপায়

নাই! এই প্রকাণ্ড পাঠান সৈন্যের সঙ্গে দ্বন্দযুদ্ধে তা'রা পেরে উঠবে না!

আলাউদ্দিন। জাফরখাঁ! জীবনে কখন এরূপ সমস্যায় পড়ি নি। পাঁচ লক্ষ পাঠান ফৌজ সঙ্গে রয়েছে, দুষমনকে যেমন ক'রে হ'ক পরাজিত করতে হ'বে! যাও জাফর, পিছনের ঐ রাস্তাটা দিয়ে সমস্ত ফৌজ অন্ধকার রন্ধ্রপথে একত্রিত কর।

(জাফরখাঁর প্রস্থান)

নেপথ্যে লছমি। এই দিকে মেহেতাজী, এই দিকে।

বনবীর। জাঁহাপন', শত্রু নিকটে। এ স্থান আর নিরাপদ নয়!

আলাউদ্দিন। কাফেরকে ভয়? বজ্রমুষ্টে তরবারি ধরে' দুর্জ্জয় অরাতি-দলে কতবার করেছি সংহার! ছিন্নমুণ্ড-কবন্ধসঙ্কুল রণস্থলে আজীবন করেছি বিহার! অস্ত্রাঘাতে মুমূর্ষুর বিকৃত চিৎকার বীণার ঝঙ্কার সম শুনেছি শ্রবনে! স্তুপাকার শবের উপরে দাঁড়াইয়ে, প্রফুল্ল নয়নে মৃত্যুলীলা কতবার করেছি দর্শন! সমবেত শত্রু চারিদিকে নিস্পেষিত হ'বে পদতলে, কাফেরের ছিন্নমুণ্ডরাশি শিবাগণে খাওয়াব উল্লাসে!

(উভয়ের রন্ধ্রপথে প্রবেশ)

নেপথ্যে। হর—হর—হর—হর!

(জাল মেহেতা ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

জাল। বাহাদুর বীরপুত্রগণ! বীরদম্ভে কর সবে আরাতি নিধন। আততায়ী নহে সাধারণ! যা'র অত্যাচার, সোনার মেবার করে দেছে শ্মশান সমান; রক্ষা পেতে পৈশাচিক নৃশংসতা হ'তে, তোমাদের জননী দুহিতা চিতানলে করেছিল দেহ বিসর্জ্জন; মর্ম্মহীন উৎপীড়নে যা'র কাঙ্গালিনী সোনার মেবার, হাহাকার করে

ঘরে ; রক্তপানে রঞ্জিত দশনে করে দৈত্য কঙ্কাল চর্ব্বন ! দেখ আস্ফালন,—করি' অগ্রে শোণিত শোষন, রক্তহীন মেবারের বুকে করে দৈত্য ভীম পদাঘাত ! অশ্রুপাত অবিরাম দুখিনী নয়নে ! মহোৎসাহে হ'য়ে আগুয়ান্, দানব কবল হ'তে সুরলোক কর পরিত্রাণ !

(রন্ধ্র পথে সকলের প্রবেশ)

নেপথ্যে। আলাল্লা হো !

(আলাউদ্দিন ও বনবীরের পুনঃপ্রবেশ)

আলাউদ্দিন। রন্ধ্র পথে কত শত্রু করে'ছে প্রবেশ ?

বনবীর। বহু সৈন্য, সংখ্যা নাহি হয় তা'র !

আলাউদ্দিন। অন্ধ হ'ক নয়ন তোমার !

নেপথ্যে। জান্ গয়া ! জান্ গয়া !

আলাউদ্দিন। ঐ শোন' মৃত্যু-কোলাহল ! ঐ দেখ অস্তাচলে দীপ্তিহীন তপন কিরণ, আসে ঐ তিমিররূপিনী নিশা গ্রাসিতে ভুবন ! রন্ধ্র পথে শত শত অগ্নিরাশি জ্বালাও চৌদিকে, আঁধারে আলোকে মিশ্রিত বিভৎস দৃশ্য সৃজিবে হেথায় ! নিদারুণ পাঠান হৃদয়, নাহি ভয় ত্রিভুবন হ'লে বাদী ! যাদু জানে হিন্দুস্থানে জনে জনে, যাদুমন্ত্রে অবসন্ন পাঠান বাহিনী, পৈশাচিক ইন্দ্রজাল অস্ত্রজালে ছেদিব এখনই !

[উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে। হর—হর—হর - হর !

(জাল, মেহেতা ও সৈনিকগণের প্রবেশ)

জাল। এই দিকে পালায় পাঠান ! পদশব্দ লক্ষ্য করি হও আগুয়ান্।

সৈন্যগণ। সুধু ঘোর অন্ধকার ! কিছু দেখা যাচ্চে না।

জাল। অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার! এ আঁধার দিনেকের নহে! আত্মশক্তি বিস্মৃতির হেতু যুগান্তের ঘন তমোরাশি করাল মূরতি ধরি' জমাট বেঁধেছে হেথা পর্ব্বত কন্দরে! হান' প্রহরণ, দন্তে দন্তে কর ঘরষণ, অগ্নিরাশি কর বরষণ যুগল নয়ন হ'তে! সিন্ধুনাদে করিয়া গর্জ্জন কাঁপাও ভূধরশ্রেণী! উর্দ্ধফণা ভুজঙ্গম সম ধাও বেগে ধরিতে মণ্ডুকে। কালকূট উদ্‌গীরণে জ্বলে যা'ক বিশ্ব চরাচর, বিচলিত হয়ো না তাহায়; লক্ষ্য শুধু পাঠান সংহার!

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে। আলাল্লা হো!

(লছমি ও হামিরের প্রবেশ)

হামির। পথ ছাড় বালা, পথ ছাড়, কেন বাধা দাও! প্রভুভক্ত সৈন্যগণ জীবন উপেক্ষা করে' তমাচ্ছন্ন ভীষণ কন্দরে পশিয়াছে শত্রুর সংহারে। আমি নেতা তাহাদের, বহির্দেশে এখনও দাঁড়ায়ে নিরাপদে রাখি প্রাণ! অপযশ গাহিবে ভুবন, কলঙ্ক রাঠোর কুলে। বীরপ্রসূ রাজস্থানে শিশু আদি সবার বদনে হামিরের অপবাদ হইবে কীর্ত্তন! জেনো নারী, ক্ষীণ করে রাঠোর ধরে না অসি! একেশ্বর রন্ধ্র পথে পশি' পাঠানের রক্তরাশি ঢালিয়া ঢালিয়া, মুছাইব বিষাদ-কালিমা মেবার অধর হ'তে!

লছমি। তোমাকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করবার জন্য এ প্রয়াস নয়! জানি রাণা, তোমার সঙ্গে অসি যুদ্ধে পাঠানের পরাজয় অনিবার্য্য। কিন্তু, রাণার সঙ্গে দ্বন্দ যুদ্ধে পরাজিত হ'লেও সেই ঘৃণ্য দস্যুর গৌরব শতগুণে বৃদ্ধি পাবে! পাঠান দস্যুকে সে গৌরব অর্জ্জনের অবসর দিব কেন, রাণা?

নেপথ্যে। জয়-জয় হামিরের জয়!

লছমি। ঐ শোন রাণা, তোমার সৈন্যদের সিংহনাদ বজ্রাঘাতের মত পাঠান প্রতিষ্ঠা চূর্ণ করে দিচ্চে। ঐ শোন, অন্তরীক্ষে দেবতারা তোমার বিজয় দুন্দুভি বাজাচ্চে! ঐ দেখ তোমার প্রভুভক্ত সৈন্য-গণ শত্রুসংহার করে' বিজয় গর্ব্বে তোমায় সম্ভাষণ করতে আস্‌ছে! বিষাদিনী মেবারের মলিন অধরে আনন্দের হাসি ফুটে উঠেছে মহারাণা। বিজয় উল্লাসে তোমারও অধরে হাসির সুষমা ফুটে উঠুক!

[প্রস্থান।

হামির। ধন্য, ধন্য বীরবৃন্দ সবে! ধন্য হ'ক বীরপ্রসূ জননী সবার! দেববরে বিমর্দ্দিয়া দুর্ম্মদ রিপুরে কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিলে মেবারে, ফল-ফুল সুষমা সম্ভারে যুগযুগান্তরে ঘোষিবে অক্ষয়তরু স্বর্গাদপি শ্রেষ্ঠ এই বীরত্বকাহিনী!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—বাঘোর প্রান্তর।

(গাজিখাঁ ও মির্জ্জা আলি বেগের প্রবেশ)

গাজিখাঁ। কহো চাচা, কায়সি হুঙ্গৈ ?

মির্জ্জা আলি। অ্যায় মেরে পেয়ারে ভতীজে,—বহৎ অচ্ছি হুঙ্গৈ!

গাজিখাঁ। ঠাট্টা নয় মির্জা সাহাব, আমায় বড় ভাবিয়ে তুলেছে! মালদেবকে ত এক কোপেই কচুকাটা করে ফেলেছে। বুড়োটা বেঁচে থাক্‌লে ততটা ভাবনা ছিল না! এখন এই পরাজয়ের বোঝাটা কা'র ঘাড়ে চাপিয়ে সুলতানের কাছ থেকে রেহাই পাই, বল!

মির্জ্জা আলি। অজি ক্যয়া মুজাকা হ্যয়! দুনিয়ার দস্তুরই এই রকম, কখন' গাড়ির উপর না, আবার কখন' না'র উপর গাড়ি!

গাজি খাঁ। কিন্তু, সুলতান এ কথা শুন্‌লে, কাঁধের উপর মাথাটা না থেকে, মাথার উপর কাঁধটা উঠে পড়বে যে!

মির্জ্জা আলি। বিলকুল ওয়াহিয়াদ্! দুনিয়ার দস্তুরই এই রকম,—কখন' বা মাটির উপর বেড়াতে হয়! আবার কখন' বা মাটির নিচে শুতে হয়! তা'র জন্য আবার ভাবনা? বিলকুল ওয়াহিয়াদ্!

(নেহান রাও এবং জিৎসিংহের প্রবেশ)

মির্জ্জা আলি। বন্দেগী, জঙ্গি লাট!

নেহান। গাজিখাঁ! হরিসিংহ কোথা?

গাজিখাঁ। কিছু জানি না।

নেহান। ও কথা অনেকবার শুনেছি। তুমি তা'র সত্য সন্ধান বলবে কি না, আমায় এক কথায় উত্তর দাও।

গাজি খাঁ। তা'র কোন খবরই আমি জানি না।

জিৎ। সহজে না বলে, যত বার ও 'না' বলবে, আধ বিঘাৎটাক্ মাস গা থেকে কেটে নিয়ে, নুন ছিটিয়ে দাও। বার কতক এই রকম করলেই, সমস্ত খবর বলে ফেলবে!

মির্জ্জা আলি। বিলকুল ওয়াহিয়াদ্!

নেহান। গাজিখাঁ! এখনও সত্য কথা বল।

গাজিখাঁ। হরিসিংহ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

মির্জ্জা আলি। বিলকুল ওয়াহিয়াদ্! বলে' ফেল' খাঁ সাহাব, বলে' ফেল! এক কথায় সন্ধানটা বাৎলে দিয়ে ঘরে ফিরি যাই চল। এ নিরিমিষ্যির দেশে আর থেকে কাজ নাই! মাস খানেক আন্দাজ আসা গিয়েছে, এক দিনের জন্য একটু রশুনের গন্ধ নাকে

ঢুকলো না! দিল দেওয়ানা হ'বার যোগাড় হয়েছে! বিলকুল ওয়াহিয়াদ্!

গাজি খাঁ। হরিসিংহ চিতোরে গিয়েছে।

নেহান। একা গিয়েছে কি?

গাজিখাঁ। পাঁচ শ' লস্কর সঙ্গে গিয়েছে।

নেহান। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। জিৎ, আমি চিতোরে চল্লাম, এদের সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত করে চিতোরে নিয়ে এস।

[প্রস্থান।

মির্জ্জা আলি। বিলকুল ওয়াহিয়াদ্! নাক ভি কট্ গয়ী, ঔর পোছি ভি রহ গয়ী!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য—চিতোর দুর্গসম্মুখ।

(অসিহস্তে চন্দা ও রাজপুতরমণীগণের প্রবেশ)

গীত।

নিবিড় জলদজাল ঢেকেছিল অম্বর,
রবিছবি ডুবেছিল সে আঁধার গগণে।
সে জলদজাল ভেদি' প্রকাশিল প্রভাকর,
বাজিল বিজয় ভেরী চারিদিকে সঘনে।
সুশোভন নন্দন উছল সুষমারাশি,
দনুজ দলিয়াছিল নিরদয় চরণে।
নিহত দনুজদল, বহিল মলয়ানিল
যশ সুরভিত পুন ফোটে নবজীবনে।

নেপথ্যে। আলাল্লা হো! আলাল্লা হো!

চন্দা। পাঠানের সমরনিনাদ চিতোরের এত কাছে!

(জনৈক অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর। মহারাণী!—পাঠানেরা দুর্গ আক্রমণ করেছে। আমরা চারিদিকের ফাটক্ বন্ধ করেছি। অন্যদিক্ দিয়ে প্রবেশ অসম্ভব দেখে, সমস্ত পাঠান এই দিকে আস্‌ছে!

[প্রস্থান।

চন্দা। বীরজায়া, বীরমাতা, আমরা সকলে। চিতোর রক্ষার ভার স্বেচ্ছায় লইয়া, পতি পুত্রে পাঠায়েছি ঘোর রণস্থলে! ফিরে যদি আসে, মহোল্লাসে জয়মাল্য গাঁথি, দিব গলে প্রীতিউপহার! যদি তাহে হয় তনুক্ষয়, প্রফুল্ল হৃদয়ে সহগামী হই চিতানলে! বীরবালা তোমরা সকলে! বিপক্ষের দলে হেলায় করিবে জয়! ছুটে যাও, দামামা বাজাও, সতর্ক করিয়া দাও শিশু, পঙ্গু, অথর্ব্ব

যে আছে! মুহুর্মুহু কর শঙ্খধ্বনি বজ্র হানি অরাতির বুকে, পাঞ্চজন্য শঙ্খের নিনাদে অচেতন হয়েছিল কৌরব যেমন। উঠ গিয়া প্রাকার উপরে অসি-ভল্ল-ধনুর্ব্বান করে, কর সবে অস্ত্রবরষণ! ছিন্ন করি' বিমোহিনী বেণী বাঁধ গিয়া ধনুকের ছিলা! হ'য়ো না বিহ্বলা, পরাজিত রাজদস্যু পাঠান সম্রাট্, পরাজিব অবহেলে কুক্কুরের দলে!

(রমণীগণের দুর্গপ্রাকারে আরোহণ, শঙ্খধ্বনি ইত্যাদি)

হরিসিংহের প্রবেশ)

হরিসিংহ। পথ ছাড়, তস্কর ঘরণী। বাধা দিলে নারী হত্যা ঘটিবে এখনই!

চন্দা। সঙ্কুচিত নারীবধে তুমি! আশ্চর্য্য কাহিনী! কহ শুনি, ধর্ম্মতত্ত্ব শিখেছ কোথায়? কতদিন ধর্ম্মজ্ঞান করেছ অর্জ্জন? ভগিনির বৈধব্য বিনাশে, নির্ব্বিরোধী রাণার হত্যায়, পুত্রসম ভাগিনেয় নিধন কারণ অগ্রসর হয়েছিলে যবে, কোথা ছিল পাপ পুণ্য বিচার তোমার? কোথা ছিল মানব হৃদয়? রমণী হত্যায় এ সঙ্কোচ কি হেতু বা আজি? বুঝি, ভাণ করি' ধর্ম্ম আচরণে, ছলনায় চাহ ভুলাইতে, সাধিবারে উদ্দেশ্য আপন! ত্যজ' ভ্রম, ক্ষত্রিয়ানী অরাতিরে করে না প্রত্যয়!

হরিসিংহ। নারীসহ বাক্‌যুদ্ধে নাহি অবসর! পথ ছাড় প্রগলভা রমণি! নহে—

চন্দা। নহে,—নিহত করিয়া মোরে প্রবেশিবে এ পুণ্যমন্দিরে! এই ত বক্তব্য তব? কিন্তু মনে রেখ নির্লজ্জ চৌহান্, ক্ষীণকরে ক্ষত্রনারী ধরে না কৃপাণ! চিতোরের রাণার মহিষী, পাঠানের পদলেহী কুক্কুরের আস্ফালনে হ'বে না শঙ্কিতা! শক্তি যদি থাকিত

তোমার, তা হ'লে কি পূণ্যভূমি ঝালোর ত্যজিয়া প্রবাসে আসিয়া, পাঠানের গোলামি করিতে? সাধ্য থাকে হও অগ্রসর, যতদিন একজনও রমণী জীবিত র'বে হেথা, তোমা সম অস্পৃশ্য কুক্কুর এ মন্দিরে পাইবে না প্রবেশাধিকার!

হরিসিংহ। উত্তম! তবে, তোমারই শোণিতে প্রক্ষালিয়া চরণ আমার রাজধানী করি অধিকার।

(অসি উত্তোলন)

(জাল মেহেতার প্রবেশ)

জাল। স্তব্ধ হও পিশাচাবতার, নিবৃত্ত এ প্রেতলীলা তব! অগ্রে সহ সন্তানের তেজ, মাতৃশক্তি দেখিও পশ্চাৎ, হেয় প্রাণ তবু যদি থাকে দেহে!

[হরিসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

চন্দা। কি করলে, কি করলে, মেহেতাজী!

(রক্তাক্ত অসি হস্তে জালের পুনঃ প্রবেশ)

জাল। কাতরা হ'য়ো না মাতা! সজীব কলঙ্ক তব জনকের কুলে তিরোহিত করেছি মা আজি। শোক ত্যজ চিতোর মহিষি! সোদরের রক্তরাশিমাঝে এক দৃষ্টে দেখ চেয়ে,রবিকরফুল্ল ঐ সম্পদ-শালিনী, চৌহানের সর্ব্বতীর্থ ঝালোর নগরী পাঠানের পদাঘাতে ধুলিবিলুণ্ঠিত হ'য়ে অবিশ্রাম ভাসিছে নয়ননীরে! ভ্রাতৃস্নেহে কেমনে মা ভুলিলে সকলই? চক্ষের সম্মুখে প্রতিক্ষণে জাগিছে আমার,—দুর্গতির আবর্ত্ত মাঝারে পরিত্যক্তা ভগিনির আশ্রয় দাতারে হত্যা করিবারে সোদরের ভীষণ প্রয়াস! মাতৃবক্ষ হ'তে ছিন্ন করি' সুকুমার শিশুপুত্রটিরে রক্তপায়ী দানবের তাণ্ডব নর্ত্তন! পুনঃ আজি পুণ্যতীর্থ ধ্বংসের কারণ, ভীম আস্ফালন করে দৈত্য

হাম্মির।

চিতোর দুয়ারে। জন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে তব সে দানব পরাভূত হ'ল!
চল মাতা, দেবতা প্রতিষ্ঠা করি সেথা, পূর্ণ কর তপস্যা তোমার!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য—প্রান্তর।

(লছমির প্রবেশ)

গীত।

দিন ফুরাইল শেষ হ'ল খেলা, তবে কেন হেথা পড়ে' থাকি।
কিবা অভিলাষে, রহি পরবাসে, আপনারে দিতেছি ফাঁকি॥
হারায়ে চেতনা ভুলেছি যাতনা, সুখ বলে' দুখ নিতেছি ডাকি,—
জাগো জাগো স্মৃতি, আপন বসতি কেন চিনিতে রয়েছে বাকি॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য—চিতোর রাজসভা।

(হামির, নেহানরাও, গাজিখাঁ, মির্জ্জা আলি বেগ ও সভাসদ্‌গণ)

হামির। নেহান্! শ্বেত শুভ্র মর্ম্মর মণ্ডিত সভাগৃহ, শিশোদীয় গৌরবের শতস্মৃতিবিজড়িত হয়ে, পূণ্যশ্লোক বাপ্পার অতুল কীর্ত্তি মর্ম্মে মর্ম্মে দিতেছে জাগায়ে। ঐ মণিময় চন্দ্রাতপতলে হিরণ্ময় সিংহাসনে বসে শিশোদীয় রাজাগণ পুত্রনির্ব্বিশেষে করিতেন প্রজার পালন। ঐ সিংহাসনতলে জোড়করে নৃপতি সকলে করিত রাণার স্তুতিগান, দেখিবারে অস্ফুট হাসির রেখা অধরপল্লবে। শিরস্ত্রান করিয়া মোচন, নগ্নশিরে হর্ম্ম্যতল করিত চুম্বন, রাণার সম্মান তরে! বালার্ক-অঙ্কিত রক্তবর্ণ রাঠোরকেতন সুদূর পারস্য দেশে শিশোদীয় বাহুবল করিত ঘোষণা! উত্তরে ধবলগিরি হ'তে সাগর চুম্বিতা কুমারিকা এক তানে প্রতিধ্বনি করিত সঘনে—"জয়-জয় চিতোরের জয়! ব্রহ্মদেশ হ'তে কাবুল অবধি প্রতিধ্বনি হইত আবার-"জয়-জয় চিতোরের জয়!" আজি সেই অতীত মহিমা, চিতোরের ভূতপূর্ব্ব বিপুল বৈভব, সজীব ভাষায় সম্ভাষণ করে যেন মোরে। জানি না নেহান্, শিশোদীয়বংশমান পারিব কি জাগাইতে পুনঃ! কার্য্যে মাত্র আছে অধিকার, কর্ম্মফল বিধাতার হাতে! কহ সেনাপতি বাঘোরের যুদ্ধ বিবরণ।

নেহান। ভাষা না যুয়ায় মহারাণা, কহিতে সে সমর কাহিনী! ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল যথা লম্ফ দিয়া পড়ে গিয়া ছাগদল মাঝে, ভীম আস্ফালনে রাজপুত আক্রমিল পাঠান বাহিনী! বাজিল তুমুল রণ, অস্ত্রে অস্ত্রে ছাইল গগন, রক্তস্রোত প্লাবন সমান বহে! গজ, বাজী, পদাতি নিচয় মৃতদেহ ঢের হ'য়ে যায়, রণোন্মাদে ফিরিয়া না

চায় কেহ! থেকে থেকে তব নামে করে সিংহনাদ, যায় অবসাদ নব বলে আক্রমণ করে পুনঃ। ক্ষত্রিয় বিক্রম সহিল না পাঠান বাহিনী, ছত্রভঙ্গ পলাইল রণস্থল ত্যজি', সেনাপতি বন্দী আজি হেথা! কিন্তু মহারাণা, অপরাধ করুন মার্জ্জনা, বৃদ্ধ রাজা মহিষীর পিতা গতপ্রাণ অস্ত্রাঘাতে মোর!

হাম্মির। ক্ষুব্ধ কেন তাহে সেনাপতি? পরাজয়ি' দুর্ম্মদ রিপুরে সাধিয়াছ চিতোর কল্যাণ, এ গৌরব স্বরগ সমান, বীরলোকে গতি পরকালে! কর্ত্তব্যপালন তরে, সম্মুখ সমরে নাশিয়াছ ঝালোর ঈশ্বরে; অপরাধ কিবা তাহে সেনাপতি? হ'লে প্রয়োজন, মিবারের রক্ষার কারণ, রাজপুত বিচলিত হ'বে না কখন দেশ-দ্রোহী পুত্রের নিধনে! শুন সেনাপতি, জন্ম তব ক্ষত্রিয় উরসে, ক্ষত্রিয়াণী জননী তোমার, মিবার সেবায় কায়মন করেছ অর্পন; প্রতিশ্রুত হও সেনাপতি, যদি কভু দুর্ম্মতির বশে পরাঙ্মুখ দেখ মোরে মিবার সেবায়;—প্রতিশ্রুত হও, বিরত না হবে কভু হানিতে উলঙ্গ অসি দেশদ্রোহী প্রভুর হৃদয়ে!

নেপথ্যে। জয়, জয়-মেবারের জয়!

(জাল মেহেতা, আলাউদ্দিন, বনবীর ও প্রহরীগণের প্রবেশ)

জাল। মহারাণা! সূর্য্যবংশে নিশাশেষে সুপ্রভাতে তরুণ উদয়, সিঙ্গোলী সমরে তব নামে লভেছি বিজয়! ধ্বংস আজি পাঠান বিক্রম রাঠোরের পরাক্রমে। হের মহারাণা, বন্দী আজি খিলিজি সুলতান অস্ত্রহীন সম্মুখে তোমার!

আলাউদ্দিন। পাশবদ্ধ মাতঙ্গে নেহারি' ফেরুপাল ফুকারে যেমতি, রে কাফের, —সেই মত বলহীন আস্ফালন তোর! অস্ত্রহীন

দেখিয়া আমারে কর ভীরু বিক্রম প্রকাশ? খিলিজি সম্রাট্ অসি করে শমনে না ডরে!

জাল। ত্যজ আস্ফালন, জানি হে বিক্রম; সিঙ্গোলীর সমর প্রাঙ্গনে পাঠানের মৃতদেহরাশি সাক্ষ্য দেয় ক্ষত্রিয়ের বাহুবল কত! নহি মোরা পদ্মিনী অবলা, নাহি হেথা রূপসীর মেলা, যাহে পুনঃ অগ্নিলীলা মাঝে প্রেতখেলা খেলিবে তোমার! ভারতের রঙ্গমঞ্চোপরি অবসান নারকীয় অভিনয় তব, জীবনের যবনিকা পড়িবে এবার! পরলোকে যদ্যপি বিশ্বাস থাকে তব, স্থির জেনো দাম্ভিক সম্রাট্, প্রেতপতি সৃজিছে তোমার তরে অভিনব বীভৎস নরক!

হামির। পতিত শক্রর প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদানে বিমুখ হবে না কভু মেবারের রাণা। রাঠোরের চিরশক্র তুমি হে সুলতান, তবু কাঁদে প্রাণ, ঐশ্বর্য্যের উচ্চশৃঙ্গ হ'তে হেরি তব গভীর পতন! দিল্লীশ্বর,—বিপুল ঐশ্বর্য্যে তব ঈর্ষা নাই হৃদয়ে আমার, নাহি চাহি বীর নাম করিতে অর্জ্জন পাঠানের রক্ত বিনিময়ে! মেবারের মুক্তি মাত্র প্রয়াস আমার! সন্ধি যদি চাহ করিবারে, মেবারের মুক্তি বিনিময়ে ক্রয় কর মুক্তি আপনার।

জাল। তিন সর্ত্ত আছে তা'র। মিবারের চতুঃসীমা অতিক্রমি' রাণার রাজত্ব মাঝে পশিবে না তুমি, মিবারের রাজকরে কোনও রূপ অধিকার রবে না তোমার; হ'লে প্রয়োজন ভারতের সর্ব্বদেশ করি পরাক্রম ফিরিবে রাঠোরসেনা। এই মর্ম্মে সন্ধি যদি কর সংস্থাপন, বন্দীগণ মুক্তি পাবে তোমা সাথে।

আলাউদ্দিন। পদাঘাতে চূর্ণ করি এ হেন প্রস্তাব! রক্তচক্ষুহর্য্যক্ষে নেহারি' ত্রাসিত কুরঙ্গ যথা পলায় হতাসে, পলাইবে রাজস্থান

ছাড়ি' কাপুরুষ কাফের সকলে, নিরস্ত্র সুলতান যদি একবার ফিরিয়া দাঁড়ায়! দুর্ব্বিপাকে পাশবদ্ধ মাতঙ্গে নেহারি, ক্রিমি-কীটও করে উপহাস!

হামির। অসম্মত এ প্রস্তাবে যদি, দুর্গমাঝে সুখে কর বাস। রাজপুত বিমুখ না হবে কভু অতিথি সৎকারে!

(অসি হস্তে চন্দার প্রবেশ)

চন্দা। মহারাণা! গর্ব্বভরে চিতোর রক্ষার ভার ধরেছিনু শিরে, সোদরের শোণিতসম্পাতে সে কর্ত্তব্য করেছি পালন। ধর রাণা, কার্য্যশেষে তোমার প্রদত্ত অসি তব করে করিনু অর্পণ!

হামির। সোদরের শোণিতসম্পাতে!

জাল। সাক্ষী তা'র রয়েছে কিঙ্কর! পঞ্চশত অশ্বারোহী সহ আক্রমিল হরিসিংহ চিতোর নগর। কোলাহল উঠিল চৌদিকে, কুলায়মাঝারে যথা পতত্রিনিচয়, গভীর নিশায়, কলরব করে দেখি' দুরন্ত পেচকে! দেখিনু অমনি, অসি হস্তে অভয়দায়িনী, মা ভৈঃ —মা ভৈঃ রবে উঠিল গরজি'! রণসাজে সাজি, শত শত ভৈরবী মুরতি দাঁড়াইল প্রাকার উপর! উলঙ্গ কৃপাণ করে তোরণ দুয়ারে দাঁড়াইলা আপনি জননী, মহিষমর্দ্দিনী যথা দানব সংগ্রামে! পৃষ্ঠে দোলে এলাইত নিবিড় কুন্তল, বজ্রশিখা বিলোল নয়নে! শঙ্খনাদে বধির শ্রবণ, মুহুর্মুহু অস্ত্র বরষণ, ধাঁধিল নয়ন নেহারি' সংহার লীলা! অবশেষে, চিতোর রক্ষায় সে যজ্ঞে আহুতি দিল বালা অবহেলে ভ্রাতার জীবন!

হামির। ধন্য ধন্য গরীয়সী মহিষী আমার! শিশোদীয় কুলবধূ বাড়াইলে শিশোদীয় বংশের গৌরব! ঐ যশঃ সৌরভ তব আনন্দ করিছে দান পিতৃগণে ত্রিদশ—আলয়ে! তব নামে বীর

গাথা গাহিবে চারণী, আরাবলি শৃঙ্গে শৃঙ্গে হবে প্রতিধ্বনি, তব নামে ধন্য হবে মেবার আমার!

চন্দা। মহারাণা! মেহেতাজী না হ'লে সহায়, না জানি' কি হ'ত পরিণাম দ্বন্দ্বযুদ্ধে সহোদর সনে!

হামির। জানি রাণি, মেহেতার বিক্রম। শুভক্ষণে লভেছিনু হেন অনুচরে। দক্ষিণাঙ্গ মেহেতাজী আমার, ঋণ তা'র এ জীবনে নারিব শোধিতে। শুন জাল, আজি হ'তে রাজ্য-অভিষেকে রাজটিকা পরাতে রাণায়, তব বংশে অধিকার করিনু অর্পণ!

জাল। মহারাণা! অতুলন এ সম্মান মাথা পাতি লইল কিঙ্কর!

হামির। ঝালোরকুমার!

বনবীর। মহারাণা! ও নামে না সম্ভাষ আমারে আর। মিবার-বিরুদ্ধে অসি ধরি' মহাপাপ করেছি সঞ্চয়। তুষানলই প্রায়শ্চিত্ত তা'র।

হামির। বনবীর! অনুতপ্ত হৃদয় লইয়া ক্ষমা চাহ ঈশ্বরের কাছে, দয়াময় ক্ষমিবেন অপরাধ তব। অনুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থী জন দণ্ডনীয় নহে মম।

বনবীর। তব বাক্যে হয় প্রাণে আশার সঞ্চার। যদি অনুকম্পাভরে গুরু অপরাধ মম করেছ মার্জ্জনা, যাচি অনুমতি রাণা, তোমার বাহিনীমাঝে সামান্য সৈনিকপ্রায় যাপি দিন মেবার সেবায়। যে খড়্গ তুলিয়াছিনু একদিন বিপক্ষে তোমার, তব কার্য্য সেই অসি করে পারি যেন ত্যজিতে জীবন!

হামির। মহিষীর পিতৃকুলে অবশিষ্ট একমাত্র তুমি বনবীর! কর প্রাণপণ চৌহান বংশের মান অক্ষুন্ন রাখিতে! রাজোচিত মর্য্যাদার তরে তব,—নীমাচ, জীরান্, রতনপুর ও কৈরার

প্রদেশে—রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিনু তোমারে। দুই হস্তে কার্য্য করে যাও, রাখি মন বিভুর চরণে! চৌহানের বিলুপ্তগৌরব প্রতিষ্ঠিত কর পুনর্ব্বার!

বনবীর। আশীর্ব্বাদ কর মহারাণা, অপরিসীম বিশ্বাসের তব যোগ্য-পাত্র হ'তে যেন পারি!

আলাউদ্দিন। রাণা—রাণা। তুমি মানুষ না দেবতা?

হামির। আমরা একই বিশ্বপিতার সন্তান। রুচির পার্থক্যে বিভিন্ন পথের পথিক হয়েছি মাত্র। কর্ম্মজীবনের শেষ হ'লে আমরা সেই একই কেন্দ্র স্থলে মিলিত হব।

আলাউদ্দিন। যদি আমরা একই জগৎপিতার সন্তান, এস তবে রাণা,—তোমার মত ভায়ের উদার হৃদয়ে স্থান দিয়ে আমায় কৃতার্থ কর! কাফেরের এত মহত্ব এর পূর্ব্বে ত' কোথাও দেখি নি', রাণা! সন্ধি মঞ্জুর! এস মহাত্মন্, আজ হিন্দু ও মুসলমানে "ভাই ভাই" বলে আলিঙ্গন করে' বিজাতীয় শত্রুতার অবসান করি!

(হামির ও আলাউদ্দিনের আলিঙ্গন)

সকলে। জয় মেবারের জয়!

মির্জা আলি বেগ। ম্যয় ভি তো এহি কহতা থা—

হিন্দু মুসলমান মিল্ গ্যয়া।

দুষমন্,—দোস্ত বন্ গ্যয়া॥

বিলকুল ওয়াহিয়াদ্!

আলাউদ্দিন। মহারাণা! চিতোরের সিংহাসনে বসিয়ে মুক্তকণ্ঠে তোমাকে মিবারের স্বাধীন নৃপতি বলে' ঘোষণা করবো। বস বন্ধু, মহিষীর সহিত বাপ্পার সিংহাসন সুশোভিত কর।

(আনন্দকে লইয়া লছমি এবং মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া নারীগণের প্রবেশ)

লছমি। মহারাণার অভিষেকের শুভমুহূর্ত্তে বলায়করাজা ক্ষেত্রসিংহও এ আনন্দে যোগদান করতে উপস্থিত। এস মহারাণা, এস মিবার ঈশ্বরী,—পুত্রসহ মিবারের স্বর্ণসিংহাসন সুশোভিত কর।

(হামির, আনন্দ ও চন্দ্রার সিংহাসনে অধিরোহণ)

গীত।

পুরুষ ও রমণীগণের মিলিত সঙ্গীত।

ধন্য পুণ্যময়ী ধরণি।
রত্নপ্রসূ দেশ, নরেশ পুণ্যবান, পুণ্য অনিল বহে, পূত প্রবাহিনী।
গগণে রুচির আভা, ফুল্ল রবির প্রভা,
ধরায় অতুল বিভা, পুণ্য প্রীতির শোভা ;—
জলনিধি মেখলা, শ্যামলা, উর্ব্বরা, সীমান্তে বলম্বিত অচল শ্রেণী।
সত্যপালন, জগজনরঞ্জন,
নৃপগণ অর্চ্চিত, রিপুদল শাসন,
গভীর ঝঙ্কারে, অবনি অম্বরে, তোমার কীর্ত্তি কাহিনী।

—:*:—

যবনিকা।